

ବିଶାଖା ନାଟକ

କ
୧୫୮

ଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ନାଟକ

ଏ କାହିଁକି ନାଟକଟିଏ

ନାଟକଟିଏ

জাপন।

নেত্রবিহীন ব্যক্তির স্নেহে স্বভাবের অপূর্ণ শোভা। মনঃশ্রম পূর্ণ মনঃ
অনুভব, স্বল্পব্যক্তির দুরারোগ্য গিরিশূন্য উন্নয়নের অসাধ্য। যামিনের
বগল বিলম্বী চক্রমা স্পর্শ প্রদানি যেকোন হাতকর, যৎসদৃশ ব্যক্তির এই
নারী দেখনী সঙ্গলনও ভঙ্গ্য, স্নেহে নাই। জানি—সে সকলই জানি—
কমতায় পার্থক্য ও বিশেষরূপে জানি, কিন্তু তথাপি যখন। এমন
বারম্বারিণি না বলিতে পারি না। মনুষ্যে। ইচ্ছা বিরোধে বাইক, মনঃশ্রম
জান ধুটের জ্ঞান গ্রহণকার বলিয়া পবিত্র দিব্য। সত্যবশ্য। কেবল
বগলই ইচ্ছা প্রকাশনী ধারণ করিতে সাহসী হয়েছিল, ইচ্ছা প্রকাশনী
এই সম্পূর্ণ করিয়া মুক্তিও করিয়াছি। এবং সেই ইচ্ছাই জীবন
জামিনে পূর্ণ জ্ঞান পুস্তক পাঠকের হস্তে নমস্কার করিতে যত্নমূল্যে
জানি। আমি এতদ্বারা কখনো দ্বন্দ্বী।

হয়। যদি তুমি আশ্রয় করবে দুঃখভিত্তিক হইবে। না যদি
এই ইচ্ছা আশ্রয় করবে এই গুণহীন করণ—একত নাহি। গুণ
যখন তখনই হইতে পারে। কিন্তু যখন আশ্রয় এত পূর্ণ
করিতে তখন পূর্ণের বিলম্ব। তখনই নির্দিষ্ট। সহ
ইচ্ছা। গহণে নারী ব্যক্তি। কিংবা যৎসদৃশ করি
বাহ্য। স্নেহে করি।

কিন্তু এই সকলের মধ্যে। যৎসদৃশ। জ্ঞান
সহজত। পাঠক। যৎসদৃশ। যৎসদৃশ।
জ্ঞান। বা যৎসদৃশ। যৎসদৃশ। যৎসদৃশ।
জ্ঞান। পাঠক। যৎসদৃশ। যৎসদৃশ।
জ্ঞান। যৎসদৃশ। যৎসদৃশ। যৎসদৃশ।

কর্তৃত্ব।
কর্তৃত্ব।
কর্তৃত্ব।

শ্রীশ্রী

শ্রীশ্রী

১৯৮০ সাল

এই নথি বিবেচনা করা হইবে
আমি আশীর্বাদ করি
এই নথি বিবেচনা করা হইবে
আমি আশীর্বাদ করি
এই নথি বিবেচনা করা হইবে
আমি আশীর্বাদ করি

নাট্যোন্মিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----------------------|
| উদয় সিংহ | ... | ... | হায়দর নগরের রাজা |
| রূপাবতী সিংহ | ... | ... | উদয় সিংহের পুত্র |
| মহীপাল সিংহ | ... | ... | গাজির নগরের রাজকুমার |
| জাহাঙ্গীর | ... | ... | মেলগড় নগরের রাজকুমার |
| শাহজাদান গিবি | ... | ... | উদয় সিংহের স্ত্রী |
| দীর্ঘ কুল | ... | ... | জাহাঙ্গীর নগরের রাজা |
| ... | ... | ... | অগ্নি দেহাতা |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

দূত, মন্ত্রী, সেনাপতি, পরিচারক, বন্দী, প্রভৃতি।

স্ত্রী

| | | | |
|-----------|-----|-----|----------------------------|
| ইন্দ্রবতী | ... | ... | গাজির নগরের রাজকুমারী |
| ইন্দ্রবতী | ... | ... | ইন্দ্রবতী ও ইন্দ্র মন্ত্রী |
| জাহাঙ্গীর | ... | ... | রাজা উদয় সিংহের স্ত্রী |
| বন্দী | ... | ... | হায়দর |
| বন্দী | ... | ... | হায়দর |

বাসী প্রভৃতি

ইରାବତী নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা—অধিদেবের দত্ত বেঙ্গলি সঙ্গীত

দুই ও দুইয়

১। আমি কালী

২।

৩। আমি

৪। আমি—তুই যে জো

৫। কবে কোপ করিস

৬। কিছুই

কাজেই, আর এক কোপে কত রকম মজার
মজার নাচ দেখাতেম ।

তোমার হুসি আমার মতন এক দিনও ছাড়া

করে

মনে কবে দেখে ।

(সংক্রোধে) সে দিন হিসাব করে দেখেছি যে,
যিনি এ বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে, মোরুতো মোটাতে
বেশ পাঁচ হাজার সাতটা কেটেছি, তার মধ্যে
বড় একটা গরু রাজা বাইশ কোপে কেটেছিলেন,
ও সেটার হঠাৎ গলায় কোপ পড়েছিল বলে
শিগা গরু শিগা গির মরে গাল, আর আমিও তখন
ছেলে মানুষ ছিলাম বড় মজা করতে জানতাম না ।

— গরু— তোমার ওসব নাচ রানী নাচ । আমরা হুড়ে
রে আনুবো আর উনি পূজোর দিন হলে মজা
আমরা শ্যালারা যেন কেউ নয়, আজ তোমার
শুভ দিন দেব না । — আজ তোমারই একদিন কি
(হুসি দেখাইয়া) আমরা তোমার

হু। আমি মরিনি কিম্, তুই ধর্ম্মাচারে লুপ্ত আমি নিয়ে
পাড়েছি, তার পর আমি বরাবর মাতার ক'রে ছলে
এনেছি; তৌকে আজ কখনই পুজোর কোন
বসতে দেব না। আমিই আজ কাটবো। এতে
যদি তুই ক্ষোর করিস্, তৌতে আমাতে আজ বোকা
পড়া।

ক। (ছুঁ ও বুঁহুর প্রতি) তৌরা দাদা বা কেন ঘরে ঘবে
ক'গড়া ক'রে মরিল্। চল্ আমরা সকলে মিলিয়া ক'হার
কাছে যাই; সে আজ যারে কাটতে বলবে, তেঁই
আজ কাটবে।

হু। বেশ কথা বলিচিল্ দাদা; তাই চল্।

হু। তবে চল্।

(মনঃস্বরে)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মেঘের ? কি নবকল্যাণ ! (চিন্তা করিয়া) বোধ করি
পথভ্রমে কোন কানন মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকবো না ।
(নম্রুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ—কি ভয়ানক নিবিড়
বন ! দৃষ্টিমাত্রেরই জীবনাশকা উপস্থিত হয় । এবার
শাশান ভূমির নিকটস্থ হ'লে, যে রূপ মৃত দেহে ভূগর্ভ
নিগত হয়, সেই রূপ ভূগর্ভের আভ্রাণও পাওয়া
নাচে দেখছি । (মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ দেখিয়া)
উঃ—কি গভীর মেঘের গর্জন ! এবার ভয়ানক বিদ্যুৎ
হতেও তো আরম্ভ হ'ল (পুনরায় চিন্তা করিয়া) রাজ-
কুমারী ঘোটকারোহণে বিশেষ পারদর্শিনী । নতুন ইলা-
হবগত থাকিয়াও এই ভূর্যোগের সময় তেজ প্রত্যক্ষ
অপদালনা করা আমার কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না ।
একটো কি করি—কোন দিক অন্ধ গালনা তবুই
কিছু কিছু সন্ধান পাই ?—কিছুইত ছিল কানন
পার্শ্ব না। আমি পুনরায় অন্ধ ফিরাইয়া উঠি ।
অন্বেষণ করুন না কি ?—কর্তব্য বটে, কারণ প্রকৃত
আশঙ্কা । (অন্ধ-

প অধঃপদ

দূরে
হাঁ

এই রে প্রিয়সখি আমার নিমিত্ত এই খাটাই অপেক্ষা
করেন।

ইন্দু। বাজকুমারি! সেই নিরাশ্রয় প্রাকুর মধ্যে, বহু
দিন আগে এই খাটিকা আরও হয়েছিল আমার জন্য।
সেই দিনে আমিই অশ্চালনের অনুরোধে গিয়ে, তার
পর আপনি গেলেন দিকে অশ্চালনা করেছিলেন।
এ রমণি। ইত্যগ্রে যে সময়ে আমার ভ্রাতৃপুত্র
একটি নর্বা বাবু হয়েছিল, সেই সময় আমার আরও
নিঃসঙ্গ হ'ল যে আপনি কোন কিছু করে অশ্চালনা
করেন। আর কিছুই নির্ণয় করতে পারেননি।
তার পর এই গহন রান্নার প্রায়শঃই যে একটি
বুড়ো বুড়ো ভাই অশ্চালনা করেছিলেন তার
কারণ কিছুই জানে না। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে
কিছু আশ্রয় প্রদানে আমার সম্মুখস্থ প্রতিশ্রুতি
আমরা করেছিল। এক্ষণে আপনাকে প্রায়শঃই
আমার মন উৎকর্ষা দ্বন্দ্ব হ'ল।

ইন্দু। বাজকুমারি! অরণ কখন, আমার শিবির হ'লে
বহির্গমনের সময় আপনাকে আমার অধিকার করে
ছিলেন যে, আমার সহিত 'বৈদ্য শিবির' থাকতে
নতীন্দ্র সৈন্য সম্মিলিত হ'ল। আমার ভ্রাতৃপুত্র
বিবাহসময়ে এবং বাহুবলীর এই প্রদানের নিমিত্ত
কনক অরণ শীঘ্রই আমার কাছে হ'ল। কিন্তু তার
আপনি কিভাবেই জন্মলেন না; এমন দেখুন যে
কেন হাতে হাতে কনক প্রাপ্ত হওয়া গেল।

ইয়া : প্রিয়সখি! গত বিষয়ের সৌচনা করার আর কি
কল? এক্ষণে ঘোটকদ্বয় অত্যন্ত রাস্তা হয়েচে। চলুন
ইহাদের বিজ্ঞান জন্য এই বৃক্ষমালে বন্ধন করে আসি।
ইন্দু : হ্যাঁ! এই করা যাক, কিন্তু জরুরী! এই ছলো-গ
শিবিরে আমাদের অবস্থানস্থিতিতে সৈন্যগণ নিতান্ত
কিশূণ হওনের সম্ভাবনা।

ইয়া : প্রিয়সখি! কি করা যায় বলুন? দেখুন আমাদের
অন্তর্গত সরোচেন এবং বারিশূর্ণ মেঘ সকলও সমস্ত
রূপে দূরীভূত হয় নাই, এসময়ে পুনরায় সেই অগ্নি
চিত ও হুগ্নি পরভূমি অতিদ্রুত করণেও তো সাহসের
প্রতিনির্ভর করা সম্ভব হয় না। এই স্থানেই কণেক
অবস্থান করা যাক, যদি আমাদের গ্রহপ্রভুক্ত সূর্য্যোগ
সমস্ত না হয়, তা হলে তা অদ্য রাত্রিতে এই
সেই অবস্থিতি করে আমাদের কণায়ের কণা ভাগ করা
হবে। এখন আসুন তাহলে ইহাদের বন্ধন করে আসি।
ইন্দু : তবে চলুন।

(উভয়ে প্রস্থান, ও ঘোটকদ্বয় বন্ধন করণান্তর)

পুনঃ প্রবেশ ৷

ইন্দু : বাজ মারি! আলনি যদি আমাদের সঙ্গে
পারদর্শিনী হতেন, তা হলে কি আমাদের এই নর-
শোণিত-শিক্ত সন্ন্যাস অরণ্য উপস্থিত হতে দিবাব-
সার হাত? কখনই না। দেখুন রজনী দেখী আগুন
এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইতেমই হইতেম
ইয়া : প্রিয়সখি! আগুন যেমন তিমিরাত্মক নারী জাতির

যেহা জেঁদ মরুপ জয় জেঁদ করে যানারি : তহার
চিরক জেঁদায় কৃতকার্য হইবে। তাহা : মতঃ
অন্য আপনাবি সাহায্য শিখা হইবে কি ততঃ অণা-
দোহেণে সিপুণ হইতে পারি ? তবে : না : কপিত
খিখোই সেও : কেবল : আপনার : শিকার : হইবে
গুণে ।

আহা : রাজকুমারি ! আপনার যেমন হইবে : অ-
সরণ : একা গুলিন : ত : ততঃ মরণ : ও : মরণ :
বিপদ কালেও উৎসবেদ : আর : কদম : ও : কদম :
ওঠে ; পরমেধের : নিকট : একা : ওঠে : ওঠে :
আপনি যেন : শিখি : জরিদী : হইবে : ওঠে :
করেন !

হিরা : শিখি : যদি : আনন্দ : প্রতি : আপনায় :
নাথকতা : ও : থাকে : তা : হইলে : আশা : করি :
অনিদা : গণ : হইবে : আর : কোম : ওলা : থাকে : না :

ইন্দু : আর : যদি : তাহা : যখন : আপনায় : সন্তি :
আপ করি : তা : নই : আনন্দ : সন্তি :
যটনাক্রমে : সেই : আনন্দ : সন্তিরকে : আশ : চিতা :
রক্ষন : করিতে : হইবে : দেখছি ।
আজ : করণের : সন্তি : পূর্বেই :
সেই : সন্তি : করি : হইবে : আনন্দ :
আজ : করণের : সন্তি : পূর্বেই :
সেই : সন্তি : করি : হইবে : আনন্দ :
আজ : করণের : সন্তি : পূর্বেই :

অন্যায় বাস্তব হওয়ায় সম্পূর্ণ রূপে মেঘ-
জল তরল হওয়ায় পৌরতর অন্ধকার হ'তে পারিলে ব'ল
বাতাস কাছেই ত এইখানে একটি বৃক্ষের শাখায় এছাড়া
করতে হ'বে। কিন্তু একপাশে সেই নর ত'কা' দূর
দূরার যদি আক্রান্ত হ'তে হয়, তা হ'লে সে বিপদ
উদ্ভব হ'বে নর উপায় কি ?

ইরশাদী : প্রিয়সখি ! আজ মহান বীরপুরুষ আমার দ্বারা
কত শত ভয়ানক সংগ্রামে জয়লাভ করেছেন। সেই
সকলপাশী ভীষণ অসি, আমার কান্নাকাতি করে কি
আমাদের প্রতি পক্ষপাত করে। কখনই না, অব-
শ্যই সাহায্য করবে।

ইরশাদী : রাজকুমারি ! আমাদের প্রতিকূলে অসি পক্ষপাত
করবে না তারই বা প্রমাণ কি ?

ইরশাদী : প্রিয়সখি ! দয়ানিধান ভগবানের কৃপাবলে ভয়ানক
করি (হস্ত দেখাইয়া) এই হস্তে, অসি এতদূর বাধ্য যে
আমার অসির নিকট অপরের অসি নিশ্চরই পরাস্ত
হ'বে।

ইরশাদী : রাজকুমারি ! আজ আমি পরম আত্মসম্মিত হচ্ছি।
জীবনের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি বেক্ষপ আশাবীরা
প্রকাশ করে। তাতে আমার অস্ত্রধারণে বিভ্রম
সাহস উপস্থিত হয়। (নেপাথ্য বাদ্যবানি)

ইরশাদী : (বাদ্যবানি শ্রবণ করণাথ্য) আশ্চর্য্যাবহ! ইরশাদী :

প্রিয়সখি ! অনুধাবন করে দেখুন দেখি, এই বন অথ-
বনত কি এক বকস শব্দ শ্রবণ শ্রবণ শ্রবণ বা :

ক। হী তামি তো । (বাদ্যধ্বনির প্রসঙ্গি কর্ণপাত পূর্বক
কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতকর পর হাবিত ভাবে) অহা! রাজ-
কুমারি! কোন্ কবি আজ কোন হস্তে ॥ দেখি হৃদয়
নরমদিগের হস্তে পতিত হইল খায়েছে সারি বহু
জীবন হাজার নিমিত্ত নিষ্ঠুরগণ এই বরদাদায়
কহে এই দিকেই আস্চে । (চিন্তা করিয়া) এক্ষণে
আমাদের আশ্রয়ের জন্য কি করাইবা বন্দন দিখি ?

ইরা । প্রিয়সখি ! আমরা তো অতঃপক্ষে হমজিত আছি,
উৎপত্তে প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট আবেশ

ক। রাজকুমারি! এই যৌবনের পায়চারি রাতে তাঁর
দেহ আক্রমণ বটে পরাভব জন আশ্রয়ের নিষ্ঠুর
হৃদয় হইবে কারণ অজ্ঞানালস্য আমরা এই বন্দন
এতদ্য অরুণ্য আমাদের যে পদাঙ্গ পরিচয় হইবে,
তাতে যথেষ্ট নীতিত এতদ্য হৃদয় কারো হৃদয়
হওয়া কোন সম্ভব বলিসিদ্ধ

ইরা । প্রিয়সখি ! তব তো এহাদের নিকটবর্তী হইলেই
আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হবে, বলিইচাও তাহা নহে
সিদ্ধিপথে পতিত হই তৎকালেই তো উদ্ধার আমাদের
আশ্রয় করবে ।

ক। রাজকুমারি! যেহেতু হৃদয় বন্দন ও হৃদয়পাশে বান্ধা
মাছে এরূপই হইল । তব (অশ্রুনির্দেশ পূর্বক)
দেখুন এ যে প্রকৃত বহু বন্ধের মাতা হইয়া গেল
এই বচি আমাদের অঙ্গকে যথেষ্ট হৃদয় দায়, কখন
অন্য রাজির নয় শুভে শক্তি উহার অঙ্গরাজ্যে নি

আমরা যদি বলি, এই নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আমাদের
আত্মদূর দৃষ্টিগোচর হবেনা। অতঃপর এতাত হ'লে
আর আমাদের এমন বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকবে
না।

ইহা। (চিন্তা করিয়া) শ্রিয়মাণ! আপনার অভিপ্রায়
আর কিম্বতেই বিরোধী নহি, কিন্তু—

ইহা। (চিন্তা করিয়া) বলতে বলতে নীর হ'লেন কেন?
আমার অনুভবিত হবে বলে কি আপনার মনের ভাব
গোপন করতেন? আপনার অভিপ্রায় অস্বাভাবিক প্রকাশ
করুন, তাতে আমি অসম্বুদ্ধ হ'ব না, বরং আমার
নিমিত্ত বিক্রমকে জাগরিত করা হবে।

ইহা। (শ্রিয়মাণ) আপনার অনুমতি অনুসারে আমার ভাল
প্রকাশ করতে চাই। তবে, আপনাকে থাকুন। বরং
বলুন আপনি কি অস্বাভাবিক আশঙ্কিত হ'লে
এই মন রূপ শাস্ত্রীগণের আশ্রয় হ'লে জাতিশ্রেষ্ঠ
ইন্সপির ভীষ্ম রক্ষায় পড়েন বা হয়ে তরুণের আশ্রয়
প্রদানকারী অর্জুনকে ক'রে আমাদের ছদ্মরূপে কল-
ঙ্কিত করতে পরামর্শ দেন? তবে আর আমাদের
অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ফল কি?

ইহা। (দ্রাক্ষমুখারি) আপনার সদৃশ পরাক্রম বীরপুরুষ-
দের হস্তে হস্তে আর আপনার যে প্রবল অসীম
সাহস দেবতাপাতি, এতে যে আমার দ্বিগুণ সাহায্য
দেয়। অতঃপর এতাত হ'লে আর আমাদের
কি আশঙ্কা হ'বে? অতঃপর যে কলঙ্কিত হ'লে

তাবিলম্বি নাই। কিন্তু এই রাত্রিকালে আপনাকে
নাবলম্বি হ'তে আমার অন্তঃকরণ সশক্তি সঞ্চার করছে
না। বিবেচনা করুন যদিচ আপনি আমার অপেক্ষা
অল্পবয়স্ক ও উৎসুক হ'লেও ওখাচ আমাদের মধ্যে
মহান অন্তর্যায়ীদিগের তুল্য শত্রু বিবাদের সময়
সময় দেখা আবশ্যিক, অতএব আপনাকে অনুরোধ করা
এই ব্যতির জন্য যদি বিবাদের প্রেরণ করেন, তা হ'লে
কদা প্রাতে আপনি যা অভিসার করবেন, তাহলে
আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

ইরা : (চিত্ত করিয়া) প্রিয়সখি ! মনুষ্যের হৃদয় জ্ঞান
কেন যে অন্তর্যায়ীদিগের অন্তর্নিহিত করে এই বস মনো
বিস্তৃতি করিতে পারে, সে কেবল আপনাকে অনুরোধ
আমাদের সঙ্গে অলঙ্কারের সঙ্গে, মনুষ্যের হৃদয়
বিকৃত ও জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান
করিতে হ'ত না।

ইরা : রাজকুমারি : আপনার এত দূর ভ্রমের প্রকাশ করা
কোন মতেই উচিত হয় না, মেরী চাকরানা কখন
মায়ি প্রভাত হলেই ত্রিগুণ কল প্রকাশ করুন।

ইরা : (ক্রিয়ার জ্ঞান হইয়া স্বপ্ন) হায় ! হায় ! মনুষ্য
কেন আপনাকে মনুষ্য - উঃ নরদেহ ধারণ করে আপনাকে
উৎসাহের জন্য মনুষ্যের প্রাণ বধ করিতে -- কামাতক
আমির দাবী থাকতে এত কৈ কখন সহ্য হয়
(চিত্ত করিয়া) কিন্তু কি করি ? ক্রিয়াকর্ম কেনই
আমার আমার জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান

আমি যে তত্ত্ব শাস্ত্র মুসলিমিতা তাঁর জাতি পাবিত্ত
 নাই, তবে এক কারণেই বা প্রতিরুদ্ধকতাচরণ নাহে
 কেন উনিই তো আমাকে যখন তখন বলেছেন
 যে আমিই অনুরাগের পাত্রীপাত্র নাই; বাল্যেই ইউর
 আর বাসিকাই হউক যে যখন সজ্জা চালনা করে,
 হস্তে অনি স্বকীয় কার্যসাধনে কখনই ত্রুটি
 না (চিন্তা করিয়া) যাহা হউক, এর অন্তরালে এক
 না করে শুধুকে দুঃখিত করা আমার বেশি ভ্রমেই
 উচিত হয় না। (পুনরায় নেপথ্য বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ
 করিয়া) সমস্যন্ত আমি নিষ্কামিত করিয়াছি।
 পিতাচেরা প্রায় নিকট হইল দেখি। এত
 প্রসঙ্গ! আমার এই শাপিত অস্ত্র হুগুত বা চর
 পাতন এমনত উদ্ভূত হইল যে, ইহাব প্রতি
 করা আমার নিত্যন্ত ক্রেশবর বোধ হইল।
 প্রতি আমি ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমি প্রিয়
 জন্মরোগ লঙ্ঘন করিতে কখনই পারিব না।
 (হুগুত) কি বিপদ! রাজকুমারীর জোখান
 কখনই যে উদীপ্ত হইতে আরম্ভ হইল দেখছি। উনি
 স্ত পূর্বক এখান হইতে গমন করেন, এমন
 কিভাবেই বোধ হয় না। (চিন্তা করিয়া) বলপূর্বক
 হস্ত ধার করে তবে বাওরাই করিয়া (রাজ
 কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিয়া নিম্নে
 পূর্বক) অনিন্দিত। এমিকে মুক্তিপাত করে দেখেন
 প্রকাশ বিপদ হইল। নিকট উনি একদা হইল

বাল প্রত্যয় হইলে, একজন প্রধান কৰ্মে বা
উহার আশ্রয় গ্রহণ করা যাক তাহা হইলে একজন
বিদ্যেগত ব্যক্তি করা যাবে।

ইলা : (কিঃ চিন্তা করত) ভাষা-সংস্কৃত
ভাষা-চলন

१५५३

ভূমি

... 700 (9) ...

24155 74050

[illegible]

1940

[illegible]

হানি। (যদিও কার্তিক নিঃশব্দ পূর্বক) আরও তার জোয়ান
সৈনিক হেঁসে ৩৫ হাতীকে তখন রাজাটাকে এক বেঁচে
কেটে কেটে - তাতে দু'বি কোর দোষ হয় না ?

হানি। (কোলাহলিত হইয়া) কি এলি - কুকুর শোলা
টোর জোয়ানি, সে কো আঃ গাজা, করে রাজা
সে যে পরমারে জনো লুকিয়ে কাঁচিল,
তুই চোঁচিয়ে বলে কর্তার কা - হুলে বি :

হানি। কি - তুই আমারে গাল দি -
শাসনাত করিয়া) তুই জোরে নাতি ম
কর বি কর :

হানি। (সজোরে হানির কেশাকর্ষণ পূর্বক)
নাথি - তুই আমারে নাতি মানিস - আর, তো
আনার পেয়ানের কাছে নিয়ে যাই - তোর
নাতি হারা বার করে দিইগে :

হানি। (যদিও কেশাকর্ষণ পূর্বক) তুই জানাও গাল দি
টিম - তোর একটা নাতিতে কি হই হই নি ৩৫০ খা
আমার জোয়ানের কাছে ভাল করে শোধ দিইগে
উভয়ে উভয়ের কেশাকর্ষণ পূর্বক এক দিক দিয়া

প্রস্থান :

অপর দি - দিয়া রাজসম্মতি হইয়াবীর প্রবেশ
হানি। (৩০০০ দৃষ্টিপাত পূর্বক) কি জোয়ান কদ
এখানে পলাপ করিলে বীর পক্ষ মনঃ করে আর
সফার হয় : কোথ হকে তোর দৃষ্টিপাতপূর্বক এ
কর দিবার দানি : কোথ দৃষ্টিপাতে : কিঙ্ক জাই

এই রা প্রিয়সখির চন্দ্রাতসারে এই গভীর কান্নায়
 প্রবেশ করে, অগ্নিনিভ বিপদ গ্রস্ত হলেও যার ভিতর
 সখিকেও বিপদগ্রস্ত করেন। (চিহ্ন) (১) পীযা
 তাঁর নিকট প্রত্যাগমন কয়। এত (২) যে
 সামান্য নিদ্রায় কবিত্ব (৩) যাছিলেন এত (৪) বোধ
 করি তাহা ভঙ্গ হয়েছিল। (৫) ভগ্নে (৬) মাত্রে (৭) পদ্যে
 যা পেয়ে প্রিয়সখী নাই। (৮) কতই (৯) চিত্তবিন্দু (১০) হয়ে
 থাকবেন। (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) (৩৮) (৩৯) (৪০) (৪১) (৪২) (৪৩) (৪৪) (৪৫) (৪৬) (৪৭) (৪৮) (৪৯) (৫০) (৫১) (৫২) (৫৩) (৫৪) (৫৫) (৫৬) (৫৭) (৫৮) (৫৯) (৬০) (৬১) (৬২) (৬৩) (৬৪) (৬৫) (৬৬) (৬৭) (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২) (৭৩) (৭৪) (৭৫) (৭৬) (৭৭) (৭৮) (৭৯) (৮০) (৮১) (৮২) (৮৩) (৮৪) (৮৫) (৮৬) (৮৭) (৮৮) (৮৯) (৯০) (৯১) (৯২) (৯৩) (৯৪) (৯৫) (৯৬) (৯৭) (৯৮) (৯৯) (১০০)

হয়ে বৃষ্টির অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করি; কিন্তু ইহার
অনুসন্ধান না করে এতদিন পর্যন্ত নাওর। হবে না।

(বলাৎ প্রতাপের অবস্থিতি)

১। (স্বদেশী সঙ্ঘের) প্রতাপের অবস্থিতি হইতে অনুসন্ধান
করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ ভ্রমসহ যত্নের বিশেষ-

ত্বের প্রয়োজ্যে কালিগত বিবিরার জন্য আমি নিতান্ত
দুঃখিত। তবে হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার অন্তর্দাহক কঠোর
প্রণালীতেই যে পথের কখনও প্রার্থনা করি নাই।

তবে স্বদেশী সঙ্ঘের আমি একমাত্র গন্তান, আমার
অন্য কোন উদ্দেশ্যই কোমি অন্তর্দাহক হয়ে থাকে।
এইরূপেই প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।

তাহলে এই প্রণালীর হস্তে এই রূপেই আমার
অনুষ্ঠান শাস্ত্র। কিন্তু পিতঃ সেই পাপায়নী বিলা-

সিতের মধ্যেই প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।
কিন্তু আমি জানি যে সেই মর্যাদার অধিবাসী না

হইতে হইবে। এই মাত্র প্রার্থনা। জগদ্বিশ্ব। তাহলে
বিলম্ব কেন, এই আমার অপদার্থ দেহ প্রণালীতেই

প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। (দ্বিধা নিঃস্বাস
স্বদেশী সঙ্ঘের প্রণালী) প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।

আমার অন্তর্দাহক হইতে, তাহার উপর এই প্রণালী
প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। তাহলে আমার প্রণালী

প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।
প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।

কিন্তু তাহলে প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।
প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি। প্রণালী পাতকে পাতকী হয়ে থাকি।

দীর্ঘ : (মজোর পাতোথান পূর্বিক) সেনাপতি .

সৈন্যদল এহ রা সপথে হুসারি হ হ এ . আমান খাতা
করিবার আর নিমস্ব নাই .

মন্ত্রী : যে আজ্ঞা মহারাজ

প্রবিন্সের সহ নিয়ম ও মঙ্গল হতে এক জন

কর্তব্যবীর আহরণ

মন্ত্রী : (লিপি দেখাইয়া) মহারাজ . আপনাকে আজ্ঞাই
গারে এই লিপি প্রস্তুত, একজন কাম . বাক্যের কবিত্তে
আজ্ঞা হইল . (রাজার হস্তে লিপি প্রদান)

দীর্ঘ : (লিপি গ্রহণ করিয়া) মহা . বাক্যের কবিত্তে
প্রস্তুত যেন শীঘ্র পৌঁছে, নিমস্ব নাই . (হুতের
হস্তে লিপি প্রদান)

মন্ত্রী : (লিপি গ্রহণ করিয়া) মহা . আজ্ঞা . (প্রস্থান)

(প্রস্থান)

দীর্ঘ : (মন্ত্রীর প্রস্থিতি) মন্ত্রী ! মুকামাবদ নিমিত্ত আমি
দেবতার আদেশ গ্রহণে গিয়া ফিরিব . দুই এক জন সভা
করে কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ .

মন্ত্রী : যে আজ্ঞা মহারাজ .

(প্রস্থান)

৩৬. ৩৬. ইরবতী নটক।

অগ্রগদ হউক। (মশোবস্তু সিংহের নিকট উপবেশন ও শৃঙ্গল মুক্ত করণে উদ্যত)

হুহু। বহু ও কহুর পুনঃ প্রবেশ।

হুহু। (হুহুর প্রতি) দেখলি কে কাটবে?

হুহু। কাটুতুই: আমি আবার এবারে ছুটো তিনটে দিবে। দেখে রাজা ধরে আনছি, এনে নিজেই কাটবো। এমন শ্যালাকে একটাও কটেতে দেবো না। ইরবতীকে শৃঙ্গল মুক্ত করিতে দেখিয়া হুহুর প্রতি।
ওরে দেখ, ২ কে একটা মেয়ে স্বাক্ষর করে আনবে।
পূজার শৌকল খুলচে।

হুহু। তাইত!

হুহু। (ইরবতীর প্রতি) ঐ তুই কে?

ইর। আমি তোদের যম।

হুহু। কি বলি! (সগর্বে)

ইর। (স্বপ্নত) বড় দূর যক্ষন, পূজা না তাদিলে যক্ষন করা যাবে না দেখচি। আমার অগ্নি নিখাও নিকট।
হল, ভাল রূপ দেখাও যাচ্ছে না। (সম্বোধন করে)
গণেশোত্তম করিয়া রাজকুমার মশোবস্তু সিংহের কাছে
দুঃখ! আব বিলম্ব করা উচিত হয় না। হুহু।
না, প্রহৃতকে আমি দেখাইব। আমি তোদের
কাটবো।

হুহু। (হুহু পাহাড়ের প্রতি) ওরে ইক দেতো, মর কাটা
বার কার্য।

সিংহের একজন দ্বিজব্রাহ্মণ। ৩৬ ও ৩৭

কর্তব্যের প্রকাশ।

সহ। কি হয়েছিল?

হুহু। (রাজকুমারীকে অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দেশ করিয়া) এখানে দেখ না।

সহ। (রাজকুমারীকে দেখিয়া হুহুর প্রতি) দেখবে আবার কি - আগে ভরে ধোঁই শিগুগির শিগুগির দিগে, কাল্।

সহ। (অর্জন পূর্বক) কি বলি, পাণ্ডা পিঁচি! (অগ্রসর হইয়া আসি দেখইয়া) আর, আশাব এই অসিত আজ তোদের পিঁচি মেহ হ'তে মুক্ত করি।

সহ। (সদ্যন্তে) হুহু দেবি কবিসনে, এগো আর নয় না, এক ভোপেই ওটাকে পুজো করে ফা।

(হুহুর সহিত রাজকুমারী ইবতীর ঘোরতর যুদ্ধ।)

হুহুর পতন হুহু।)

সহ। (হুহুর পতন দেখিয়া হুহুর প্রতি) দাঁড়িয়ে না করে দেখচিস কি? তোরাও এগো।

(বুহু ও কহু অগ্রসর হইয়া) কুমারী ইবতীর সহিত যুদ্ধ ও হুহুর পতন; কহু ও হুহুর পলায়ন।)

ইবতী। (উল্লসিতঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহু ও সহুর পশ্চাদ্ধাবিনী হইতে উদ্ধৃত হইয়া) হুহুয়া চলালেনা কোথায় পলায়ন করবি। আজ তোদের আর রক্ষা নাই, জলে হউক, স্থলে হউক যেখানে হউক না কেন, যেখানে পলায়ন করবি সেই স্থানে গিয়ে তোদের প্রাণ বধ করে এই গল্প কবিসনের শাস্তি হুহু।

করব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই বোনের
পশ্চাদ্দামিনী হলেম।

(এক দিক্ দিয়া প্রতান)

অপর দিক্ দিয়া বনপুষ্পের মালা চুষ্তে বসি

কনির পুনঃ প্রবেশ।

কনি। (ভূমে পতিত মৃত কছ ও বুড়ুর শিকড়ে গাইয়া
নতশিরে মৃত দেহদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক) ওয়ে
দেখ! দেখ! এ যে আমাদের দেহদ্বয়ের কে
একবারে পূজো করে ফেলেচে।

কনি। (অগ্রসর হইয়া ছুঁর গাত্র আন্দোলন ও ক্রন্দন
পূর্বক) ভগ্না! কি জোর করেই তোমার দেহে
এক কোপেই পূজো করে ফেলেচে। (দাবান্দ
মুখাবলোকন ও ক্রন্দন।)

চুটুটু হীন হৃৎক ও আলুলারিত কেশে রাজকুমারী ইরবতী

পুনঃ প্রবেশ।

কনি। (রাজকুমারীর ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বনিত্রস্তাতি)
ওরে! ওহয় তো সেই আশুগ্ন দেব! এমামে পাজা
কম হয়েছে বলে রাগ করে আশুগ্ন থেকে বেরিয়ে
এসেচে, জোরানদেব তো পূজো করে খেয়েচে, এখন
আমাদের ধরে পূজো করে খাবে বলে বেড়াচ্ছে। চল
পালাই।

কনি। (ঠিক কথা বলিচিস্, চল চল রাজকুমারীকে গিয়ে
খবর দিইগে।)

(এক দিক দিয়া 'নব ও নব' দিক দিয়া ফিরি পলায়ন)

ফিরি কোণাকর্ষণ পূর্বক কুমারী ইন্দুমতী। ওবেশ।

ইন্দু। (ফিরি প্রতি) ওরে পাপীরসি! পিশাচি! হ্রাহত-
কারিণি! রাজকুমারীকে বধ ক'রে কোণায় লাভ
করবি? এই তোয় মুণ্ড ছেদন কর্লেম। (ফিরি
গলায় অসি প্রহার, ফিরি পতন ও মৃত্যু)

ইন্দু। (রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া দোঃপূর্ণ চিত্তে)
এই যে রাজকুমারী এই খানেই সঙ্কন্দে আছেন। আ-
বাঁচলেম—আমার মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হলেম।
(রাজকুমারীর প্রতি) রাজকুমারি! আমার অস্তিত্ব
সাথে কি আপনার এই কাজ?

ইন্দু। প্রথমস্থি! নিঃশঙ্ক চিত্তে আনন্দোদয় করুন।। হৃদে
পতিত মৃত দেহ দেখাইয়া, আমি এই দুঃখসাগরে
ক'রে (শোভন্ত সিংহে প্রতি অঙ্গুষ্ঠ নির্দেশ
পূর্বক) এই যুবকের প্রাণ বন্ধা করেছি।

ইন্দু। (আশ্চর্য্যম্বিতা হইয়া) উঃ রাজকুমারিঃ! আপনার
কি অদ্বিতীয় দিক্রম, নিরাপদে এই সকল বিকটাকা-
শত্রু বধ ক'রে এই দুঃপাষের প্রাণ রক্ষা করেছেন?
বন্য আপনার অস্ত্র-ধারণ।

ইন্দু। প্রথমস্থি! আপনি যত্নে মধ্য নিশ্বাস করুন, আমি
দেয় অশ্লিষ্টত অসির নিবৃত্তি কখন কোন পশুবৎ
স্বাভিদের অসি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু
একগুণে এইযুব পুরুষের মরণ। আনন্দ দর্শন করা যায়।

না, কি করি, অত্যন্ত দৃঢ় শৃঙ্খলে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
করেছে ; সহসা মুক্ত করতে পারি না ।

ইন্দু । রাজকুমারি ! দেখুন রজনী প্রভাত হইবে, শব্দ
বন্ধকার নাই, এক্ষণে এক্ষণের এমন কোন নির্দিষ্ট সময়
আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে নাহা! অবলম্বন করার সময়
ই হার বন্ধন মুক্ত করা যাবে ; আসুন সেই চেষ্টা করি
গা। (উভয়ে যশোবন্ত সিংহের ঘিনটে উপস্থিত
এ বন্ধন মুক্তকরনোদ্যম)

ইন্দু । (যশোবন্ত সিংহকে অত্যন্ত দেখিয়া সম্বোধন)
প্রিয়সিং ! এঁকি ! এঁকি ! ইঁহাকে যে হতপ্রাণ বোধ
হচ্ছে ! তাহা কি আমাদের অগোচরে যনসমাজ এর
মতট দৃঢ় প্রেরণ করেছিলেন ? আহা ! আমার
সম্মুখে দৃঢ় এলেক কখনই এ যুগ পুরুষের কীমন অসা-
হবণ করতে দিতেন না ।

ইন্দু । (যশোবন্ত সিংহর শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া) রাজ-
কুমারি ! কেন হতমূল চিন্তা কর্চেন ; এই যে এর
নিশ্চয় প্রয়াস হচ্ছে, এক্ষণে কণেক শুভ্রতা করা
গা। আইন—বোধ করি এই দুসেহ প্রেরণ ও
তত্ত্বাবনাও শরীর স্পন্দহীন হওয়াতে গর্হিত
হয়েছেন ।

যশো । (মুচ্ছারী ভাবে রাজকুমারীদিগকে ডাকি, পরে উভয়
বেশন ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বিস্তার্য প্রকৃত) জীবন-
প্রাণি ! এই হতভাগ্য কাহার হয়ে জীবন লাভ ক'
কি জীবনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা পাশে আসক হ'ল

ইন্দু। মহাশয়! হউন আপনাব যে কষ্ট হচ্ছে দেখছি
একপাশে আলপা পরিচয়ের সময় নয়, অগ্রে সম্যক
জ্ঞান হউন।

এজন সৈন্তের প্রবেশ।

সৈন্য। (অনতিদূরে রাজকুমারীদিগকে দর্শন করিয়া)
দার্নিনীশাস পরিহ্যাস করত স্বগতঃ) বাঁচলেন! বাঁচলেন!
রাত্রির পরিশ্রম এতফাশে ফল হ'ল। (রাগের দ্বারা)
দিগের নিকটবর্তী হইয়া) কবখোড়! রাজকুমারী
কল্যাণ সমস্ত কার্য হ'লে আমায় লেই জায়ে
নাদের অবস্থাকে ভ্রমণ করছি। কিন্তু আমায়
শুভাদৃষ্ট বশতঃ অনতিদূরে যেই দুটীকে আশ্রয়
দেখে বনের দাখা খোঁজ করে, আপনাদিগের শ্রম
লাভ করায়।

ইরা। দেখ! একপাশে তো আমাদের সহিত মাগধের রাজা,
তোমার আর চিত্তের প্রয়োজন করে না। তিনি
অবসর হয়ে, যেখানে ঘোটকদ্বয় আবদ্ধ আছে
সেই স্থানে আমাদের নিমিত্ত একশেক অপেক্ষা কর
বে। এই ইহাজা কিম্বা জুহু হইলেই আমরা অতি
শীঘ্র প্রাণ হাতে গমন করিব।

সৈন্য। (স্বগতঃ) (সাইতে অগম্য হইয়া স্বগতঃ) এই
জনশূন্য অরণ্য মধ্যে কোথা হ'লে এ খুদা পুরান এনে
উপস্থিত হ'লেন, তা'র দুটী তিনটী কদাকার মৃত
দেহ পতিত রসেছে দেখছি, কেনই বা রাজকুমারীর
দেহ ও প্রাণ কর্চেন? (চিত্তা করিয়া) যাই হউক

এখন যাই রাজকুমারী বাহা অনুমতি কলোন তাই করিগে, পরে অবশ্যই ইহার বৃত্তান্ত অবগত হ'তে পারব ।

ইরা । প্রিয়সখি ! এঁকে শিবিরে ধরে গিয়ে শুক্রবা না কল্যে স্বস্থ হওনের এখানে আর কোন উপায় দেখছি না ।

ইন্দু । রাজকুমারী ! সেই উত্তম পরামর্শ : (মৌশাবস্ত্র সিংহের প্রতি) মহাশয় ! এই অরণ্য মধ্যে আপনাকে স্থস্থ করণের সকল উপকরণের অভাব আর আপনিক অত্যন্ত ক্লেশ হয়েছেন, বলতে ভরসা হয় না কিছু দূরত্বদূরে আমাদের শিবির স্থাপিত আছে তুমি শুধু এই পূর্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন তা হ'লে আমরা কৃতার্থ ছই ।

মোশা । (চিন্তা করিয়া) আপনারা ও হতভাগ্যের প্রতি যে অলৌকিক কৃপা বিতরণ করেছেন, তাহে আমি সম্পূর্ণ স্থস্থ ও সবল হয়েছি, এক্ষণে আমার ভয়ভীতি জনক উত্তলা হাবন না, আর আপনাদের সম্মতিবাহানে গমনেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না ।

ইন্দু । তবে গায়েখান করুন ।

মোশা । হাঁ—তবে চলুন ।

(গুলকের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কাছোজনগর—রাজসভা ।

রাজা, নীলকণ্ঠ ও সন্ত্রী আসীন, দুই ও প্রতিহাসী ব্যক্তিগণ।
 নীলকণ্ঠ : (রাগাক হইয়া দূতের প্রতি) ওহা যে ভাষার দ্বারা
 কার মধ্যে শিবির স্থাপন করিতে অগ্নিদেবের পদস্বর
 বিলম্বকারী হুদে ভয়ানক দৃষ্টান্তের আরম্ভ করিলে, এই
 সংবাদ প্রত্যক্ষ করি জ্ঞান দেওয়া হয় নি।

দূত : (করতাল পূর্বক) মহারাজ! কল্যাণের এক
 প্রহরকাল মাত্র তাৎক্ষণিক তীরে শিবির স্থাপন করিয়া
 অগ্নিদেবের পদস্বর মধ্যে আবেশ করে, অগ্নিদেবের পূজক-
 দের বধি কল্যাণের পূজার হানি করেছে; এই দণ্ডে
 এক জন দূতের জ্ঞী এসে আগ্রহে এসংবাদ নিবেদন
 করিতেই মহারাজের গোষ্ঠের জন্য আমি এই উপস্থিত
 হইলাম, বিলম্ব তো হয় নাই।

নীলকণ্ঠ : কল্যাণের পূজকদের মধ্যে কি এক জন ও জীবিত নাই।
 দূত : মহারাজ! তাহার যে এসে গেল মটনার সংবাদ
 দিচ্ছে, সেই গ্রীসোকটী ভিন্ন আর কেহই জীবিত
 নাই।

দীর্ঘ। তবে কি অগ্নিদেবের বেদি এক্ষণে অরক্ষিত ?

দুত। মহারাজ ! এই বশতঃ —

দীর্ঘ। শীঘ্র সোনাপতিকে সংবাদ দাও।

দুত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।

(প্রস্থান)

দীর্ঘ। (মহীর প্রতি) কি ! তাদের এত দূর পলায়, তারা কি জানে না যে, আমার রাজ্য সমস্ত স্থিতি বিন্যাস স্বরূপ। আমার নাম প্রবণে মহামাতা ও কপিতা বন; তারা কি মনে করেছে কতিপয় প্রহর নরহত্যাকে বধ করে এতদূর কুতলা করে দেবে, এখন পর্যন্ত পলায়ন না করে, নাহক করে শিথিল স্থাপন করে রয়েছে। আমার অগ্নিদেবের পূজার হাণি কখনো—এখনি তার বিশেষ শাস্তি নিমিত্ত লঙ্ঘন কর।

দুত নব সোনাপতির প্রবেশ

দুত। (হতাশিত হুটে) মহারাজ ! দুতের বাচনকে সমস্ত অবগত হও বিশেষ অনুরোধ। নতুন কোনও দেবতা ছাড়া প্রীতিলোক, অগ্নি দেবতার পূজার নিমিত্ত দাঁড়ে বন্দী করা হয়েছিল, সেই ব্যক্তি, এক কতকগুলি সাদা-সাদা শিবারে আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটা ক্রীলোকের এরূপ অস্বাভাবিক বিক্রম যে দেবের পূজার হাণিকারক হয়ে পূজারদেব প্রাণ বধ করেছে।

দীর্ঘ। তবে কি জন্য সেই শব্দ শব্দদের মধ্যে আমি দেখি

করতে বিনয় হচ্ছে।

সেনা। মহারাজ! কাহাদের রক্ত বর্ণনের বিমিত্র মৈন

গণের আমি সকল উদ্ধত প্রায় হয়ে উঠেছে, একশে

সেবক আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা করছে।

দীর্ঘ। (মন্ত্রী প্রাতি) মন্ত্রী! আগ্নেয়গিরি পূর্ব

কারকদের বধ কারবার জন্য আশার রেখা দেখা

হয়ে উঠেছে; তাদের রক্তের দ্বারা দেশ

কিছুতেই ক্রোধানল নির্বাপন হওয়ার উচিত নয়।

অতএব তোমার সহিত স্থিরচিত্তে করণ করিবার

আর সময় নাই, উপস্থিত বিষয়ের জন্য যদি কিছু

বক্তব্য থাকে শীঘ্র বল, বিনয় করি।

মন্ত্রী। মহারাজ! শত্রুপক্ষদিগকে মুক্ত প্রকৃত

নিযুক্ত এক বাহিনী লিপি দেওয়া করা কর্তব্য।

ধূর্ততা প্রকাশ হবে।

দীর্ঘ। আর তোমার অভিমত প্রস্তাব বিনয় করি।

মন্ত্রী। (প্রাত্যহিক প্রাতি) দেখ তুমি, তিরে

মহারাজের আদেশ জানাই, শত্রু পক্ষ

আমি লিপি লিখিয়া দাওর জন যেন, এই দণ্ডেই এই

খানে জানিবেন।

প্রাতি। যে আজ।

(প্রস্থান।)

সেনা। মহারাজ! দক্ষিণ প্রান্তে। আমি দেখাইয়া

আমি এক্ষেত্রে দর্শনে অতিশয় ব্যস্ত হয়েছে।

[illegible]

শ্রীমদ্রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা, গীতিকা, গীতিকা, গীতিকা।

“...ମୋର ଶାସନ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା କରି,

अनि पाणि मन्त्राणां इति चेति आहटः

यशः । यशः शक्तिनिष्ठः । यशः । किं यशः शक्तिः । यशः

क. कर्ककुह ३२ १५ वटो दि. ३५५५ अक्षः क.

ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

কর্মজম-এ করে জা.ন.দে. ১৯৭০ চ.ন. ১৫ ইতিহাস

ଜାମ ହ'ବ ନା : କଥାଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

উদ্যানে কত শত দিবস বিহার জাতি, দেশ, ধর্ম, বর্ণ

শ্রী অমল দত্ত পীঠা উপস্থিত হইয়া অমলদত্ত

अकार नखः (ग) नखः अकार नखः, अकार नखः

७: कुमारी

... ..

[illegible]

1947

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2017年12月15日

[illegible]

॥ तिष्ठति ॥ नमः ॥ ॐ नमः ॥

যে সমস্ত দেশ যেখানে বর্তমানের মত একই প্রকারের জলবায়ু আছে,

ପିତା (କବିତା) : ବୋଧହୁଏ ବାବୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ

10-10-68

নের সহযোগে এ. দ. লক্বে। এ. দ. লক্বে। এ. দ. লক্বে।
 হ'ল নক্সার মালীর হাওতে, যে লিপির প্রেরণ করে-
 ছিলেন তাতে প্রকাশ আছে জরুরী দোষভিষে
 যমস্বামী, কিং এর মাল্যই প্রত্যাপন করা
 হওয়া উচিত।

প্রতি (প্রশ্ন) : কীভাবে
 রাজা দিল্লীর
 কল্যাণ, উদ্যোগ
 অনুষ্ঠান
 নবীন
 প্রতি :

নই। বসন্ত, রোজা, দৌলতাবাদ, জাহাজ, ক্রিকেট, পুস্তক, প্রভৃতি কৌশল ক্রমশঃ বর্জন করিয়া (চিহ্ন) প্রকৃতি, ক্রিয়া, বস্তু, সংগ্রাম, ইত্যাদি প্রকৃতি-নির্ভর হইতে পারে। (মোটর, কল, ইত্যাদি) বিকল্পকাল হইতে প্রচলিত হয় থাকে। (দীর্ঘ) প্রকৃতি, পার্শ্বভাষা, ইত্যাদি। প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি, প্রকৃতি।

[illegible]

কবিবর নিমিত্ত আমার এই অমিত্রে অবিকৃত
হয়তেন।

শ্রী : (কাতন স্বরে) আপনি কে মহাশয় ?
আপনি হইলেন ? আপনি কি প্রকৃত ?
ইয়া : না মহাশয়, আমি একজন সাধারণ স্রোতের মাঝে
যাশো : (আশ্চর্য্য হইয়া) কি—

ইয়া : মহাশয় ! আমি জীলৌকিক
না, এ অসুধারিণী ছিলাম।

যশো : তহলে ! শত শত জীবপুরুষদেব অমিত্রে
এক অমিত্রে নিকট পবিত্রত্ব ভগ্নে গিয়েচে, আপন
জীলৌকিক হয়ে কি ইহাদের অমিত্রে পল্লীমা ইহাদের
কেন ? আপনি এ অপবিত্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষায়
প্রবৃত্ত হইয়া জীবন-মাণক হুঁতবে ক'র হইতেন
করবেন ?
যশো : মহাশয় ! আমি নিকট আপন
রৌপ্য চয়ি, আপনি এ লম্বা কোর 'নগর'
পদারন করুন নচেৎ আমি ভৌ এ পাপের
দগ হইয়া নরক কুণ্ডে গমন করি তাহলে আপন
আপনি আমার নিমিত্ত পিশাচ হইয়া জীবন পদ
করে আমাকে জীহত্য-পাপের জাগী করবেন না।

ইয়া : (স্নান করি) মহাশয় ! আপনার জীবন রক্ষা
আমার জীবন-মাণক্যার্থী
কখনই এখান হতে বিমুখ
কর না, এই আমার দৃষ্টি প্রতিজ্ঞা। এই আপনাব
অঙ্গল উদ্ধার করি, আমার বিপাকে কৈ কারা আসিবে।

দূত : রাজকুমার । শ্রবণ করুন : মহারাজ দৌলৎশাহর অধীন
গত হয়েছেন যে, তাঁর রাজ্যবিস্তার আপনার পিতা
রাজা মেঘরাজ সিংহ মহারাজের দেশের রাজা ত্র্যম্বক
রায়কে আক্রমণ করে সবংশে নিধন পূর্বক
তাঁর পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা কুমারী ইন্দুমতীকে স্বরাজ্যে
আনয়ন করেছিলেন। ঐ কুমারী আপনার পিতার
অবর্তনানন্তর আপনার অধীনে বিরাজিতা; মহারাজ
দৌলৎশাহ এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে স্বাধীনতা লাভ
করে, দেশগড় নগরের অধিতীয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছেন। কান্দেশের নিয়ম, যে বস্তুর কেহ অধি-
কারী না থাকে, তাহা স্বাধীন রাজার হস্তে রক্ষিত
হয়ে থাকে। কুমারী ইন্দুমতী দেশগড় নগরে জন্ম-
প্রাপ্ত কন্যেভেন, মহারাজ দৌলৎশাহের হস্তেই রক্ষিতা
হবেন : অতএব কুমারীকে আমার সম্মতিব্যাপ্তিতে
সংগ্ৰহণ করে, আপনার রাজ্যের শান্তি রক্ষা করুন
নতুবা ঘোরতর সংগ্রাম হওনের সম্ভাবনা।

মন্ত্রী (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি। শাস্ত্র গণ্যে মন্ত্রী
মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাও, আর কণেকের
জন্য আমি তাঁকে এইখানেই আহ্বান কলোম বল
প্রতি। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)।

মন্ত্রী। (দূতের প্রতি) শোন দূত : সংগ্রাম তো রাজব-
শীয়দের স্বভাব-সিদ্ধ কার্য : এ প্রস্তাবে আমি অতি
শীঘ্র দৌলৎশাহ লাভ কলোম, কিন্তু কুমারী ইন্দুমতীর

প্রাণ : রাজা দৌলৎরায়ের লালসা করা অত্যন্ত দুঃশয়
হায়ে - ও অনুরোধটি তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনার ন্যায়
একটি কথা হয়েছে, ইন্দ্ৰিয় স্থখের আশয়ে উন্মত্ত
ন্যায় যে পাপী বিবেচনা না করে এরূপ প্রদ
কথায় তাঁর জিস্রাকে পঙ্কিত করা হয়েছে ; বাস
হয়ে চরম ধারণা আশা করা হয়েছে ।

দূত । রাজকুমার ! আপনার যাঁচীর অন্তর্গত উদ্যানে বস
য়মান হয়ে, যতই কেন ক্রমতা প্রকাশ করুন না, এত
কেন মহারাজ দৌলৎরায়ের প্রতি কুৎসা বাক
প্রয়োগ করুন না, তাতে মহারাজ দৌলৎরায়ের গৌ
রবের কিছু নাত্র হানি হ'তে পারে না ; কিন্তু আপ
নার বিশেষ অধিধান ক'রে দেখ কর্তব্য যে, কুৎসা
ইন্দ্ৰমতীকে প্রদান পূর্বক সন্ধি স্থাপন করা শাস্তি
কর, নতুনা মহারাজ দৌলৎরায়ের সৈন্য বল বিক্র
ও সৈন্য সংখ্যা আমি বিশেষ অনুমানকালে দ্বি
অবগত আছি, সম্মুখ যুদ্ধ কখনই আগনি মহারাজ
দৌলৎরায়ের সমতুল্য হবেন না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে
মাত্রই, আপনার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হবে, এবং বশে
দুর্দশাপন্ন হ'য়ে, অধীনতা স্বীকার করতে হবে
এবং অনুরূপ দিনয়ের দ্বারা কুমারী ইন্দ্ৰমতীকে সহ
রাজ দৌলৎরায়ের চরণে প্রদান পূর্বক সন্ধি গ্রহ
ক'রে লাভবতা স্বীকার কর্তে হবে । নত পত ম
বল পত্তাতান্ত রাজা সৈন্যে মহারাজ দৌলৎরায়ের
প্রবল প্রতাপ একেবারে সঙ্কট হবে, বাক্যে, মে

১১, পর্ভাঙ্ক । ১১৩ বিজ্ঞান কটক ।

দৌলৎ প্রতাপ কি আপনি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম
করেন ?—কখনই না । রাজকুমার । যখন মহারাজ
দৌলৎরায় আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন, তখন
আপনাকে বন্ধনান্তর জীবন রক্ষার নিমিত্ত কুমারী
ইকুমতীকে মহারাজ দৌলৎরায়ের পাদপদ্মে উপঢৌ-
কন দিয়া যৎপরোনাস্তি হাস্যোৎসাহ হাতে হলে, তখন
এই সমান্য দূতের পরাপর্শ অগ্রাহ্য করে সন্ধি প্রস্তাবে
অসম্মত হওয়ার নিমিত্ত বিশেষ অনুপ্রাণিত করিতে
হবে । নিবেদন করুন, আপনার রাজ্যের প্রতি, কিম্বা
আপনার স্বাধীনতার প্রতি, মহারাজ দৌলৎরায়ের
কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, তাঁর সম্পূর্ণ লক্ষ্য কুমারী ইকু-
মতীর প্রতি, অতএব যদি আপনি নিজেই অথবা
গৌরব বজার নিমিত্ত কুমারীর অঙ্গীকারত্যাগ না
করে, মহারাজ দৌলৎরায়ের কোপানল ইচ্ছাপূর্বক
প্রবেশ করেন, তা হলে আপনার নিত্য কুমতি ভী-
ষ্ম আর কিছুই প্রকাশ পাবে না । একদা মহারাজ দৌলৎ-
রায়ের আপনার প্রতি সম্পূর্ণ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে,
জীমাকে প্রেরণ করেছেন ; এখনও বসুন কুমারী
ইকুমতী এদানে সম্মত কি অনস্মত ? এখনও অনুধা-
বন করুন, সপ্তাহ দিগন কিম্বা এক পক্ষ্য পর্য্যন্ত মনো-
নিবেশ করে দেখুন তথ্য সন্ধি গ্রহণে কখনই অস-
ম্মতি প্রকাশ করবেন না ।

দত্ত । তোমাদের মহারাজের কি এত দূর পর্য্যন্ত
বোধগম্য হয়েছে, যে আমার রাজ্যের প্রতি, কিম্বা

স্বাধীনতার প্রতি আশ্রমে গদ হলে, প্রথম হইক
 মাতেই আমার জীবিতেশ্বরী কুমারী ইন্দুমতীকে রাজ
 করের ন্যায় তাঁর নিকট প্রেরণ বন্দব ?—এ তোমার
 মহারাজের অত্যন্ত দুঃখিত বলতে হবে। আত্মগৌরবে
 গর্বিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য নিষ্কর্ম দেখি।
 দেখ দূত। কুমারী ইন্দুমতীর প্রতি তোমার প্রভু
 লক্ষ্য হওনের কোন কারণ তো দেখা পাচ্ছে না, মন-
 র্থক তাঁর ক্রোধান্বিত উদ্যোগ হওনের কারণ কি ? তবে
 তিনি যে এক অদ্বৈত বারন দর্শাইয়াছেন, তা হতে
 তাঁর অসামান্য সুখতা প্রকাশ করিয়া যাইতে মাত্র ; অত
 এমতুমি কিম্বা তোমার মহারাজা, তিনেকের জন্যে
 সিদ্ধান্ত করও না যে আমাণে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে,
 রাজা দৌলতরায় কুমারী ইন্দুমতীর প্রেমের একাধি-
 গত্য লাভ ক'রে অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব কর-
 যেন। কি--রাজা দৌলতরায় এতদূর মাহিমী হয়ে-
 যেন, তাঁর বদ্বৈত কার্যে কৃতকার্য হ'তে পার-
 যেন ? কখন না—আমি কুমারীর নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধে
 সম্মত দক্ষিতে কখনই সম্মত নই ; সে গৌরবকারীকে
 এর বিশেষ শান্তি প্রদানে আমি সমর্থ হ'ব। যাও—
 অবিলম্বে অবলীলাক্রমে তোমার মহারাজকে গিয়ে
 সংবাদ দাও যে এই পক্ষের শেষ দিবসে যুদ্ধের
 ফল হির বলোম।

স্বীয় প্রবেশ।

দ্বিতীয় (মন্ত্রীকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক) আনন্দ হাশয়।

মন্ত্রী। (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আশীর্বাদপূর্বক) জয়ন্তী।

মন্ত্রী। (অঙ্গুলি দ্বারা একটা বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া) মহাশয়! জয়ন্তীগ্রহপূর্বক এই বৃক্ষমূলেই কণ্ঠের উপবেশন করুন।

মন্ত্রী। কুমার! আপনিও উপবেশন করুন। (উপবেশন)

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (উপবেশন করিয়া দূতের প্রতি) দূত!

দূত। উপবেশন কতে ইচ্ছা হয়, উপবেশন করিতে পার।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (উপবেশন।)

মন্ত্রী। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! দেশব্যপ্ত নগরের রাজা দৌলভরায় (দূতকে দেখাইয়া) এই দূতকে আমার নিকট প্রেরণ করেছেন।

মন্ত্রী। কি অভিপ্রায়?

মন্ত্রী। মহাশয়! তাঁহার প্রস্তাব এই, কুমারী ইন্দুমতী নিঃস-
হাষ, কান্দোনের নিয়মানুসারে, রাজা দৌলভরায়ের
আজ্ঞায় কুমারী ইন্দুমতীকে তাঁর সমীপে প্রেরণ করে,
আমাকে সন্ধি করতে হবে; নচেৎ সংগ্রাম করতে
তিনি ওগ্রসর। এক্ষণে যাত্রা কর্তব্য, নতুন আপনি অব-
ধারণ করুন।

মন্ত্রী। (দূতের প্রতি) দূতরাজ! মহারাজ দৌলভরায়

কিজন্য তোমাকে দূত দিয়ে এতদূর প্রেরণ করেছেন?

সামান্য একটা পতকমাত্রা নিমিত্ত কি আমরা সং-

গ্রামে প্রবৃত্ত হব? এক্ষণে মন্ত্রীর দ্বারা কুমারকে এ

সংবাদ প্রেরণ করিবা মাত্রই, কুমারীকে তাঁর নিকট

প্রেরণ কতেন।

মহাশয়! (সরোবে মস্তুর প্রতি) মহাশয়! আপনি কি কুতের
নমস্কার করছেন? রাজমস্তুর এরূপ নিয়ম নয়।
আমার সম্পূর্ণ প্রার্থনা যুদ্ধের নিমিত্ত, তাহাতে আমি
কোন ক্রমোত্তীর্ণ নই। না হয় আপনার কোন
মন্ত্রণাব প্রতীক্ষা নাই করা হইবে, তখন আপনার এরূপ
কাকো কংই সম্মত হব না।

মহাশয়! (কর্ণে হস্ত দিয়া মুখবিকার পূর্বক স্বগত) তাহা
যে চোৎকার, এমনি ভয় পাই যে, বুক গুড় গুড় করে
উঠে। ওঁর পিতা এই রূপ যুদ্ধ যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ
নরেনে, আমার ঐরও সেই প্রকার দুর্ভাগ্য উপস্থিত
দেখিচি; (প্রকাশে) কুমার! আজ প্রায় এক মাস
অতীত হ'ল মহারাজ স্বর্গরোহণ করেছেন। শুধু লক্ষ্য
অভাবে আপনারও এত দিন পর্যন্ত রাজ নিঃসাহসনে
উপবেশন করা হয় নাই। যদি প্রজাগণের অনোরপ্ত-
নের নিমিত্ত আপনার রাজপদে অভিসিক্ত হইবার
উপযুক্ত একটী বাহেল্লুযোগ পাওয়া গিচ্ছে এবং
সেই শুভ কক্ষের সমুদয় আয়োজনও কর হইতে-
তবে এমন সময়ে কেন একটী সামান্য পরকন্যার
নিমিত্ত অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদ করে সেই কক্ষের
ন্যায্যত জনাবেন?

মহাশয়! (মহাপ্রহসি হের প্রতি) রাজকুমার! মন্ত্রী মহাশয়
তো উচ্চিৎ কথাই বলেছেন; এতে যদি আপনার
রূপ হয় তো উনি কি করবেন?

মহাশয়! (স্বগত) ইহা কংই হয় আমি কংই, মন্ত্রী

মহাশয়ের কোন আশঙ্কা নাই, তাঁর যদি যুদ্ধ নিয়ে যেত
কোন মন্ত্রণা থাকে তো বলবেন, নচেৎ তুমি শত্রুপক্ষীয়
ব্যক্তি, তোমার সম্মুখে মন্ত্রী মহাশয়ের এতটা ব্যক্তি
ব্যয়োগ করার আশঙ্কা নিতান্ত অগম্য বল
হয়েছে।

দূত । রাজকুমার ! আপনার বাহা অতিক্রম হয় তা ক
পারেন, তবে আপনি নিশ্চয় জানবেন মহাশয়
দীর্ঘায়ু মনসে আপনার বিরুদ্ধে আগত প্রা
একগে আমি গমন করতে পারি।

মন্ত্রী : অনায়াস।

দূত : (গাড়োখান পূর্বক) তবে আমি চললাম । (দরবার
সহিত প্রস্থান)

মন্ত্রী : কুমার ! ইতি পূর্বে আপনি যে কল্যাণার্থে
বিদেশ ভ্রমণে সম্মতি প্রদান করেছেন তাহা স্থগিত
নিক হয় নাই। কারণ এই উল্লিখিত বিবাদের
সময় তাঁহাদিগের সম্মতিবাহারী মেনাগণের অনুপ
স্থিতিতে অত্যন্ত অসুবিধা হ'তে পারে।

মন্ত্রী : মহাশয় ! তাঁহারা বুদ্ধিমতী ও সন্ধিমাণালিনী বি
ষয়ে অত্র-বিদ্যার সাতিশয় পারদর্শিনী হয়েছেন, এমন
অবস্থায় আমি যদি তাঁদের বিদেশ ভ্রমণে সম্মতি প্রদান
না কলেন, তা হ'লে কি তাঁহারা আমার সম্মতির
প্রতীক্ষা থাকতেন ?

মন্ত্রী : কুমার ! যদি আপনি নারীসভাব-বিরুদ্ধ অস্ত্র
শিকার প্রতিবন্ধক হতেন, নারীবৃন্দ ভয়গ্রহণ করে

মহী : তাহলে স্বামী তা নাভের তরুণ কন্যা
হ'ত না।

মহী : মাইরি! তুমি কি নারীজাতির পিতার ঔরসে,
নাশান গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মা, তারা কি যুক্তিকা ভেদ
বিশিষ্টা উপস্থিত হয়? বল অবশেষে তির আশ্রয়দেয় শাস্ত্রেই
হউক, বা অন্য রাজনিয়মেই হউক, এমন কি কোন
বাদ্য! আছে বাহা বশাইয়া তাদের ইচ্ছানুসারে কোন
বিদ্যা ইচ্ছানুসারে করা যেতে পারে।

মহী : কুমার আমার তৃতীয় কাল উপস্থিত, জ্ঞান কুলে
জন্মগ্রহণ করে নামাসিদ্ধ সাত অধায়ন করেছে;
আপনার পিতার নিষিদ্ধ রাজ নিয়মের বাদানুবাদ
দ্বারা পরামর্শ দ্বারা সংশাসনের শান্তি সংস্থাপন
করেছি; কিন্তু নারীকুলে জন্মগ্রহণ করে, কেহ কখন
সেই বিদ্যা বা স্বাধীনতা লাভ করেছে। একদা আমার
সুখিণের বা প্রতিপথারূপে হয় নাই। দুঃখের বিষয়
আপনার যৌবনাবস্থায় মহারাজ স্বর্গারোহণ করেছেন,
তিনি যেমান থাকলে প্রেকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব
হত।

মহী : মহাশয়! মহারাজের আদেশানুসারেই তো কুমারী
রীয়া তুমি বদা শিক্ষায় প্রবৃত্তা হন।

মহী : কুমার! কুমারী ইন্দুমতীর প্রতি মহারাজের পুত্র
রূপ অণত্যন্তেই সন্ধান হয়েছিল, নতুবা পুত্র
কুলোদ্ভব কন্যাকে তাঁর আশ্রয় করিবার বা কি
প্রয়োজন ছিল; আর সেই কন্যার ইচ্ছানুসারে গোপনে

বৈষ্ণব, নবীন । ইরাকটী নদীতে ।

গোপনে অস্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছাই তা কেন
অনুমতি দিলেন ?

এক খানি লিপি হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ ।

প্রতি কুমার ! রাজকুমারীদের নিকট হাতে এক জন পিতৃ
বাক্য এই লিপি খানি লয়ে এসেচে, গ্রহণ করুন ।
(লিপি প্রদান ।)

মন্ত্রী । (লিপি গ্রহণান্তর পাঠ)

প্রিয় জাতিঃ---

অল্প বয়সে নিবস হইল, আনন্দের নদীতে ভীত হইতে প্রস্থান
করিয়া গুজরাট দেশের মধ্যে অগ্নিহোত্রে দেশে গঠিত সম্রাট
পুত্র-ভীতে শিবির স্থাপন করিয়াছি । একজন দিব্যদৃষ্টি
আমরা উক্ত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে যোগাযোগিত, এমন যথেষ্ট
তথ্য একটা ভয়ানক অজুত বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল ।
সম্রাট নিবেদন, উক্ত বিপদ হইতে নিজের উদ্ধার হইয়াছি,
সে জন্য আপনি উদ্ধার হইবেন না ; আমরাও ভয়ানক রাজধানী
অভ্যুত্থানে গমন করিবার মানস আছে, অতএব আর আর সবি-
শেষ আপনাদের নিকট পত্নীত্ব নিবেদন করিব । আর আপনি
স্বামী সঙ্কল্পে অগত্যা ভবিষ্যত চিন্তা করিবেন না ।

প্রণাম পত্র ।

স্বামী ইরাকটী ।

মন্ত্রী । (লিপি পাঠান্তর সহর্ষ মিত্র বস্ত্রীকে লিপি দেখাইয়া)

মহাশয় ! দেখুন দেখি বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে

লিপি প্রণালী কিরূপ বিস্তৃত হয়েছে ?

মন্ত্রী । (লিপি সৃষ্টি করিয়া) হাঁ এক প্রকার অক্ষর

স্বাক্ষর বটে ।—কুমার ! এক্ষণে আফিকের স্বামী অতীত

কর, গায়ে পান করা যাক, সময় তবুে, আর সকল
কিছরের পরামর্শ করা যাবে ; কি অনুমতি হয় ?
মহী । কে আজ্ঞা মহাশয়, তবে আমিও একগে সাধি
সমাপন বারগে ।

(লের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্তিক ।

(রাজকুমার - শিবির)

রাজকুমার বশোবস্ত সিংহ এক পর্যটকোপরি আসীন ও অপর
পর্যটকোপরি রাজকুমারী বল্লবতী ও কুমারী কন্দুমতী
আসীনা । অপর সৈন্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং
একজন পরিচারিকার তালবৃত্ত ঘাঞ্জন ।)

রাজকুমার । (বশোবস্ত সিংহের প্রতি) রাজকুমার । অপর
অজ্ঞাতান্ত প্রয়োগ করে আমরা নাতিশর সন্তোষ লাভ
কলোয়ম, কিন্তু অপর সেই অমার্য্য পাপীয়সী বিমা
তার অশ্রুতপূর্ব্ব নন্দ অভিযায়ে আর আমরা শুনতে
ইচ্ছা করি না । এবং আপনিও এই সকল পাপ চিত্তকে
মনোমধ্যে স্থান দিবেন না । আপনি আমাদের নমস্কা
(প্রণিপাত করিয়া পুরায় উপবেশন)

রাজকুমারী । (রাজকুমারের প্রতি) রাজকুমার আপনি মহৎ ব্যক্তি
আসিও আপনিও প্রণিপাত করি । (প্রণিপাত করিয়া
পুরায় উপবেশন)

যশো : আপনাদেরও আত্মপারিত্য প্রাপ্ত হ'য়ে অবগত হ'লে
 যে আপনাদিগে রাজকুলোদ্ভবা বীরকন্যা ; কি জন্য এ
 প্রুমাধমকে অযোগ্য সমাদর করে লজ্জিত করেছেন ?
 উন্মু : রাজকুমার ! হস্তি পক্ষে নিমগ্ন হইলেও কি শূন্যালে
 নিকট কখন অনাদরণীয় হয়ে থাকে ?

ন্যোপন্যো রণ ভেড়ীর ধ্বনি ।

(রাজকুমারী ইরাকবতী ও উন্মুখতী রণভেড়ীর ধ্বনি শুধিয়া)
 মাঝেই সমবাস্তে গাত্ৰোত্থান করিয়া অস্ত্রগ্রহণ ।
 আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া পরস্পর মুখাধারিত হইল)

উন্মু : (মৈন্যাগণের প্রতি) দেখ ! শাস্ত্র শাস্ত্রের যত্নে
 গিয়ে ভেড়ীর কারণ অনুসন্ধান করে এম ।

মৈন্যাগণ : যে আজ্ঞা ;

(সমবাস্তে মৈন্যাগণের প্রস্থান)

যশো : (সঙ্গে গাত্ৰোত্থান পূর্বক) রাজকুমারি ! আপনাদের
 নিকটে আমি এক খনি অস্ত্র যাদু প্রাপ্ত করিয়া
 ইরা : রাজকুমার ! আপনি উল্লেখিত অস্ত্রের নিশ্চয়ই
 বিশ্রাম করুন, আরও বর্তমানে জাগ্রত হইয়া অস্ত্র
 ধারণ করে এতদূর কষ্ট করিবার আবশ্যক কোন
 প্রয়োজন নাই ।

যশো : রাজকুমারি ! প্রাপ্তি এখন সহ্যকরিত না যে যন্ত্র
 ধারণ করিতে বাধ্য দিবে আমার কন্যাতা হইতে কন্যাবন
 উন্মু : (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া রাজকুমারীর প্রতি)
 রাজকুমারি ! মৈন্যাগণ মাঝে কজ্জল ও একত্রিত হইয়া
 গমন করিতে না যে এর কারণ কি ?

সমবাস্তে এক জন সৈনিকের পুরু প্রবেশ ।

ইর। (সৈনিক পুরুষকে দেখিয়া) প্রিয়সখি! এই যে এক জন সৈন্য এসেছে। (সৈন্যের প্রতি) সমাগর কি? সৈন্য। (সমবাস্তে) রাজকুমারি! সন্ধি দিক হতে একটা কদাকার দূত রণভেরীর শব্দ করতে করছে আমাদের শিবিরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, অনুমতি হ'লে এসে সাক্ষাৎ করে।

ইর। (সৈন্যের প্রতি) আচ্ছা লয়ে এস।

সৈন্য। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

ইর। (সকলের মুখাবলোকন পূর্বক আশ্চর্যবশিত হইয়া) দূত আসছে, এর কারণ কি?

যশো। রাজকুমারি! আমার জীবন রক্ষাব নিমিত্ত যে নরসৈন্যদের বধ করেছেন, অনুমান করি তাহা রাজা আমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, এ দূতের দ্বারা আমাদের যুদ্ধে প্রস্তুত হওন জন্য সংবাদ প্রেরণ করে থাকবে। আপামি শাস্ত্র এক খানি অস্ত্র আমাকে প্রদান করতে অনুমতি করুন।

ইর। (যশোবন্ত সিংহের প্রতি) রাজকুমারি! আপামি অস্ত্রধারী হয়ে বুঝা কেশ করে, কেন আমাদের অপরাধ ধর্মী করবেন? অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

যশো। কুমারি! আপনার কি আমাকে এক পুরুষ বিবেচনা করেন যে তাকে অস্ত্রধারণ করতে আরম্ভের নিবারণ করবেন? যদি পিতৃ হৃদিত, শশত বাহা বান্ধুণ্য

না হইলেই হইবে দেবাই হইবে জোড়
কখনই বন্ধন নাই
না হইলেই না।

ইরা : (রাজকুমারকে কুমারী হিন্দুস্তান প্রতি) প্রিয়
বন্ধুত্ব একে অত্যন্ত অস্বস্তি আছিল এখন তাঁর
ইচ্ছা যে নিশ্চিন্ত প্রস্থান করা কোন ক্রমেই ইচ্ছিত নয়
রাজকুমার যদি অল্প ধরনেই দস্তখত থাকেন,
আমাদের বাধা দিলে তাঁর কিছু অস্বস্তি হইবে
সম্ভাবনা।

৩ : (বশোবস্তু মিঃহের প্রতি) মহাশয় ! মহারাজ দীর্ঘ
কাল আপনাদের প্রতি এই আশ্রয় লিপি প্রেরণ করেছেন
পাঠ করুন। (বশোবস্তু মিঃহের হস্তে লিপি প্রদান)

হশো : (লিপি গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর প্রতি) রাজ
কুমারি ! আমি পাঠ করিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

ইরা : হাঁ—আপনি পাঠ করুন।

হশো : (লিপি পাঠ)

আজ্ঞার আশ্রয় সঙ্গীপে—

তোমরা অতি দ্রুতের পৃথক হানিবারক হইয়া যেন তোমরা
নলে পতন হইবে যাই যেন প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ
তোমরা অতি দ্রুতের পৃথক হইয়া যেন তোমরা
দীর্ঘকালের প্রজ্ঞিত শোভনক তোমাদের পক্ষে পরিবার
নিমিত্ত আশ্রয় হইবে অতি দ্রুত হইবে।

আজ্ঞা করুন।

কপি শ্রী দীর্ঘকাল।

গাঠ করিয়া জোখাখিঁত হইয়া দূতের

১০ : তোমার প্রভুকে গিয়ে অনারাদে বসন্তে

যে তাঁর আশ্রয় প্রকাশ করে আমাদের অনি-
কলকে কোঁ জন্মেই পাঁপা দ্বাদের শোণিতপান হতে
নিবৃত্ত কর্তে পারবে না।

দূত (হস্ত পূর্বক) বেশ বেশ !

(প্রস্থান)

১১ : রাজকুমারি ! উপস্থিত বিশ্ব, নিকট
নিমিত্ত আমার প্রতি নির্ভর করে, আমার কণ্ঠে
বাহ্যে নিকলঙ্ক করুন।

ইন্দু : রাজকুমার ! আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে
আমার সান্ত্বিত্য স্থগিত হলেম। আপনি কি বিচার
করেন যে রাজকুমারী আপনার প্রাণ রক্ষা করেছেন
যদি আমাদের নিকট আপনার গৌরবের কিছুমাত্র
হানি হইতে ? রাজকুমার ! বিবেচনা করে দেখুন,
সজাতীয়েরা বিপদের সময় পরস্পর এই রূপই ব্যবহার
করে থাকে। আপনি আমাদের প্রত্যাশার জন্য
উত্তলা হবেন না, অগ্রে আপনি সম্যক স্থস্থ হন, প্রত্যা-
শার অনেক সময় আছে।

১২ : (সরোদে) কুমারি ! সিংহ দখলই হউক, আর
ছুর্তাই হউক, যাঁর ব্যবসায় হস্তী দর্শন করে কথা-
নই নিরন্তর প্রবৃত্তি পাবে।

১৩ : (ইন্দুজীর প্রতি) প্রিয়সিং ! রাজকুমারের উল্লীপ্ত
অন্তঃকোষকে আমাদের গোপন সহকারী হয়ে পৌঁ-
চি।

পাশে - কর্বে নির্দান হও নয় তো কোন সম্মানে
 দেশে থাকে না ; তবে ওর মজাবলসী হও
 আমাদেব কর্তব্য, আর বানসার বাসা দিয়ে ওঁর দেশ
 পাত্তি বন্ধি করিবা, আবশ্যক করে না :

জি : রাজকুমারি ! রাজকুমারের মহের সহিত বখন আ
 নার ব্যতিপ্রায় প্রক্য হয়েছে তখন আমার অন্ত
 এক ?

(নগাধ্য রণবাদ্য :)

মশো : (রণবাদ্য শুনিয়া ইরানবন্দীর প্রতি) বানসারি !
 এই রণবাদ্য শ্রবণ করুন, যা প্রামের আর শিবির নাই ;
 বোধ করি ছুরাছুরা শিবিরে নিকটবর্তী হয়েছে,
 তবে আমাকে একখানি অস্ত্র প্রদানের সম্মতি
 করুন, আর সৈন্যগণকে বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাদব
 সমভিযোচারে রণ ক্ষেত্রে গমনের জন্য আজো ক'শর
 আপনার নিশ্চিত হ'য়ে শিবির মধ্যে অবস্থান পূর্বক
 প্রেরা দূর করুন ।

জি : (এক জন সৈন্যের প্রতি) দেখ ! শীঘ্র এক খানি
 প্রখর অস্ত্র তোমাদেব শিবির হাতে আনিয়া রাজকু
 মারের হস্তে প্রদান কর, আর রাজকুমার এমন হ'তে
 তোমাদের প্রতি নহন যে আজ্ঞা করুদেন তৎক্ষণাৎ
 তাহা প্রতিপালন করবে ।

সৈন্য : যে আজ্ঞা ।

(প্রস্থান)

ইয়া। (নামসম্বল সিংহের প্রতি) রাজকুমারি! আমায়

আপনার অসুখের বারিতা শুধু কত গমনে আনা-

দেখ দাও দেবেন না।

মশো। (হিস্তা) বিয়া! রাজকুমারি! যদি আপনার রোগ-

কেন্দ্র দর্শনে অভিনাটিনী হয়ে থাকেন চন্দ্র! আমার

বাধা দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই।

অন্তঃসংসার মৈত্রের পক্ষ প্রবেশ।

উদ্য। রাজকুমার! অস্ত্র গ্রহণ করুন। মশো! (সিংহের

হস্তে অস্ত্র প্রদান।)

মশো। (অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মৈত্রের প্রতি) দে! তোমার

সকলে যুদ্ধের নিয়মানুসারে ১০০ হ'লে, যদিও

যুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হ'ও গে কেহ মেনে না। অন্তিম প্রাণে

যুদ্ধে প্রকৃত না হয়।

উদ্য। রাজকুমারের আজ্ঞা শিখোয়া।

প্রস্থান।

মশো। রাজকুমারি! তবে আপনার আগমন করুন, অস্ত্র

আর বিলম্ব করা উচিত হয় না।

উদ্য। রাজকুমার! আপনি অগ্রগামী হন।

প্রস্থান।

[১৫, গর্ভাঙ্ক ।]

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

হুতপুত্র নগর রাজবাড়ি—মহাপাশ্রম উদয় সিংহের

প্রতিষ্ঠিত ইকুদেবী মহামায়ায় গচ্ছ ।

— ৩৪ —

হোমায়ি সম্মুখে মহাবিদ্যার স্তব পাঠে

নিযুক্ত শালীরাম গিরি জাদীন ।

শালী : (স্তব পাঠ ।)

প্রণমায়ি জগদ্ধাত্রীঃ শুভাহর শিমদ্বিনীঃ সত্যপ্রিয়ঃ
রক্তবর্ণাঃ কবীজ বিমর্দিনীঃ চৈত্রবীঃ ভুবনাঃ দেবীঃ পোদ-
দ্রব্যাঃ অরেশীঃ চকুর্জাঃ দণ্ডজ্যাম্বীঃ দশানুজাঃ শুভাঃ ।
ত্রিশুরেশীঃ বিশ্বনাথপ্রিয়াঃ বিশ্বেশ্বরীঃ শিবাঃ । অউমারীঃ
দৌলমপ্রিয়াঃ দুর্ঘা বিনাশিনীঃ কমলাঃ ত্রিশভালাক মাতঙ্গীঃ
সুবস্মরীঃ গোড়লাঃ বিজয়াঃ ভ্রমাঃ সূমাক বগলানুধীঃ ।
সর্কসিদ্ধি প্রদাঃ সর্কবিন্যাস্ত্র বিশেষিনীঃ । এণ্ডায়ি
জগদ্ধাত্রীঃ সারাক মস্তসিদ্ধয়ে ।

রাজা উদয় সিংহের প্রবেশ ।

শালী : (স্তব সমাধায়ে মহামায়াকে প্রণাম করিয়া উদয়
সিংহের প্রতি) মহারাজ ! এদিকে আসুন ।

গ্রহণ করুন ।

উদয় : (দীপ গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া) কবর করযোড়ে
দেব ! কুমারের অশেষ কত পত্ন হুতপুত্রের কৈশিক
করেছিলাম তাহার সৎকাই কাহারও বাচনিক

তাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা পেলেন না। তাঁর জাল মন্দ কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। তাঁর সেই মুখ চন্দ্রিমা না দেখে আমি আর জীবন ধারণ করতে পারি না; গুরুদেব! (শালীরামের চরণ ধারণ পূর্বক) এক্ষণে উপায়?

শালী। নরনাথ! ও কি! রাজকুমারের অন্তঃকরণ চিন্তা করছেন কেন?—এ করেন কি? (মহাশয় প্রীতি অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক) আপনার ইচ্ছা দেখতে দাও কখন, মায়ে ন কুপায়, কুমার যে এনে গিয়ে অবস্থিতি করেছেন সে স্থানে নিশ্চয় পছন্দে পড়েন। আশা সিত হউন।

শালী। (চরণ পরিত্যাগ পূর্বক) গুরুদেব! আপনার আশ্রয় কাকো জীবন এখনও সেই মধ্যে আছে, কিছু আর থাকে না। হা—বামে মনোবদ্ধ! কোথায় আমি আমার কল রক্ষা করবে, আমারকে এই মুহূর্ত্ত বয়সে প্রার্থী করলে, তা না হয়ে আমি আশ্রয় পরিত্যাগ করে গিয়ে কি এই বোচনীয় অবস্থায় নির্যাস করলে? তসি, আমার কল মধ্যে এক মাত্র সম্ভাব্য ভোগ্য অংশনে কি আমি জীবিত থাকতে পারি?—

হায়! হায়! আমার আশ্রয় একমাত্র বটন কেন হ'ল—অন্য আমার পূর্বে যেন কোন গুরুতর পাপ হয়েছিল, তা না হলে যে গুরুতর পাপের অংশনে এক মুহূর্ত্ত সময় হ'ল হই, যদি নিম্ন মায়াবির সেই আশ্রয় বিবেক করতঃ বেশ মহা করতঃ হ'ল—উঃ—এই

দেবী। আমার জন্য যে বিশেষ ক্রম, আমাকে আপনাদের
সম্মতি দিয়ে ও ক্রমের মত বিদায় দেওয়া
ইচ্ছা করি। সমস্তই আপনাদের সন্তোষার্থে
করে। আমার অধিক কালের আরোহণ করি।

শালী। (মহারাজ হস্ত ধারণ করিয়া) ও মহারাজ!

উত্তর দেবী। আমি সে গ্রহমাগ প্রার্থনা করেছি,
তাহার অংশ আমি কুমারকে অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব;
কুমারের জন্মগ্রহণ কালে এই ধর্মের জন্য আপনাদের
তো অবিচলিত নাই।

উদ। গুরুদেব। আমায় অনেক বিশেষ হয়, আমি প্রার্থনা
করেন না। কুমারের জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যোগ করেন
এক অতি শীঘ্র কথা প্রকাশ করেছিলেন, এজন্য
হৃদয়গত ভাণ্ডে রক্ত প্রকাশ করতে কেন এত
বিস্ময় হচ্ছেন? গুরুদেব। আমি তো আপনার

নিবর্ত কেন অপরাধ করি নাই—হে বিদ্যাতঃ!

তোমার যোগ কি এই তিল? (মহারাজার প্রতি
দৃষ্টিগাত্য করিয়া)। ইচ্ছা দেবী। আমার অন্তরে কি

শেষ কালে এই করলেন, আমাকে কুমারের রক্ত প্রকাশ
করে অবশেষে বঞ্চিত করলেন? বৎস! তুমি কি

আমাকে যথার্থই পরিত্যাগ করলেন? হায়! হায়!

(রোদন।)

শালী। মহারাজ! এই যোগ সম্প্রদায় করতে কোন উপ

কারই আমাকে কর্তব্য অঙ্গহীন হবে না, তবে ক্রমশঃ

কি আর হয়ে আসবে, কোন দেবতার আরাধনায়

নিম্নে হলেন গিলাজের প্রাদুর্ভাব, এ পাশ-সংস্কৃতি
 রের আরাধকের প্রতি মীমাংসা দৃষ্টি নিদেপ করছে
 দেবতার ইচ্ছা করেন না, কিন্তু এই অন্ধ যোগে
 নিজেদের তাহাদের আপনার প্রতি কৃপা প্রদান
 করতে হা... আর আমি নিশ্চয় বলছি যে এই যোগ
 দ্বারা হানাদাবেই কুমারের আপন পুনঃপ্রাপ্ত
 করেন।

(চিহ্না বসন্ত) : গুরুদেব ! আমার কিছুই ভাল
 বসন্তে না... এতদ্ব সর্বনাশ করিও হয় না,
 হায়! হায়! এই জগৎসংসারের স্রবের নিকট কি
 যা... এতদ্ব বসন্তীয় ইচ্ছা, যে জনাবধি কেবল
 পিতৃপালন করতে হই... গুরুদেব ! দেখুন প্রথম
 এই যোগ বসন্তের গবেষণার লোপ হবার উপক্রম
 হওয়ার আমার অন্তঃকরণ একবারে দৃষ্টি হচ্ছিল, তা
 কেবল আপনার কৃপাবলে যোগ বসন্ত হারা দেবপ্রাধনা
 করে সে আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছিল... কিন্তু এক্ষণে
 আমার যে কেশ হচে এ অপেক্ষা... আমার গুরুদেব
 রূপের কেশ ন... হওয়া ভাব ছিল। আমি তো এক
 কালের জনাও শ্রেহীন মনে কুমারের মুখমণ্ডল
 দৃষ্টি করে নাই, তবে এ সংসারে কি এমন গুরুতর
 পাপ... যার পর নাই বিদ্যাবান ও বুদ্ধিমান
 পিতৃহত্যার বিরুদ্ধে নাকরে, আমার প্রাণ বধ
 করে... করলেম। আমি তাঁর অজ্ঞাতবাস সম-
 সার কার্য কিছুই অনুসন্ধান করতে পারিনি।

শ্রীমতী : মহাশয় ! আপনি এক পঞ্চমসর অবকাশন না করলে

আমি কি করা হয় বলা । চেতনর অসাধা এ লক্ষণ
যে ক কার্যে আছে, চেতনর সকল ব্যক্তিই বিহীন
হয়ে পারে, সেজন্য কমানো গুণাধীন, নিমিত্ত
কোন দূরে দূত পৌছন পরা হয়েচে, এবং পৌছন
নকলে প্রভাগমন করে নাই । বিশেষতঃ এই এক
প্রকাণ্ড ও স্বাধীন আরও করা গিয়েছে, এতেও যদি
চেতনর কিছু ক্ষতি হয়েচে বিবেচনা করেন, তা হলে
আমি অনুমতি দিচ্ছি আপনি সৈন্যে কমানো
অন্যত্র ব্যস্ত গমন করুন, আরও আমি আশী-
র্বাদ দান, নিঃসন্দেহ কমানো সচল শরীরে কোন না
কোন ফল পাওয়া হবেন ।

উঃ : হৃদয়ে, আমার হৃদয়ে দৃঢ় অতীতি হয়েছে, আমি
সব সংসার সংসারে ভ্রমণ করলে তাঁকে আশ্বিন
করে হৃদয় প্রশান্ত করতে পারব, কেবল আপনার
অনুমতি প্রতিকা ছিল, আপনি অন্তর্যামী আমার
মনোভাব, আপনার নিকট ব্যক্ত না করতে আপনি
আবিল্য আমার মনের প্রতিপ্রাণ প্রকাশ করলেন,
আর সেনাপতি দুর্গাধিন সিংহকে অমরকুটাভিযানে
প্রেরণ করেছি, কেবল তাঁর বাচনিক সাহায্য শুনিব
নিমিত্ত এখন পর্যন্তও থাক ।

শ্রীমতী : সমস্তে প্রতিবাদী হবেন ।

অতি : এ প্রায় করিল গুণাধীন । আমার মনো-
ভাব দুর্গাধিন সিংহ রাধাধিপতির হৃদয়ে প্রত্যক্ষ

ক'লেম আমি দৃষ্টি করে আপনাকে
তার শাসনামল দেখে দিতে পারি।

উঃ। (সমস্তে গাঢ় স্বাক্ষর)। গুরুদেবের পদধূসি
প্রার্থনা করে। জামি কবিতা করুন যেন আপন
নার পদধূসি শুভ সফল হয়।

শ্রীঃ। (সমস্তে থান পূর্বক মহামারীর ধ্যান)।

উঃ। (ইমতি পক্ষে প্রণীত পূর্বক করথোড় দণ্ডারমান
কিয়া)। টকটকী আমি যেন সেনাপতির মুখে
কুণারের শুভ সংবাদ শুনি, নচেৎ আপনার সেবা
প্রদান রস, দ্বারা আর কোথা উপায় নাই। (কর-
থোড় শালিব্রহ্মের প্রতি)। গুরুদেব তর্কে আমি একদা
সেনাপতির নিকট সাক্ষাৎ জগৎ রাজ সত্যের গম্যতার
সমস্ত প্রার্থনা করি।

শ্রীঃ। হুঃ জগৎ শীতল গমন করুন, আমি এইমাত্র
মহামারীকে ধ্যান করুন শুভ লক্ষণই দর্শন করলেম,
যা আমি শীতল এখন হতে আমার নির্দিক স্থানে,
গমন করুন সেনাপতির প্রার্থনা সমাচার অবগত
হস্তে মাত্রই অবিলম্বে আমার নিকট সংবাদ প্রেরণ
করবেন।

উঃ। যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান)।

শ্রীঃ। (ধন্য)। হার-হার হার। এমন মহৎ রাজবংশট
কি একেবারে ক্রান্ত হয়ে যাবে। (মহামারীকে অব-
লোকন করিয়া)। মহামারী। সকলই তোমার ইচ্ছা।

চায় । হয় । এ রাজকুমার কিছূই তো শুভ লক্ষণ
আতি দেখি না, যে গমন করি তাতেই অসুস্থ
ঘটিবার চিহ্ন দেখতে পাই । কল্য রত্ননীতে উল্লস-
রই কোড়ী দেখে বর্তমান এহের কল্যাণ গণনা কর-
লেন, মহারাজের প্রাণ সংরক্ষণ, আবার কুমারের সমস্ত
শক্তির ভোগ । (চিন্তা করিয়া) উঃ—তা—কিন্তু
বিনামিনী মাগো—এ আদি বংশের রক্ষা ক... (মহা-
নাথকে প্রণিপাত করিয়া অগ্রসর হইল) এ রাজ-
বংশে অবশ্যই কোন নিদারুণ পাপের সঞ্চার হইবে
থাক্বে, নচেৎ এমন যৌবনের পিতার হৃদয়সর্ব্বস্ব
সম্ভ্রান্ত হইবে, অতি হৃদয়-ক্লান্ত এই সর্ব্বনাশ উপ-
স্থিত করোন—মহা-নাথের কেবল নাতিশয় গুরু ভবি-
বলে, আমার বাতকো এত দিন নিরাত হইয়া ছিলেন,
কিন্তু স্বদা সে রূপ ব্যথিত হইয়াছেন দেখলাম তাতে যে
আমার আশ্বাস নাথাকে তার দৈব্যানুশ্রবণ করেন এমন
তো বিবেচনা হয় না । মহা-নাথটী পশ্চিম—সেনা-
পতি কি সমাচার দিয়াছেন অবশ্য জানাগে ।

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দেবগড়নগর—রাজগৃহ

রাজা দৌলতাবাদীর আগমন।

দৌল : (বাত) অদ্য সিপাহী হ'ল গাফা। ক'রে ক'রে
 প্রেরণ করেছি কিন্তু এখন পর্যন্তও সে তে গ'ত
 গ'ত হ'ল না; কুমারী ইন্দুমতীও জনা বস্তু করণ
 বড়ই চঞ্চল হয়েছে (চিন্তা করিয়া) ও সময় যদি
 একবার প্রিয় বাস্য আসেন তাহলে তাঁর সাহিত
 অনেক আশ্রয় করে দেখা যেতো ও ওই-ওই
 কোন প্রকারে অন্যমনস্ক হ'তে পারি। (পুনঃও
 বিদ্রব্যকে দেখিয়া) আহে একে সময় সময় চিৎ
 এস এস; ভাই এস, এতক্ষণ তোমার বাত
 মনে মনে কচ্ছিলাম।

বিদ্রব্যের পুনঃপ্রবেশ।

বিদ্র : হা—হা—হা—মহারাজ! আমি কি এক মন মেম
 তেমন ভোলা, তাই আমার কামনা করব না (রাজার
 প্রতি দ্বিধা দৃষ্টি দৃষ্টিপাত পূর্বক) কিন্তু (বাত)
 একি! মহারাজ! আজ আপনাকে বড়ই গ্লান দেখছি
 বলি ব্যাপার খানা কি? বাহ্যী বুঝি কিছু অতিরিক্ত
 আপনার সেবা নিম্নে থাকেন?

দৌল : কদ্য! আমি তো গোনার এ সব কথা ক'র
 কিছুই বুঝতে পারি নে না।

বিহু। (উদরে হস্ত মর্জান করিতে করিতে চিৎকার করি)
উদর দর্শাইয়া) বালা মহারাজ ! এ সমস্ত কার্য
যদি বলোয়, এই গিথে মহারাজ ! (হাতের হোম
সন্দেশের আকৃতি ও ভঙ্গি করা দেখাইয়া) এমন
এমন গোলাকার ।

দৌল। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বরস্য ! নিষ্ঠুর ভদ্র এই
যদি ভূমি বির করে থাক, তাহে প্রমিত থাকবে
কারণ কি ?

বিহু। মহারাজ ! অতিরিক্ত আহায়েই উদর পীড়িত হয়,
যদি আপনার সেই পকার বাতাই উপস্থিত
হয়ে থাকে—

দৌল। বরস্য ! অতিরিক্ত আহায়েও তাহ কুক্ষিমান কেহ
কখন করে থাকে ?

বিহু। মহারাজ ! যে ব্যক্তি হয় সেই আশ্রয় লস করে
থাকে, দেখুন আমি এক জন কুক্ষিমান প্রাপ্ত হইয়াছি,
যদি আহারীয় সামগ্রী উদর কণ সম্মুখে প্রস্তুত
দেখতে পাই, তা হলে নিম্নে দুষ্টিপাত করে যতক্ষণ
উদরে ধরে, ততক্ষণ হো করো সহিত বাক্যালাপ
না করে এক মন, এম চাহে আহাষ্ট করা যায় ; তার
পর যখন দেখলো যে আর উদরে ধরে না, তখন
একটী আশ্রয় ফিঁকির খাটাই ।

দৌল। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি রকম ফিঁকির খাটাই
ভাই, বলিয়া শুনি ?

বিহু। হা—হা—হা—মহারাজ ! আপনি বড় চালাক

আর অম্বিক বড় বিবেচনা করেন
তাই কাকাল ও বাকাল শিখে যেতে গেল
করেছেন।

দৌল। আরে ভাই তুমি এক জন মস্ত বিদ্বান বাহাদুর না
একটা বিদ্যাদান করেই ফেলো।

বিহু। (স্বগত) সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, এই সুযোগে
কুরান করে মিতে হবে (প্রকাশ্যে) ভাল না বাস
যদি অপনাকে ফিকিরট বয়ে দিই তাহা আমাকে
কি দিবেন বলুন দেখি।

দৌল। (হস্তের অঙ্গুরি দেখাইয়া) দেখ ভাই এই অঙ্গুরিটি
তোমাকে প্রদান করব।

বিহু। (কপালে করাঘাত করিয়া) হা! আমার ক
সে কি মহারাজ! আপনার নিকট কি এমন পণ্ডিত
কিছুই নাই যে, আগাকে সের চার রসগোল্লা
দেন, তাই আপনার হস্তের সের অঙ্গুরিটি বাঁ দিবে
রসগোল্লা কিনতে দিচ্ছেন।

দৌল। ব্যস! তুমি কি বিবেচনা করেছ যে, আগি তো
নাকে রসগোল্লা ক্রয় করতে অঙ্গুরিটি দিতে চাচ্ছি।

বিহু। (মুগ্ধভঙ্গি করিয়া) তবে আর কি আমার মাথা
মুণ্ডের জন্য দিবেন।

দৌল। হা—নির্বোধ প্রাণ! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে
কেবল আহারটাই বুঝি মোক্ষপদ বিবেচনা করেছ।

বিহু। হা—হা—হা—মহারাজ! (উদরে হস্ত দিয়া) মোক্ষ
লোকে শরৎভাগে শুধু হয়, আমার যদি উদরটা

মিটারে পারপুল খায়ে, তাহলে আমি এ দেশকে
বিগুন স্থানী হই।

দৌল : ওহে দেখ ভাই একা তোমার দৌল নয়, পায়ে
লালস্র জাতিদিগকে তোমার মায় আহার দিয়া দেখা
যায়, এক্ষণে বল দেবি অতিরিক্ত আহার করিয়া
কিকিরটা কি ?

বিহু : মহারাজ ! কি দেবেন তা আগে বলুন :

দৌল : আমি যা তোমাকে দিতে ইচ্ছুক কিনা, তা
আর তুমি তো সন্তুষ্ট হবে না : কি পোনে সন্তুষ্ট হইবে
তাই বল ?

বিহু : (একুন্ত চিত্তে উদরে হস্ত গাঞ্জুনপূর্বক অগত)
হা - হা—হা আজ প্রভাতে কান্ন মুখ দেখেই শূন্য
হতে উঠেছিলাম যে ইচ্ছামত মিষ্টান্নভক্ষণ কর
যাবে। (প্রকাশে) মহারাজ তখন এত

দৌল : হাঁ বল :

বিহু : কতকতি লুচিভিঃ শকুঁকা মাণিরোশিঃ গম্ভীরাশচ
মহা মবুর মনোহরা পক্ষ খাল্য আর তিলপি—
হুত্ হুড়ে হুদুড়ে প্রভৃতি করে এ সমস্ত কার্য সমা-
পিন্যাত্ত বজ্রোন্ন মহারাজ সর্ব প্রকারে আপনাত
কল্যাণে বা তমোর একটা কলো :

দৌল : (হাস্য) কি ভয়ানক চিত্রই এদেশের আশ্রিত
প্রশাসক হইলেন করোছেন। তা একটি তলো মিষ্টান্ন
মুখ্য মড় মত প্রভৃতি তাই ও সাক্ষ্য মাটি বাস্তি ভিন্ন
আহার করিতে পারে না, দৌল করি আমার উদরে বা

তখনকীট আছে। (প্রকাশ) বলি তাকে জুড়ি দেখচি
একটা শাস্ত্রীয় মোকের নাম আউড়ে গেছে, কিন্তু
বলি খেঁচি ভাই, এ কোন শাস্ত্রের মোক? আর
মোকের অর্থ কি?

বিহু। মহারাজ! এ আবার পাঠি ও বিদ্যা, এ মোক আপনাদের
নাম ও নয়, আর স্মৃতি শাস্ত্রও নয়।

দৌল। তবে এ কি?

বিহু। মহারাজ! এর নাম উদর যোগেশ ধ্যান

দৌল। (হাস্য করিয়া) উদরযোগি শাস্ত্র? এটা কি?

বিহু। এ শাস্ত্র অভ্যাসে বড় কঠিন ব্যাপার, মহারাজ!

পেটে থেকে গড়ে অবধি এ শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হয়।

দৌল। হ্যাঁ হ্যাঁ এ শাস্ত্র কারক? কে, এটা তুমি বা কার

নিকট এ শাস্ত্র জ্ঞান মনে করচ?

বিহু। মহারাজ! এ শাস্ত্র জ্ঞানতা আমার পিতৃপিতৃ

মহাশয়, আর আমি এসবল তাঁর নিকট জ্ঞান

করেছিলাম।

দৌল। উঃ তবেই দেখাচি তোমার পিতা মাতার

অধিতীয় বংশধরি ছিল।

বিহু। এ শাস্ত্রটার তাঁর বিনা চলতাইল, আমি অনেক

বাইরে আমাকে শিক্ষা দিতেন, এমন কি বিনা

বিশ্রামে তিনি দেশ-দেশে ভ্রমণে নিয়ে গিয়ে

অর্ধচন্দ্র পথান্তে থোরেচে। মহারাজ! তাঁর

করলে গুরু পাওয়া যায় না, হু হু করে এই শাস্ত্র

শিক্ষা করা গিয়াছে, বুঝেন?

দীপা : হা, তাই বুঝি। কিন্তু তাই তোমার পক্ষে
কেন তুমি অধিক ক্ষণ করলে, এক্ষণে তোমাকে একটু
তোলা মস্টানই দেওয়া যাবে, তোমার মেই
কি তা বল।

বিদু : মহারাজ ! দেখতে চান, না অগ্রে অন্তে চান ?
দীপা : অগ্রে তাই তুমি আমাকে শোনাও তার পর দেখ
যাবে।

বিদু : (মস্তক নত করিয়া ভক্ষণ করণ দেখাইয়া) মহা
রাজ এই রকম করে, যত দূর দিকের সামগ্রী বরল,
তত দূত আহার করা গেল, (উর্ধ্ব দৃষ্টিপাত করিয়া
হস্তের দ্বারা মুখে আহারীয় সামগ্রী উঠান দেখাইয়া)
তার পর মহারাজ এই প্রথা। করে ভক্ষণ পছন্দ
মিষ্টান্ন সকল গলা হাতে ধরা ছাপি হাতে দখল
নিকট না আসে, ততকাল পর্যন্ত রক্ষণ
(চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া) চল চেঁচনচে, বুঝ
লেন তো ?

দীপা : (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া পক্ষান্তে দৃষ্টিপাত
করিয়া দূবে দূতকে দেখিয়া) এই যে দূত হাতে
দেখি—(স্বগত) কিন্তু আমি বা ভাঙ্গা করেছি
তাই যে দেখতে, দূত তো একাকীই আসতে।

বিদু : মহারাজ ! আমার বিদগ্ধতা ?

দীপা : (বিরক্ত ভাবে) কেবল সিন্ধু বর তাই, বা তো
নার কিট খুকত হয়েছে তা লক্ষ্যন হবে না।

বিদু : (রাগান্বিত হইয়া স্বগত) অহা ! মেনন কোরে

মলে রূপী এখন তখন, আর পলাইব নাশের পথ,
আমার ভাগ্যে তাই হল দেহটি, আমাকে কোত
দেখে যে অমনি সাং বনলেন।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজের জয় হউক।

দৌল। দূত! খবর মঙ্গল!

দূত। মহারাজ! শারীরিক মঙ্গল কিন্তু...

দৌল। (আশ্চর্য্যাবিত হইয়া) কেন?

দূত। মহারাজ! আমি যে রূপ মস্তা মিথ্যা ক... কৌশল
করে রাজকুমার মহীপাংগের নিকট পল্ল করে
এলেচি তা অন্তর্ধানী ভগবানই জানেন। আর সেই
দয়ানিধানে ভগবীষ্মের কুপা বাতীল মান রক্ষার আর
কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

দৌল। দূত! তোমার সে কৌশলের-কোন ফল প্রাপ্ত
হয়েচ?

দূত। মহারাজ! তা আর আপনর একপে... রণ করার
কোন বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না।

দৌল। (উদ্বেগে ক্রোধাবিত হইয়া) দূত! এ তোমার কি
প্রকার প্রত্যাশার? গাছার গরে মহীপাংগি...
নিকট যে তোমাকে নিকট... বর ভর্য প্রেরণ
করেছিল তাই তার প্রত্যাশার... নিকট না তুমি
আমাকে না শুনাইবে গোপন করে রাখবে তার
নিমিত্ত?

দূত। (নীরবে চিত্ত)

বিদু। (স্বগত) গাজার নগরে বসে ছিলেন? (চিৎ)

মহারাজ কি জন্যই বা পড়তে দিবে? (পুনর্বার
করিয়া) আর সন্ধি কথাটিরই বা অর্থ হ'য়ে দার
চিন্তা করিবে? কোন আহারীর দ্রব্য না—মান্দশ
না—ঠিক হয়েছে সন্ধি কথাটির অর্থ এক প্রকার

হবে। মিলে—রসগোল্লা হউক বা মজা হউক।

১৯৪। মহারাজ! বাগান্ধ হবেন না—রাজকুমার মণীন্দ্র
সিংহ রাজার প্রস্তাব অবগে যে কঠিন প্রজ্ঞাতরাদরে
ছেন তা আপনার হৃদয়ে আঘাত করবে—সেই কারণে
বশতঃ সহসা অগ্নি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হইলেন।

দীল। দূর! গোপন করলে ও তো ঐরূপ শেল সম আঘাত
হৃদয়ে আঘাত করবে—তোমার প্রকাশ করা কর্তব্য।

১৯৫। (স্বগত) লক্ষ্মী পরিত্যাগ হবার আগেই মণীন্দ্র
দেয় এই বকম বুদ্ধি হয়, এবং ঘরে ঘরে তাই প্রকাশ
দত্ত কিছুকিচি হয়ে থাকে। (প্রকাশে) মহারাজ!

আমি চালাক লোক, দূতের অভ্যর্থনা যাব বুঝলে
পেরেচি। বকড়া করলে কি হবে? আমার দূত
শুভ্রুব, এই যে গাজারনগর নাম হয়েছে কেন তা
জেনেন সেখানকার গোপ্তাগুলি বড় অগন্ধ বনে;
আর দূত বুদ্ধিমান যদি কিনা, তাহাণি রসগোল্লা
কিনতে পাঠিয়ে দিবে। এ উনি রসগোল্লার বদলে অগন্ধ
মন্দেশ কিনে আনছিলেন, বোধ হয় পাথর মধ্যে
সন্দেশের হাঁড় মেনে গিয়ে থাকবে, তাই মন্দ পথের
কুলে আপনাকে বসিয়ে দেন না।

বিক্রমভাষ্যে

যা তাত তৌ তে কৌনার বসিছে কেমন সন্দেশ
কি হও। র কিছুই উৎপন্ন হয় না দেখছি, ও গুটী
একটা ছায়াদের একটা কোন বিশেষ
কি। বস্তু একই কির হয়ে শোন।

মহারাজ, (মুহুর্তে হস্ত সার্জন করিতে রিতে
শব্দ) শুনকে আর ছাই, যেখানে হাড়ি দে
কোনানি হয়েচে, তার আর কি হবে, চোর পাল
হাড়ি। হাড়ি উনি যেতই কেন দূতের উপর
কখনো। কল কথা এক হাড়ি না আদ্যের
চলচে না, আনি দে। এই

দূত আর তোমার আপন দূত
প্রকাশ কর।

দূত মহারাজ। (বসন্ত) ই মডগহস্ত
একজন কামরূপে বসে। না করণে, কি
বে। তবে বাপ শুশুন-আমি উকে
বিক্রম প্রকাশ করে, যত জা দেখিয়েছি ও আপনার
যত অংকন প্রকাশ করেছি, তাকে আর চতুর্ভুজ
কার প্রকাশ করতে পারন্ত করিনে; কি করি অগত্য
তাই তো শুনতে। না অবশেষে
আপনাকে সংবাদ দাত বুলেন যে তিনি
সম্মত, আপনাকে কুমারী ব্রহ্মতী প্রদান করে দি
গ্রহণে কখনই সম্মত নহেন।

দৌল। (চিন্তা)

বিদ। (সভয়ে স্বগত) না।

বড় বাড়ি খোঁজতে, যাখান মোড়ায় কাচ বাই দাড়া,
আমার মূড়ি মুড়িয়ে হলে বাকি তোমার জাত পাণ
থাকলে অনেক মাথা মিলবে, দেখা এমন থেকে
পালাই বদা। (পদ্যরসে উদ্ভাস)

শাল। (বিদূষকের প্রতি) ওহ! কোথা বাও, কোথা
যাও, বসে, বসো, তোমার অন্য মাথা অন্যতে
দিকি।

বিদূ। মহারাজ! মোড়ায় গাড়ার করা অন্যের মাথায় থাকা,
পেটে খেলে গিটে মর্দতে হবে, এমন আমার বিশেষ
অনশাক আছে, আমার আসচি! বাইতে বাইতে
বসতে ও দাখ। স্বক।

(পদ্যরসে)

শৌর্য। (পূর্বসং চিন্তা)

ভূত। (রাজার দ্বিতীয় দেখিয়া) মহারাজ! আমাদের
মেরুপ সৈন্য সংখ্যা জাত অসামান্যতরক ইন্দ্রের
সহিত সশস্ত্র সমুদ্র হুবে না; মোড়ায় মাড়ারনুগ-
রের সৈন্যের অঙ্কে কণ আশ্রিত সশস্ত্র আশ্রিত কণ
সম্প্রদ। অতঃপর মঙ্গল মুখে কোন ব্যক্তি কৃতকার্য
হওয়া যাবে না। কিন্তু কিয়ৎ ধারিয়েই বাবস্থা হয়ে
থাকলে, আমি আপনার অনেক নিমক খেয়েছি,
যাতে আপনার মঙ্গল হয়ে তাই আমার বাঞ্ছনীয়। এই
কিন্তু আমি মনে মনে একটী কৌশল বিহীন করেছি
যাতে আমরা নিশ্চয়ই মিত্র হতে পারি। কিন্তু কতদিন
হয়ে সে কার্যে আরও হাতে কিয়ৎ আপনার ন্যায়.

মহাশয়ীদ মহামাককে তদ্বিধে প্রতি দিবে কো-
প্রকারেই মন সরছে না।

দৌল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) দূত! ও সময়
তোমার মনের ভাব প্রকাশ করে আমার সহিত
সাক্ষাৎ করিবার কর্তব্য।

দূত। (চিহ্ন করিয়া) মহাশয়! যদি আমরা জগৎ
সমুদায় দিবস মধ্যে গিয়ে ইজকুসর মহীপং দিবসে
সাক্ষাৎ করতে পারি, তা হইলেই মোক্ষের পথ
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, এবং আমাদের মহীপং
সিংহের চরিত্রের কীর্তি হইতে পারি।
কিন্তু এরমধ্যে একটি হুবিধা অবগত হইয়া আসিতে
হইবে। ইজকুসর ও রাজকুমার মহীপং দিবসে
একত্রিত্ব সৈন্য সমভিযায়ে দেশ ত্যাগ করেন
করেছেন; অতএব এই সুযোগ ভিন্ন কৃতকার্য হবার
আশা আর কোন উদার নাই, দিবসের কর্ম
অসম্পাদিত দিবসে প্রকৃত মুক্ত প্রহর হইলেই
আমাদের এই প্রসঙ্গ হইতে হবে, তা : এ নিশ্চ-
য়ানুভবে পোহরি, কারণ মহীপং সিংহ এই হুবিধা
পথে যে যুদ্ধের চিন্তা করিয়াছেন, কেহ প্রহরীদের
সংবাদ দিবে সৈন্য আনায়ে তাঁর সৈন্যগণ পরিপূর্ণ
করিবার জন্য। তা হলেই আমাদের প্রহর অসম্পাদিত
বিফল হবে।

দৌল। (আনন্দিত হইয়া) দূত! তোমার কি চমৎকার
যুদ্ধ কৌশল? যুদ্ধের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরের

কিরূপ পুণরুজ্জীবিত করে তুমি, আমি তোমার
এই যুক্তিসিদ্ধ পরামর্শে কোনো বসেই পড়বো না
হাস্ত পেলান। দূত। এ যদি উত্তর পরামর্শ জানো,
এ মধ্যে আরোম্বে এতে প্রস্তুত হও।

১। মহাবাহু! উত্তম হবেন না অর্থাৎ অগ পুণ্যং বিশেষ
চনা করুন। রাজবংশীয়দের এরূপ স্বর্গীয় পদ অব-
লম্বন করা নীতি বিরুদ্ধ কার্য, কন্যার মহারাণীর রূপ
পরিপূর্ণ হলে।

২। দূত। স্বকর্তা মাগনে অর্থাৎ পুণ্যং বা দ্বিত্যহিত
করিতে হলে রাজ্য মাগনে হেন না। অর্থাৎ
তুমি যে অভাবনা বলে তাতে অন্যায় প্রবৃত্তি করা। দূত
এতীত হলে যে এই উপায় অবগত নন ভিন্ন আর
কিছুতেই জ্ঞানী ইন্দুপতীকে লাভ করা যেতে পারে
না—তুমি ক্ষণে পঞ্চভাতি বর কাল তোমার প্রত্যা-
শিত করের নিমিত্ত আগমন। তত বাত্মন অসোজন
করবে।

৩। দূত। অর্থাৎ মাগনে অর্থাৎ পুণ্যং বা দ্বিত্যহিত
করিতে হলে রাজ্য মাগনে হেন না। অর্থাৎ
তুমি যে অভাবনা বলে তাতে অন্যায় প্রবৃত্তি করা। দূত
এতীত হলে যে এই উপায় অবগত নন ভিন্ন আর
কিছুতেই জ্ঞানী ইন্দুপতীকে লাভ করা যেতে পারে
না—তুমি ক্ষণে পঞ্চভাতি বর কাল তোমার প্রত্যা-
শিত করের নিমিত্ত আগমন। তত বাত্মন অসোজন
করবে।

করিনা) কারি বা দেব দিব পূজাপনার মতক আশীর্বাদ
আপনিই দেবদেবী কল্পন (দীর্ঘ নিঃশ্বাস গভীর)
পূর্বক) তা বা হউক এখন তো যাই।

শীল। (সহম চিত্তে স্থগত) পুরস্কারের সময়...
আমি কত ভয় করি মা, তাঁর ইচ্ছায় আমারই...
তবুও কি সহজ উপায়ই হল, অবিলম্বে অন্য কারো
অশীর্বাদ হবে তার আশীর্বাদ সন্দেহই...
করিনা) কিন্তু প্রয়োগকে সঙ্গে করে নি...
কারি, আমোদ হাস্য করিবার সময়...
...খাওয়া হওয়া...
...নন্দন, তবে একটি দোষ...
...সেতের...
...একটা উপায়...
...প্রকাশ করেছেন যে...
...জগৎ তাই...
...তা হলেই...
...যাই, এখন মন্ত্রীর...
...কারণে।

(শ্রদ্ধা)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—:::—

শিবির—সন্ধ্যা, যত্ন যুদ্ধ ক্ষেত্র ।

(নেপথ্যে রণবাক্য)

হৃদহোজ নগরের সেনাপতির করিপার সৈন্যসমাজবাহিনীতে প্রেরণ
সৈন্য । জয় ! অগ্নিশিখের জয় ।

রাজা দীর্ঘকৃষ্ণ ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ।

সৈন্য । জয় : রাজা দীর্ঘকৃষ্ণের জয় ।

(সৈন্যগণের স্রোতাক্ষ ইতরা দণ্ডায়মান)

সাক্ষার যশের সৈন্যগণের শাস্য করিতে কবিতে প্রবেশ ।

সৈন্য । জয় রাজকুমারী ইরাদতীর জয় । (সকলের স্রোতাক্ষ
বদ ইতরা দণ্ডায়মান)

রাজকুমারী যশোবন্ত দিব্য, রাজকুমারী ইরাদতী প্রবেশ

কুমারী ইন্দুজ্যোতিঃ প্রবেশ ।

যশো : (ইন্দুজ্যোতিঃ দৃষ্টিপূর্ব্ব) রাজকুমারী ! আপনারা
নিবৃত্তি আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হউন ।

(রাজকুমারী দ্বারের ত্যাগ করণ)

যশো : (রাজা দীর্ঘকৃষ্ণ ও সেনাপতির প্রতি ক্রোধাধিত
হইয়া) কায় নান রাজা দীর্ঘকৃষ্ণ !

বীর্ঘ : (দণ্ডের সহিত) আমার নাম অগ্নি পূত্র রাজা
দীর্ঘকৃষ্ণ ।

শশী : শুন রাজা দীর্ঘকাল । তুমি যদি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ন
থাক তা হলে যুদ্ধের নিয়মানুসারে যুদ্ধ কর ।

দীর্ঘ : কিরূপ নিয়ম ।

শশী : পরস্পর প্রতিজ্ঞা বন্ধ হও ।

দীর্ঘ : সত্যি নাই ; কিন্তু কিরূপ প্রতিজ্ঞা ?

শশী : সৈন্য ব্যতীত পরস্পর বন্দ যুদ্ধ ।

দীর্ঘ : (রেতাধাশিত হইয়া) কি ! কত শত দেশে দেশে
বীর পুরুষদের সহিত কত শত ভীষণ যুদ্ধ
হইয়া ভিন্ন বয়ঃ কখন অসি ধারা কপি । কখন
সামান্য যুদ্ধে বয়ঃ অসি ধারণ করে । তাহা
এ প্রতিজ্ঞার আমার ইচ্ছা নাই । তাহা হইলে
করাবে ।

শশী : আমি তাতেও সম্মত আছি । কিন্তু কত দিন

দীর্ঘ : যে ব্যক্তি পক্ষি পুষ্ট হইলে তাহা হইতে

সহজ অবসারণ কর যুদ্ধ করিতে সম্মত হইবে ।

রাজপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে যুদ্ধ তাহা হইলে

কেবল রাজপক্ষে বধ্যভিত্ত করে নাই ।

দীর্ঘ : আর যদি হয় না তোমার হোতে অস্ত্রের শাস্তি না

দিয়ে আত্মসংকট পরতোম

শশী : আমি তাহাও সম্মত ।

(সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ ! তুমি সৈন্য হইতে

যুদ্ধে নিরস্ত থাক । (বন্দোবস্ত হইলে) প্রতি অসি

দেখাউয়া) নরাধম ! এ ! অসি তোমার দাবম নাশে

ধারমান, ক্রমতা থাকে নিরাশ্রয় কর ।

যশো : (অগ্রসর হইয়া অসি দেখাইয়া) আর আজ যে
আমাব হস্তে তুই নবহত্যার পাপ ছাড়া নাকি
তার কোন সন্দেহ নেই ।

দীর্ঘ : (অগ্রসর হইয়া) আর তোকে মন বদলে
হরি ।

(উভয়ে ঘোর যুগ্ম-নৃত্য দীর্ঘকূশের মাঝে)

যশো : (রাজা দীর্ঘকূশের বক্ষোপরি উপবেশন পূর্বক)
দীর্ঘকূশ ! তোর অভীষ্ট দেবনে করিও
তোর সমচিত শাস্তি দিই । (বাম হস্তে জীবাধারণ
দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন)

ইন্দু : (উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমার ! ওর প্রাণ ও করোনে ন'
প্রাণদত্ত করবেন না ।

যশো : (দীর্ঘ কূশকে পরিগ্রহণ পূর্বক অনতি দূরে
দণ্ডায়মান)

সেনা : (অগ্নি বৈশাখায়েয় পাত) বৈশাখায়েয় গর্ভে
জীবিত থাকতে আমার মত ভূমিতে পড়িলে দেখাও
হাল ? আর না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । (এত সৈন্যগণ
অগ্রসর হইয়া) কন, কনোয় নগরের জয় ।

যশো : (রাজকুমারিবার প্রতি) রাজকুমারি ! আপনাদের
একপে অনতিদূরে অবস্থিতি করা কল্যাণ ।

ইন্দু : রাজকুমারী ! রাজ কুমার বা বরোদ ; আপনাদের তাই
করাই কর্তব্য ।

ইরাদতী : প্রিয় সখি তবে চমুন ।

(রাজকুমারী বরোদ প্রস্থান)

গণেশ । (গাঙ্গারনগরের সৈন্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
দোষীরা ওখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে

সৈন্য । (গাঙ্গারনগরের সৈন্যগণ অস্ত্র ধরিয়া)
গাঙ্গারনগরের জয় ।

(উভয় সৈন্যের বিপরীতভাবে যুদ্ধ করিতে থাকে)

সেনাপতি প্রহুতি করিয়া সৈন্যের পক্ষ দিয়া

সৈন্যের পলায়ন এবং গাঙ্গারনগরের পতন ।

সৈন্য উভয়ের পক্ষের পক্ষের পরিচয়

দীঘ । (সজোরে গাত্ৰোথান করি ও চেঁচাই)
অগ্নিদেব ।

যশা । (গাঙ্গারনগরের সৈন্যদের প্রতি) সৈন্যগণ এই
পান্ডু গাঙ্গারনগর ও কাশ কক্ষে । ইহা ক দূর পক্ষ
কায়ে গিবিরে আনন্দ হ'ল । আনন্দ প্রকাশ্য হ'লেয় ।

সৈন্য । যে আজ্ঞা ।

(সৈন্যগণ সজোরে গাত্ৰোথান)

(সৈন্যদের দৈর্ঘ্যকে বন্ধ করিয়া লইয়া)

সজোরে প্রকাশ্য ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক :

প্রাচুর মধ্যবর্তী কক্ষ

রাজকুমার বশোবন্ত সিংহ রাজকুমারী ইন্দ্রাবতী ও প্রাচুর

ইন্দ্রাবতী ব্যতীত ।

বশো । (ইন্দ্রাবতীকে প্রতি) রাজকুমারি ! দিনকর পলাই
মহানদের মধ্যবর্তী হয়ে, অগ্নিফুলিঙ্গের ন্যায় ক্ষোভিত
বিস্তার করছেন ; এমন সময়ে শিশুর পরিত্যাগ হল
কি আমাদের যুক্তি বিলম্ব হয়েছে ?

ইন্দ্র । রাজকুমার ! অকারণে অপমান অন্তর্ভুক্ত হলে
জ্ঞানচক্রের কার্য, তখনো স্থান অধিকার করে কল-
হিত হতে আপনাকে এই কষ্টদায়ক স্থানে আনমনে
বসিয়ে অপরাধিনী হনৈতি আপাতক ভক্তি করছেন ।

বশো । রাজকুমারি ! দুর্ভাগ্যবশত নহিবে বরং পরিশ্রম
করাতে আমিই দায়িত্ব রাখে যখনো তখনো আপনারা
দ্রাবীড় আমায় অনেক অশ্রুপূর্ণ ওড়িয়েছেন
আপনাদের তো খানিক কষ্ট হবারই সম্ভব দেখি করি
তামিহাই আপনাদের চিন্তা চাঞ্চল্য হতে থাকবে ।

এক জন বৈদ্যের প্রবেশ :

বৈদ্য । (রাজকুমারের প্রাণ) রাজকুমার বৈদ্য প্রাণ
দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত বারকুল দেহের বহনাবস্থা

স্বাভাবিক প্রকারেই যাহা যেখানে কখন ২ গার
করা যাবে ১ গারগ আমা ২ আহাৱাদির কাঙ্ক্ষা তীত
হচে। একশে সকল প্রহর বা পাহারা দিতে পাছে না।
পরপার প্রহরীর বদল ভরতো আশ্রয় গ্রাহ্য দি-
বার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। বরং এর আপদ
দের সা অভিপ্রায় হয় আজ। কখন ।

ইন্দু । (রাজকুমারীর প্রতি) রাজকুমারী সেই পাপা-
য়ার জীবন বহন করণ না বরং একশে পাপ নাহি পিত
মিষ্টর করে, তবে কর্ম পাপাঙ্ককে মিত্তি কন্ত
মিলন করে এ প্রকার কর্ম সহ্য কর্তেম । ম
একটা বিচারে অনুমতি করণ ।

যশো । কুমারী যদি রাজকুমারী, সেই চরিত্র ক সমাদর
প্রেরণ কর্তে আমায় বাণী না দিতেন, তা হলে তাত
প্রতি যে দণ্ডবিধান কর কর্তে, তা হলে তখন পর্যন্ত
বশেকা কর্তে না । (সৈন্যের প্রতি) মত । দীর্ঘ-
কালকে সেই আকর্ষণ এট খানেই আনয়ন কর

সৈন্য । যে আভা রাজকুমার ।

সৈন্যের গর্জন ।

ইন্দু । কুমারী । সেই নৃশংসের অভিমতানুসারেই এ
জন্মে নরবাণশ্রিতের প্রাপ্তত্ব কিন্তু তাত না
তাই হউক, অথবা অন্যকোন করণ বশতাই হউক
সহস্রে নরহত্যাপাত্রে এরত হস না বসে, প্রাণ দণ্ড
তার পক্ষে গুরুতর পুণ্য বিবেচনা, তাই জীবন-রক্ষা
করতে আপনাকে অস্বপ্নেও কহেছিল।

মশো : রাজকুমারী ! ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত সেই পাপও
কখনই রাজপদে প্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু তার পাপময়
সহচর সকলকে নিষ্ঠুরাচরণ শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের আদেশ
বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত পাপও নব্বোত-
তাবে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়েছে। অতএব সেই বন্দ্য
পাপময় মরহত্যাকারী সহচরদের দণ্ডদণ্ড দিয়ে দীর্ঘ-
কুশের প্রাণদণ্ড করা উচিত ছিল, কিন্তু সে বাহা তুমি
আমার পাপাত্মার গুণাবলোকনেও পাপ আছে, যাকে
বিস্ময় করবেন না, যা হয় বিবেচনা করে, তার প্রতি
একগুণে কি করা কর্তব্য অনুমতি করুন।

হুই জন নৈন্য সহ কর্তব্যকৃত শাস্তি

রাজা দীর্ঘকুশের প্রবেশ

ইরা : (দীর্ঘকুশকে দেখাইয়া) রাজকুমার : এই নিষ্ঠুর
যখন আপনার প্রত্নিত ক্রোধানল হাতে পরিভ্রাণ
পেয়েছে, তখন নির্বাপন ক্রোধে কি আর পাপ হইবে
বা হয় একটা দণ্ড বিধান করুন।

দীর্ঘ : (আক্ষালন পূর্বক ইরাক্তীর প্রতি) ক্রোধানল
কার ক্রোধানল

মশো : (রাজা দীর্ঘকুশের প্রতি) কি। মনসি
শাস্তি স্বাধীনতা অভাবেও তুমি পাপ করিতে তোর
সজ্জা বোধ হয় না ?

দীর্ঘ : (মশোবস্ত সিংহের প্রতি) আমার পহারহীন দেহ
পরাধীন হয়েছে, আমার স্বাধীন অস্ত্রকরণ কারও
অধীন নয়।

ই।। শোনি, দীর্ঘকৃশ। তোমার এ অবস্থায় শূণ্য জর
নগায় গড়ন ক'বে কোন ফল হবে না। যদি তোমাকে
কোনো প্রত্যক্ষ থাকে, রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের
অধীনত স্বীকার করে, তোমার আগ্নী পূজার নবহতা
পাপ হতে ক্ষান্ত হবে।

শি।। (পুনরায় ইরানতীর প্রতি)। 'অধীন' ক'বে
অধীন? সে কে?

ই।। রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের অধীন।

শি।। নিঃস্বপ্নে অগ্নি দ্বারা নিঃস্বপ্ন ক'বে?

দী।। 'মরক' দিরাখা কিংবা চিহ্ন হ'লিখা।

আগ্নি মল্য হয় না! পুনরায় ইরানতীর প্রতি।

এই দেব মণ্ডলীপদ বারপাশে ঘুরে ঘুরে। এই

বন্দী হয় তখাচ, আমার অক্ষর রঙে 'মরক' দিরাখা

ক'বে। (কহই কখন 'মরক' দিরাখা হ'তে পারি না।)

অকস্মাৎ বলপূর্বক ডায়োপাতিয়া উপবেশন।

যশোবন্ত সিংহের প্রতি। আগ্নী আমায় মৃত্যুজ্ঞেয়ন

কর। আমি অধীন অন্তঃকরণে জীবন পরিত্যাগে

স্বস্ত।

মশো।। (৩ জনের গাঢ়োথান পূর্বক দীর্ঘ কৃশের প্রতি)।

মশো।। আগ্নী নবক পিত্ত জোবাননা প্রকৃতি না

হ'তেই, তখাচ রাজকুমারীর আজ্ঞা প্রতিপালন

কর, নচেৎ তোমার দার রক্ষা নাই।

শি।। কি বহিঃপ্রাচীর? পানক। ব্যক্তিচারিণী ব্রীচৌড়ের

আজ্ঞা প্রতিপালন—ফট শাহ বাচি (উর্বে কুড়িপাত)।

[১ম, গভীর ।] ইরারতী নাটক ।

বশো । কি ছুৰুভ নবপিচাশ ! যে পুৰুষীৰ অঙ্গনত
এখনও পৰ্য্যন্ত প্রেমের দীপ্ত বগল হয়নি, সেই দীপ্ত
কুৎসা । (সজোরে দীর্ঘকুশোর স্বীকৃতিতে হস্ত প্রহার)
যাও এখন নবক কুণ্ডে দিনে এক ফল ভোগ কর ।

(বশোর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গভীর ।

সমুদ্র তীর — স্থানিত শিবির ।

রাজকুমার বশোবদন্ত সিংহ, রাজকুমারী ইরারতী

এ কুমারী সমুদ্রতীরে প্রবেশ ।

ইন্দু । (বশোবদন্ত সিংহ ইরারতীর প্রতি) আপনারা
এক্ষণে অস্ত্র পরিত্যাগ করে একেবারে বিগ্রহ করুন

ইরা । প্রিয়সখি ! আপনার উত্তে এখন বিজ্ঞান করা
আবশ্যক ?

ইন্দু । রাজকুমারি ! আপনারা অস্ত্রে পরিত্যাগ করে উগ্রভাবে
শব্দ করুন, আমি শুধু আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করি
হচ্ছি !

ইরা । রাজকুমার ! তব অস্ত্র পরিত্যাগ করে উপবেশন
করুন ।

ইন্দু । হ্যাঁ অস্ত্র পরিত্যাগ কর, এক্ষণে করুন । (অস্ত্র

পরিভাগ করিয়া) রাজকুমারি! আপনারা যে
আমি অপেক্ষা সাতিশর দাস্ত হয়েছেন তার
সন্দেহ নাই, অতএব আপনারা নিরুদ্বেগে বিশ্রাম
করুন। (চিৎরা করিয়া) সেই বৃক্ষের তলয় আমার
অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব হওয়াতে পাত্রাহি হতে
আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু পুনরায় শিবির মধ্যে
কবে আবার দ্বিগুণ সম্ভাপ বোধ হচ্ছে। এক্ষণে
এই বন্য প্রকৃতির সম্মান সমীচীন সেবন করিতে আমার
অত্যাশা আশিষ্য আভিলাষ করছে, আশা করা যাই
এই শরে অসমর্থের জন্য নিকটস্থ সমুদ্র তীরে ভ্রম
পের নিমিত্ত আমাকে অকৃতান্ত প্রদান করেন।

ইরা। রাজকুমারি! আপনার এতদূর ব্যাক প্রয়োগ করা,
বৈদ্যক শাস্ত্রাদিগণে নিগ্রহ করা হচ্ছে, যেহেতু আশা
করা অপেক্ষা আপনার চতুর্গুণ বেশ হওয়া সম্ভব, বিবেচনা
করুন, পিণ্ডাচার হতে বন্দী হওয়া কি দুঃস
ক্লেশ সহ্য করিতে হয়েছে, আবার সেই ক্লেশ হতে
সর্বতোভাবে মুক্ত না হতে হতেই, কি ভয়াবহ সং-
গ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; অতএব
যেই সকল ক্লেশের পরে আপনার শিবির পরিভাগ
করে একাকী মুদ্রা দ্বারা শারীরিক কষ্ট নিবারণের
নিমিত্ত ভ্রমণ করতে গমন করা বিধেয়? আপনার
শিবির মধ্যে অবস্থান পূর্বক বিশ্রাম করাই সর্বতো-
ভাবে উচিত। (বশজভাবে) আমি আপনার সেবা
কর্তব্য নিযুক্ত হই।

যশো। রাজকুমারি! আপনি আমার বিজ্ঞানের বিষয় যে
রূপ আদেশ করলেন তা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বটে,
কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যদি ক্রণেক বারি বিদ্যুৎ-বিহীন
বায়ু সেবন করতে পারি, তা হলে আমার চিত্ত প্রকৃত
ইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব আপনার অমতেও
অতি অল্প সময়ের জন্য আমার চিত্ত শিবির পরিত্যাগ
করতে ইচ্ছুক হচ্চো, অনুমতি করি আমার গমনে
বাধা না দিয়ে সম্মতি প্রদান করুন।

ইরা। রাজকুমার! যদি আপনার নিতান্ত একাকী ভ্রমণেরই
অভিলাষ হয়ে থাকে, আমি আপনাকে বাধা দিজে
অভিলাষ করি না, কিন্তু সাবধান রাত্রিকাল উপস্থিত,
এবং অতি নিকটেই শরণ্য, আপনি অতি শীঘ্র শিবিরে
প্রত্যাগমন করবেন, বিলম্ব করবেন না।

যশো। রাজকুমারি! এই শঙ্কানন্দন দশ মাসে আপনার
আশ্রয় ভিন্ন, অন্য আশ্রয় নাই যে আপনার নাক্ষত্রিক
নিদ্রিত হয়ে কথায় অবস্থিতি করত। আপনি নিশ্চিন্ত
থাকুন, অতি শীঘ্রই আমি প্রত্যাগমন করব।

(প্রস্থান।)

ইরা। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়সখি! রাজকুমারের অভি-
প্রায় কি কিছুর ক্ষেত্রে পারলেন? আমার তো বড় ভাল
বিবেচনা হচ্ছে না। আমি স্থূলোক লঙ্কাক্রমে বার-
স্বায় বাধা দিতেও পারলেম না। কিন্তু আমার শরীর
অত্যন্ত অস্তম্ভ বোধ হচ্ছে, আমি ক্রণেক বিজ্ঞান
করতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এবং কোন

কর না হয়, অতঃপর পূর্বক রাজকুমারের পশ্চাদ্গামী-
মিনী হলে বড় ভাল হয়।

ইন্দু রাজকুমারি! আমার শরীরে কিছুমাত্র রোগ নাই,
আপনি বিশ্রাম করুন, আমি রাজকুমারের পশ্চাদ্গামী-
মিনী হলেম।

(প্রস্থান।)

ইরা। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক স্বগত) আমাদের তো
আর এক্ষণে কিছুই আশঙ্কা নাই, তবে কি কারণে
আমার এত অল্প বোধ হচ্ছে? ভাল—আমার অন্তঃ-
করণ ক্রমশ চকল ভাব অবলম্বন করছে কেন? ত্রিভু-
বনের সকল দ্রবাই আমার তিষ্ঠ অনুভব হচ্ছে যে
(চিন্তা করিয়া) যে রাজকুমারের সহিত পূর্বক অশো-
কচিঁতাচিন্তে আলাপ করিচি এক্ষণে তাঁর সহিত কণ্ঠে
পূর্বকথনেও লজ্জা বোধ হচ্ছিল এর কারণ কি? যে
দুরাত্মা মদন আমার হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে তা
অনুগামিনী হতে বারম্বার আমাকে তাড়ন করছে;
এই অরণ্য মধ্যেই বা দুরাত্মা কি প্রকারে আমার অন্তঃ-
সন্ধান করলে? আমার তো রাজকুমারের অনুগামিনী
হওয়া উচিত নয়, এক্ষণে কি করি, কোথা যাই, কার
শরণাপন্ন হই, কার দ্বায়াই বা দুরাত্মাকে হৃদয় হতে
বহিষ্কৃত করি? দেখি দেখি একটু শয়ন করে দেখি,
যদি মিত্রদেবীর আরাধনা করলে নিষ্ঠুরের তাড়না
হতে পরিত্রাণ পাই। (পশ্চাদ্গামী শয়ন ও চকু
মুদ্রিত করিয়া পান্য পরিবর্তন পূর্বক) উঃ একি হল,

নিদ্রা যে কিছুতেই হয় না, চক্ষু মুদ্রিত করলেই যে চক্ষের পীড়া উপস্থিত হয় ? এত দীর্ঘ শত্রুর আশঙ্কা সহযোগে যদ্যপে শয়ন করেছি, তদ্যপেই নিদ্রাগত হোই ; ছুরাঙ্গা মদনের কি এত দূর প্রভা ? নিদ্রা দেবী তার ভয়ে আমার প্রকুল নয়নে কী ভাব হ'লে আশঙ্কা করলেন ? উঃ-হাবার সান্নিধ্য পিণ্ডানা পাচ্যে, একটু জল খাই । (পাত্রোখান পূর্বক) আমার শত্রুকণ্ঠে উপস্থিত হ'ল যে ? (দূরে গমনান্তর জলপান পূর্বক পুনরায় শয়ন) এ'বার নিদ্রা আসবেই আসবে । (চক্ষু মুদ্রিত ।)

অলঙ্কিত ভাবে কুমারী ইন্দ্রাণী প্রবেশ ।

ইন্দু । (চিন্তা করিতে করিতে স্বগত) আঃ যে রাজকুমারী অনায়াসে আমাকে রাজকুমারের সহিত সমুদ্রতীরে বিবাহেব অনুমতি দিলেন ? বল্লেন আমার শরীর অসুস্থ হয়েছে, আমি একটু বিগ্রাম করি, কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে আমি নিকটে থাকলেই ত হার হবার সম্ভাবনা ; এর কারণ কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না । (চিন্তা করিয়া) গোপনে গোপনে এক বার দেখি রাজকুমারী নিদ্রিত কি না ? (বাইতে অগ্রসর হইরা রাজকুমারীর স্বর শুনে গোপন ভাবে এক পাশে দণ্ডায়মান ।)

ইরা । (স্বপ্নাবেশে নিদ্রা ভঙ্গে) স্বপ্ন ! তুমি কি এই বন বাসিনী হৃদয়ে অনুরাগের পথ দর্শক হয়ে কৃতকার্য হলে ? কি দেব দুর্বিপাক ! আমি তা জানবুত

কখনও ইচ্ছার স্বাধীনতা করি নাই, শিক্কুলের
কলঙ্ক প্রত্যাহা করি নাই, তবে আমার বিদ্যা শিক্ষায়
স্বাধীনতা লাভের কি এই ফল দর্শিল? হা দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ। তুমি এখন কোথায়। ছুরাঙ্গী অনঙ্গের
ভয়ে অন্তর হ'তে কি অস্তহিত হলে? এক্ষণে তোমা
বাসীরা তার শাসন হতে পরিত্রাণের আর কোন
উপায় দেখি না, শীঘ্র পূর্বমত হৃদয়কে দৃঢ়তাব কর;
বাহুব। ছুরাঙ্গীর শাসনের নিমিত্ত অসি ধারণ কর;
নচেৎ কলমগদা রক্ষার আর কোন উপায় নাই।
অনঙ্গ ভেবে! অনুরাগের সময়সময় বিবেচনা করলে
না; পাত্রাপাত্র বিবেচনা করলে না; সেই ভিত্তে-
দিয়ে রাজকুমারের হৃদয়ের সমিহিত হ'তে তুমি সাহসী
না হলে, আমি জ্ঞানোক্তি আমাকেই কষ্ট দিলে,
এখন তোমাদের সকলেরই কি এই অভিপ্রায় হ'ল?
(উঠে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওই রাত্রি তো অধিক
হ'লো, কই রাজকুমার তো এখনও এলেন না, তবে
কি আমি চতুর্দিক অন্বেষণ করে তাঁর দর্শন লাভে
নানের আবেগ নিবারণ করব? না—তা হ'লে
এই সখির মনে অন্য ভাব হবার সুভাবনা, তাঁর নিকট
এই মাত্র অসুস্থতা প্রকাশ করেছি, আবার অল্প সম-
য়ের মধ্যে সুস্থ লাভ করেছি কি রূপে ব্যক্ত করব?
উঃ এখন যে রাজকুমারের অদর্শন বাণ আমার হৃদয়
বিদীর্ণ করচে।

ইন্দু। (স্বগত) রাজকুমারীর অসুস্থ হওনের অর্থ তো নিজেই

[১ম, মর্জনা :] ইবাবতী মর্জনা।

বাক্ত করবে (চিন্তা করিগা) আর কষ্ট দেয়া
 যাবে (ইচ্ছা করে প্রদান করিগে) (রাজহুতীর
 হস্ত ধারণ পূর্বক প্রার্থনা) বাক্ত-
 করবে (ইচ্ছা করে) যদি অনাকিত ভাবে, এখন এখন
 (ইচ্ছা করে) তা হইলে তো আপনার মর্জনা
 (ইচ্ছা করে) পারতেম না, আপনার এই নাম
 (ইচ্ছা করে) উপযুক্ত ঐশ্বরের প্রার্থনা হইবে
 (ইচ্ছা করে) আমার নিকটে গোপন করা কি আপ-
 নার ইচ্ছা নিন্দা হয়েছে ? আমি বাস্তব আপনাকে
 (ইচ্ছা করে) প্রকাশের উপযুক্ত পাত্রী আর এখানে ক-
 ঠা আছে ? নানাবিধ পুস্তক পাঠেও হইবে অবশ্য হই-
 ছেন যে মনোহুঃখ প্রিয়পাত্রীর নিবট বাক্ত করলেও
 ছাঙ্কের অনেক উপগম হয় ? তবে কি আপনি আমাকে
 প্রিয়পাত্রী বিবেচনা করেন না ?

প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ, শাসন বিরুদ্ধ এবং
 সমস্ত বিধি বিধির বিরুদ্ধে আমার চিত্ত সহসা অচল হও-
 য়াবে (ইচ্ছা করে) আর আপনার নিকটে আমার মনো-
 ভাব বাক্ত করতে সাহস করি নাই। (ইচ্ছা করে
 হস্ত ধারণ পূর্বক প্রার্থনা) প্রিয়পাত্রী ! আমাকে
 ক্ষমা করবেন, এ বাক্ত করবার আপন ছাঙ্কিত হয়ে
 আর যন্ত্রণা বৃদ্ধি করবার জন্যে (ইচ্ছা করে) রাজ-
 কুমারকে দর্শন যাত্রেই প্রার্থনা করে আমার পাতিয়া
 জঙ্কর উদয় হয়েছিল (ইচ্ছা করে) আমার তাঁর অপরিদীপ
 বলবীর্ষ্য অবলোকন করে, আমার মন ও নয়ন এক-

বাঁয়ে তাঁর অধীন হয়ে পড়েচে, অধিকন্তু তাঁর আদর্শনে
আমার আশ্রয় রেশ হচ্ছে :

ইরানী। প্রিয়নাথি! চন্দ্রোদয়ে যেমন জলনিধি প্রকৃত
হয়, তেমনি আপনার মনে সমাজ বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা
ভেঙে তার উদয় দেখে আমার মনে সেই রূপ আত্ম-
দিত হ'ল কিংবা আপনি যেকোন অমৃতপুত্র হয়েছেন
দেখতে, দেবপুত্র হওয়া উচিত হয় না। রাজকুমার
তো, আমাদের নিকটেই উপস্থিত আছেন, বিশেষতঃ
আপনি তাঁর প্রণয় রক্ষা করেছেন, যদি তাঁর নিকট
আমি সহকারে এ সম্বন্ধ ব্যক্ত করি যায় তা হলে
তিনি কোনমতে মিলেই করতে পারবেন না। আর এক্ষণে
রাজকুমার সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করছেন, আমি তাঁর অনু-
গমন করছিলামকি না তা তিনি অনুভব করতে পার-
বেন না তাঁর তার ভঙ্গি দেখে বোধ হ'ল বেন কোন
অপারিডাপ তাঁর চিত্তক্ষেত্র অধিকার করেছে, বোধ
হয় আপাততঃ আমার তাঁর ও অন্তঃকরণে অনুরাগ অনু-
রিত হয়ে থাকবে; ধৈর্য্য হন, অগ্রে বাক্য কৌশলে
তাঁর মনোভাব অবগত হই, তার পর আপনার মনে-
তিমান যাতে পূর্ণ হয় সে জন্য তাঁকে বিশেষ অনুরোধ
করব।

ইরানী। প্রিয়নাথি! মহলা আশার মনোভাব তাঁর নিকট
ব্যক্ত করতে সক্ষম বোধ হচ্ছে, কারণ তিনি আমা-
দের সত্যনিকই আমাদের আত্ম পরিচয় পয়েছেন,
তাতে যদি তাঁর প্রত্যয় না হয়ে থাকে? আমার এই

গর্হিত প্রস্তাবে যদি ইতর কন্যা বিবেচনা করে যুগা
কখন? তা হলে কি হবে।

ইন্দ্ৰ। রাজকুমারি! যখন লতা সকল, কোন একটী
বৃক্ষ বেষ্টিত করতে ধাপমান হয়, তখন দিনকরের
কিরণ হ'তে স্তম্ভীতল হবার জন্য বৃক্ষ সকল ও লতা
বেষ্টিত হ'তে অভিলাষী ভিন্ন কখন অর্নিচ্ছা প্রকাশ
করে না। সেই রূপ কোণ করি তুমিও আপনাকে মত
জন্মোত্তর হ'তে থাকুন অতএব আপনার এমপ্রণ হ'তে
মুক্ত করতে তুমি আশাই আপনাকে আগ্রহ দিয়ে
অশীল হবেন।

ইর। প্রিয়সখ! তবে রাজকুমার এখন কোথায় আছেন?
আমার মনে যে নানা অমঙ্গল চিত্রা উপস্থিত অচ্য,
আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দ হ'তে আরম্ভ হ'ল কেন?

ইন্দ্ৰ। রাজকুমারি! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি
এই অবিলম্বেই এখানে আনয়ন কর্তি, পাপপঙ্কজ
কলম সত্যনাথি নাই।

ইর। প্রিয়সখ! তবে আমি পুনরায় শয়ন করুগেম।
(শয়ন।)

ইন্দ্ৰ। (গাত্রোত্তর পূর্বক গমনে উদ্ভূত হইয়া স্বগত)
সৌবন কাল অতি বিহগ কাল, এ কালে সকলেরই
অন্তঃকরণ কারি জলহরঙ্গব নাথ বগন যে দিকে
ইচ্ছা ধাপমান হয়, অথবা ভাপমান হার গতি রোধ
করতে সক্ষম হই নাই। রাজকুমারী যে জনস্র বেদ-
নায় কাতর হয়েছেন, এতে তাঁর কিছু মাত্র অপরাধ

নাই, একে তো উৎকৃষ্ট পাত্রেই অনুগামিনী হ'র-
চেন, আমার কোন অনুসারে ইথরের নিয়ম কখনই
লঙ্ঘন হয় না—আমার ও অন্তঃকরণ সদাসর্বদা রাজ-
কুমার মণি হেমিংহের জন্য দগ্ধ হ'চো—তা কি কবি।
(রাজকুমারীকে লক্ষ্য করিয়া) ওর প্রতিজ্ঞা হেতু
কেবল এক দিন আমার যত্নশালিন প্রভু গোপে
উদ্ভিষ্ট হ'তে পারেনি; এক্ষণে আমার ও রাজ-
কুমারীর মায় হ'লে নিশ্চয় সম্ভাবনা, কারণ সংস-
গের দৃষ্টান্ত সকল স্বপূরই এখন গতি হ'রে থাকে।
এখন নাই। রাজকুমারীকে তো অগ্রে শাসন করি-
বার চেষ্টা করি তার পর আশাবাদ হ'তে পারা যাবে।
তাই হবে। দেখিগে রাজকুমার কি অবস্থায় কোথায়
আছেন।

(এক দিক দিয়া প্রস্থান।)

অপর দিক দিয়া যশোবন্ত সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

যশো। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! অল্পকালের মধ্যেই যে
আমর মন বিপরীত ভাব অবলম্বন ক'রে পরের
অধীন হ'য়ে পড়ল? সমুদ্র তীরটী এই সময় অতি
মনোহর এই বিবেচনা ক'রে রাজকুমারীর অদর্শনে
মনের চাপল্য নিবারণ করিবার আশায় ভ্রমনার্থ গমন
কর'লেম, কিন্তু সেখানে এরূপ ঘটনা সকল উপস্থিত
হ'তে আরম্ভ হ'ল, যে আমি নিশ্চিত কি জাগরিত
একাকী কি কুমারী লম্বিতব্যাহারে এ সকলের কিছুই
বিষ চিন্তে অনুধাবন করতে পারিলাম না; যে দিকে

জনীয় ভাষ্যেই হইবে কষ্টের দুহি ব্যতীত তো হ্রাস
হইতে না। তবে তো আর এর মিত্র অবস্থিতি কবলো
এ অপেক্ষা ২০ বিট শতমণ্ড নিগতি ন হ'তে হবে, কারণ
এ শিশুকে কামিনীর উপস্থান পাত্র আমি কোন ক্রমেই
নই, বরং জীবনোক হয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করার,
আমাকে রক্ষাধম অনুমান করেছেন, তবে আমার
একগে রাজকুমারীর ছন্দ প্রেমলাভের আশা পরি-
ত্যাগ করে এখন হ'তে গোপনে গোপনে পলায়ন
করছি প্রায়ঃ (নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া কুর্জিত
দৃষ্টিপাত করিয়া) ইশ্! কি হ'ত ক... যেহে,
অত্যন্ত মূর্খের নায়ক ব'ব, করা হয়েচে; তার তো চক্ষু-
স্পর্শের আশা করা হয়েছে—রাজকুমারী এমনি
নিদ্রা যাচোন আর এত দীর্ঘকাল শিরির মধ্যে অব-
স্থিতি কর'চি; এই বুঝি কুমারী আস'নে? এখনি ত
অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ হবে; (সমস্যাতে য'ই ত অগ্র-
সর হইয়া) এই প্রস্থানেই একেবারে এখন হ'তে
প্রস্থান করা উচিত। হা ভগবান! সেই শিশুটো যিমা-
তার জন্য আরও কত কষ্ট সহ্য করতে হবে।

(প্রস্থান)

ইরা। (পুনরায় রাজকুমার যশোবন্ত সিংহ ক নিদ্রাবস্থায়
সঙ্গে দেখিয়া চকিত ভাবে গাত্রোথান পূর্বক উচ্চৈঃ-
স্বরে) রাজকুমার! রাজকুমার! এ অদিনায়ে
তুমি যজ্ঞশায় নিমগ্ন ক'রে পলায়ন করবেন, না কর-
বেন না (পুনরায় শয়ন)

সসবাক্তে কুমারী ইন্দুবাতির প্রবেশ :

ইন্দু । (পর্য্যবেক্ষণের উপদেশন ও রাজকুমারীর গায়ে হস্ত
মার্জন করিতে করিতে) একি ! একি ! কি সর্ব্বনাশ !
রাজকুমারী ! আপনি এ অকস্মাৎ এরূপ হওনের কারণ
কি ?

একজন সৈন্যের প্রবেশ :

ইরা । (কুমারীর গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে মস্তক
ব্যথিয়া লজ্জা ও ভয়ের সহিত) হা ! প্রিয়সখি !
স্বপ্ন—

ইন্দু । (সৈন্যের প্রতি) সৈন্য, ব্যজন লইয়া শীঘ্র বাতাস
আরম্ভ কর ।

সৈন্য । (সে আজ্ঞা) (ব্যজনগ্রহণ করিয়া বাতাস আরম্ভ) ।

ইন্দু । (ইরাদতীর প্রতি) ছি ! ছি ! ত্বকি রাজকুমারী স্বপ্নও
কি কখন সত্য হয় ? তা হ'লে মনুষ্যের অদৃষ্ট জানবার
আর ভাবনা থাকতনা, এই সে আম প্রায় প্রত্যাহই
তোমার ভ্রাতা রাজকুমার মহাপংশিংহকে স্বপ্নে দেখি,
তাকি সত্য হয় ?

ইরা । প্রিয়সখি ! সে স্বপ্ন আবার মনে হ'লে, আমার হৃদয়
বিদোৰ্ণ হয় ! (শিহরিয়া উঠিয়া রোদন)

ইন্দু । রাজকুমারি ! আপনি এতদূর বিবেচনাশূন্য হলে, এই
কষ্ট হ'তে কখনই প্রতি লাভ করতে পারবেন না ।
এমন কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছেন যে আপনার এরূপ
দুঃসহ কষ্ট হচ্ছে ?

ইরা । প্রিয়সখি ! আমার নিকট হ'তে আপনার গমনের
কিন্তু নতুন আবির্ভাব হ'ল—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন
করলেম যেন রাজকুমার আমার নগর পৌড়ার বাগিন
হয়ে, আমার নিকট আগমন করেছিলেন । -

ইন্দু । ইরা—তার পর কি হ'ল ?

ইরা । প্রিয়সখি ! তার পর তিনি যেন আমার প্রেমভাষায়
তার পক্ষে ছাশাশা মনে মনে স্থির করলেন ।

ইন্দু । রাজকুমারি ! কেন এত অধৈর্য হ'লেন ?
তাঁই কি বলুন ? এখনি তার প্রতিশ্রুতির ভেটো
করচি ।

ইরা । প্রিয়সখি ! তার পর রাজকুমার আমার আশ্রয় প্রক-
টারে নিরাশ হয়ে, তার আমাকে পুনরাধি দর্শন করলেন
না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করলেন, আর অনর্নি অর্নি
নিদ্রাবস্থায় রাজকুমারের গমনে বাধা দিবার জন্য
গুরুপ চীৎকার করে উঠলেন । (সরোদনে) আপন
যে তাঁকে আনয়ন করতে গিয়েছিলেন, তিনি কি
এনেছেন ?

ইন্দু । (সৈন্যের প্রতি) সৈন্য ! তুমি বাতাল দেওনে নিরস্ত
হয়ে, অবিদ্যায় শিবিরের পশ্চিমাংশে রাজকুমারকে
অন্বেষণ করে এস ।

সৈন্য । যে অজ্ঞেয় কুমারি ! (বাজেন রাখিয়া বাঁহিতে বাইতে
স্বপ্ন) কি বিপদ—প্রায় সামান্য দিগবাতের
মধ্যে তোমার আশ্রয় একদণ্ডের নিমিত্তেই বিস্তার
করি নাই, এখন কোথায় সে সকল আশ্রয় হ'তে

উদ্ধার হওয়া গিয়েছে, সময় সময় এক সময়-এ নিয়মান
করা, তা না হয়ে পূর্বের চেয়েও নিয়মিত;
তুমি যদি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখা নাই কর, তাহলে
তবে কি জনো একপ প্রতিজ্ঞা করেছিলে? তাহলে
প্রতিজ্ঞার ফল প্রকাশ হইল—এই প্রাণিক জগতের
জন কে থাকার কে—জিহাই বলেন আমি তোমার
পরামর্শের জানেন—তার উপর—তুমি গুরুত্ব করে একপ
কষ্ট পাওয়া কেন? আর তুমি—তুমি কষ্ট পেছা
কেন? আর দেশের লোকের—তুমি—তুমি—তুমি—
হয়—কেন? এখন যেখানে দেখাচি বিনীতের রাজকু-
মার না পাওয়া যায়—এই রাজকুমারীর জাতি
—তাহাই। আমায় পরামর্শ, এই রাজকুমারীকে—তাই
নয় করতে হবে, তাই—কর জনো মনে বনে ভ্রমণ
করিগে।

(প্রত্যাহার।)

ইরাকী (কাঁদার স্বরে) প্রিয়মণি! আপনি রাজকুমারকে
আমার নিকট আগমনের নিমিত্ত আহ্বান করিতে
গমন করলেন তার পর আপনি একাকিনী প্রত্যা-
গমন করলেন যে? রাজকুমার এলেন না? তিনি কি
বলেন?

ইন্দু। রাজকুমারি! সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ অন্বেষণের পর,
তঁার দর্শন না পাওয়াতে বিবেচনা করণম্বে যে
রাজকুমার শিবিরের পশ্চিমাংশবর্তী স্থানটির
রক্ষণীরা প্রকৃত সেই স্থানেই ভ্রমণ করতেন

তজ্ঞনা আতি যেমন শিশির সমিহিত স্বামি দিলে সেই
দিকেই গমন ব্যক্ত ছিলেম আর অমনি আপনার
চীৎকার শ্রুতি প্রাপ্ত করে আর গমন সমর্থ না হয়ে
শিরে মধ্যে এসে আপনার এই অবস্থা অবলোকন
করয়েম। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, সৈ-
ন্যকে পুনরায় প্রেরণ করেছি, অতি শীঘ্র তাঁর সাহায্য
প্রাপ্ত হওয়া যাবে।

(সৈন্যের পুংঃ প্রবেশ।)

সৈন্য। রাজকুমারি! আমি তো ইতরাতঃ রাজকুমারকে
অবেশন করলেম, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁর অস্তিত্ব
কর্তে পারলেম না, অবশেষে রাজকুমারকে পুনরায়
বলে অতি উদ্যমে চীৎকার করলেম তখনই
কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হলেম না।

ইয়া। (বলপূর্বক গাত্ৰোত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়া প্রিয়-
সখি! আমার অন্তরে কি অমূলক স্বপ্ন সত্য হ'ল।
আমার কি দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দ হওয়ার এই জীবননাশক
ফল প্রাপ্ত হলেম? আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি
স্বয়ং একবার তাঁকে অবেশন করে আনি, নচেৎ আমার
প্রাণরক্ষা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। (ইন্দুমতীর তেড়ে
শয়ন ও রোদন।)

ইন্দু। রাজকুমারি! আপনার এরূপ যত্ননা, আর আমি
দেখতে পারি না, আপনি নিতান্ত লঘুতা প্রকাশ করে
আমাকে দুঃখিত করবেন না। এক্ষণে আপনি একটু
কাত্ত হউন, আপনার এ ক্লেশ নিবারণ পক্ষে আমার

কোন ভাট্ট হবে না। (স্বগত) এখন এ বিষয়ে কি করা যায়? রাজকুমারী যে প্রকার অশীরা হয়েছেন, তাই তাই পথান্ত কিছুর্তই তো রাজকুমারের অশেষ-
 তে একে নিরস্ত রাখা যাবে না, আমাকেও পরি-
 ত্যাগ করে তাঁর পশ্চ দাননে উদ্যোগিনী দেখছি। এদিকে
 রাজকুমারের অহেমন করতে রাজ্য প্রভাত
 পথান্ত অপেক্ষা করাও বিবেচ্য নয়। (প্রকাশ্যে)
 রাজকুমার। রাজকুমারের নিকট-স্ত্রী কোন স্থানে
 অবস্থিত করিবার নিত্য সম্ভাবনা আর যদি আপ-
 নার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্য হয়েই থাকে, তা হলে তিনি
 কখনই পুনরায় অরণ্য মগ্নো প্রদেশ পরিত্যক্ত না এবং
 তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর সেই সাপীরদী
 বিষাক্তার মন্দ অভিসন্ধির কারণেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ
 করে অজ্ঞাত বানে এসেছেন, এতে যে তিনি গৃহে
 প্রত্যক্ষ দেখেন তাও তাই বোধ হয় না; নিশ্চ-
 য়ই প্রেমের মর্মস্বরূপে গমন করবেন। অত-
 রা এ দেশ হতে বাহির হবার নিমিত্ত গাছের দেশের
 পথান্ত করাও উপায় নাই—চলুন এম্মণে আমা-
 দেয় দেশান্তরিত হবার প্রয়াসে অহেমন করি।
 তাঁর দর্শন লাভের মঙ্গল বস্তাদান, নতুবা দাঁটি
 পৌঁছিয়া আপনার ভাষ্কর সন্তিত পরামর্শ করিয়া
 সেই রাজকুমার দেশান্তরিত হতে পুনঃ প্রাণ
 হয়ে আপনার মনোরথ সকল হই, তদ্বিবরে সাধামত
 চেষ্টা করব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। (রাজকুমারীকে

সৈন্যদল। সেখানে যুদ্ধ।

(প্রস্থান)

ইন্দু। (রাজকুমারীর হস্ত ধরিয়া) রাজকুমারী!
দেখ, তুমি এখন কখন।

ইন্দু। = = = = =
রাজধানীতে একবার
আসিয়া পালো হয়।

(মুগ্ধ প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—মহাভারত—

গজাবনগর, অষ্টম দীর মন্দির দ্বার—
দেখা দিয়া

কতিপয় প্রতীক দৃশ্য।

১ম প্র। (মোহন মন্দির পদ দ্বারা) কখনো
ব্যক্তি হইয়া কখনো প্রতীক প্রতীক।
যে ডার পাইব নন্দ।

২য় প্র। হাঁ তাইত।
রাজকুমারী ইরাবতা = কুমারী
দেখিয়া, এই যে ভক্তি হইল।
দিক্কেই আস্চে।

১ম প্র। বিপক্ষ না কি ?

২য় প্র। সেরকম তো বিবেচনা হয়না—অতিশয় দুঃখিত দেখছি।

রাজকুমারী ইন্দুপ্রী ও কুমারী চন্দ্রমতীর সেটকারোহণ প্রবেশ :
(রাজকুমারীকে বসন্ত তিলা প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া
১ম ও ২য় প্রহরীর উত্তরের অংশের রজ্জুধারণ)

১ম প্র। রাজকুমারীদের প্রতি) তোমরা খ্রীলোক দেখছি,
হঠাৎ অস্বাভাবিক কোথা হ'তে এখানে এসে উপস্থিত
হলে ? আর কিজনাই বা আমাদের কিনা সম্মতিতে
বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হ'চ্চো ?

ইন্দু। তোমরা বাধা কে ?

২য় প্র। আমরা দ্বাররক্ষক।

ইন্দু। তবে তোমরা কি নূন রক্ষক নিযুক্ত হয়েছ। যে
আমাদের চিন্তে পাক না।

২য় প্র। কেন ? আমি এই কার্যে প্রায় বার বৎসর নিযুক্ত
হাছি।

১ম প্র। আমারও প্রায় দশ বৎসর অধীত হয়।

ইরা। (জনান্তিকে ইন্দুমতীর প্রতি কাতর স্বরে) গিন্ন-
সখি ! আমাদের আপন বাটীতে আমরা প্রবেশ করুন
তাতে কিজন্য এরা বাধা দিচ্চো ?

ইন্দু। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) রাজকুমারি ! এ প্রহরীদের
আকার প্রকার ও পরিচ্ছদ দেখে সোধ হ'চে এরা দেশীয়
প্রহরী নয়। (প্রহরীদের প্রতি) প্রহরি ! তোমরা
কার দ্বারা এ বাটীর দ্বার রক্ষক কার্যে নিযুক্ত হয়েছ ?

২য় প্র। অসহায় দলকে দৌলতাবাদের দ্বারা এই কার্যে
নিযুক্ত হইবে।

উদ্ভূত : ... (অবস্থা) হইয়া) সে কি ! মহারাজ দৌল-
নার কে ?

১ম প্র। আমার নিকট শোন। তিনি কান্দেশের অস্ত-
গতি দেশগড় নগরের অধিতীয় মহারাজ, অন্য পক্ষ
সিবেশ গতি হ'ল, রাজকুমার মহীপৎ সিংহের এই বানী
'ও সমুদয় রাজ্য প্রভৃতি অধিকার ক'রে (ভয়পতাকা
দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই জয় পতাকা প্রতি-
ষ্ঠিত করেচেন।

ইন্দু । (চকিত ভাবে) কি ! রাজকুমার মহীপৎ সিংহ
তবে কোথায় ? (ইরানতীর প্রতি দৃষ্টি পূর্বক তাঁহার
উর্ধ্ব নয়ন দেখিয়া) সমস্তই চন্দ্রের হস্তে অর্পিত
করিয়া । (কি ?) হুঁ ! রাজকুমার ! (ইন্দু) কেন
কেন ? উর্ধ্ব নয়ন দেখিও । (ইন্দু) হুঁ ! (ইন্দু)
পূর্ব লক্ষণ হ'ল ! (রাজকুমার) (ইন্দু) (ইন্দু)
ঘোটক হইতে নামাইবে নামাইতে । (রাজকুমার)
আপনি শীঘ্র অশ্ব হতে অবতরণ করুন ।

ইরা । (অবশ ভাবে কুমারী ইন্দুমতীর স্বাক্ষর করিয়া অব-
 তরণ করিতে করিতে অশ্রুতে ভাসিয়া পড়িল) হা ! প্রিয়সখি !
 সময় মন্দ হলে কি এতদূর গরীব হইয়া । হা ! পর-অশ্রয় ।
 আপনি কি আমাদের প্রতি এতদূর বিদ্বেষ । (কুমারীর
 সাহায্যে ভূমে শয়ন ও মুচ্ছা ।)

ইন্দ্র : কাতর স্বরে প্রহরাবয়ের প্রতি : ও বাবু ! তোমরা

খোটক দুটিকে দূরে কোন স্থানে বন্ধন করবে, শীঘ্র একটু জল আর এক খানি পাখা যদি দাও তা হলে বন্দী পূর্ণ হই।

হয় প্র। তবে অগ্রে আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

ইন্দু। (ইরারতীর ও নিজের অস্ত্র প্রহরীর হস্তে প্রদান পূর্বক স্বগত) হা! কি কঠিন হৃদয়! (প্রকাশে) বাপু! অগ্রে শীঘ্র একটুক জল আন, স্ত্রী হত্যা হয়।

(খোটক লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।)

ইন্দু। (রাজকুমারীর গাত্রে বস্ত্রের দ্বারা বাঁধা করিতে করিতে) রাজকুমারি! রাজকুমারি! এ কি হ'ল রাজকুমারী যে একবারে অজ্ঞান হয়েছেন। (সরো-
মেনে) কি হবে? রাজকুমারি! রাজকুমারি।

খোটক রাখিয়া জল ও পাখা লইয়া প্রহরীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।

২য় প্র। (জল ও পাখা কুমারীকে প্রদান পূর্বক) ভয় নাই মুছিয়া হয়েছে, একটু জল মুখে দিন, বাঁধা করুন।

ইন্দু। (ব্যজন ও মুখে জল প্রদান করিতে করিতে) রাজ-
কুমারি! রাজকুমারি!

ইরা। (চেতনলাভ করিয়া) হা বিধাতঃ! এককালে কি
আমাদের প্রতি সকল বাদ সাধিলে?

ইন্দু। আঃ বাঁচলেগ, আমার দেহে সীবন এলো; রাজকুমারি!
এক্ষণে আপনি একটু নীরব থান, আপনার অত্যন্ত
ক্লেশ হতেছে। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরি। তোমাদের
এক্ষণে মানসিকি?

—ইহা। (কুমার। তখন মতি গোয়ার পরামর্শ গ্রহণ করতেন
তাহলে একটা পরের নেয়ের জন্য আমাদের এতদূর
বিশেষণ গ্রহণ হ'তে হ'ত। এখনও বলি আপনি সন্ধি
গ্রহণ করুন, ইন্দুযতীর পাশা পরিত্যাগ করুন।

(এক দিকদিয়া রাজকুমারী ইরাবতী, কুমারী ইন্দুযতি, ও দ্বিতীয়
প্রহরী, ও অপর দিকদিয়া প্রথম প্রহরীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় পর্ভক।

সাক্ষীর মগর—করাগার।

বন্দী কুমারের ঘর। (ইন্দুযতি ও বন্দী আসীন।

—বন্দী। কুমার! তখন মতি গোয়ার পরামর্শ গ্রহণ করতেন
তাহলে একটা পরের নেয়ের জন্য আমাদের এতদূর
বিশেষণ গ্রহণ হ'তে হ'ত। এখনও বলি আপনি সন্ধি
গ্রহণ করুন, ইন্দুযতীর পাশা পরিত্যাগ করুন।

[১ম, গভীর ।] ইরানী সার্জিক ।

১ম প্র । রাজকুমার মহীপৎ সিংহ মন্ত্রী সহ কারাগারে বন্দী
আছেন, আপনারা দেখচি তাঁর কোন পুরস্কৃতী হবেন।
আপনাদের শু কারাগারে গিয়ে বন্দী হ'তে হবে ।

২ম প্র । (স্বগত) হাঁ, মহারাজ দৌলতশায়ের ঐরূপ অসু-
মতি আছে বটে ।

ইন্দু । হা পরমেশ্বর ! কুমার মহীপৎসিংহ কারাগারে
বন্দী একথাও শুন্তে হ'ল ! (চিন্তা করিয়া রাজকু-
মারীর প্রতি) রাজকুমারি ! প্রহরীরা যা বল্যে তাতে
একনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আর কোন উপায়
দেখচি না, কি নলেন ?

ইরা । প্রিয়সখি ! আমাদের একনে সম্পূর্ণ অহবৈশুণ্য,
অগত্যা কি করা———

ইন্দু । (দীর্ঘনিশ্বাস পাশিত্যাগ পূর্বক প্রহরীরের প্রতি)
প্রহরী ! আমরা একনে কাজে কাজেই তোমাদের
সহায়তা করছি, চল ।

২য় প্র । বেশ চলুন । (অপর প্রহরীরপ্রতি) আগি এঁদের
সহায়তাবাহারে কারাগারে চলোম, তুমি এই সমুদয়
বৃত্তান্ত মহারাজের নিকট সংবাদ করগে ।

১ম প্র । বেশ ।

২য় প্র । (রাজকুমারীদিগের প্রতি) তবে আপনারা
গীত্রোথান করুন—চলুন !

ইন্দু । (রাজকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্বক) রাজকুমারি ।
তবেটুন ।

মহি। মাশয়! পুনরায় আপনি সেইকপ এস্তান
কচ্ছেন? এ আপন এ মাতিবচনম, দেখি আপনি
নিশ্চয় জানবেন মহি! আমিই অতদূর নাচু নর যে
কথা হইতে বলে আপনকে এইকপ পঠাননি মনান
কবে। আধীন অবস্থায় কখন ইচ্ছা করে থাকে কতি নাই
কখন কুমারীর জন্যে এতো আশার সামান্য কষ্ট, যদি
আমার অর্ধ অঙ্গ পর্যন্ত কেহ এ কষ্টে নিমগ্ন করে,
আমি এ বহন বুদ্ধিক বাচ্য। অঙ্গ শরীরে নাশনক
রায়, মধ্যাহ্ন সময় শিকরেব নিশে মকভুজি মধ্যে উ
ত্তপ্ত বালুকার উপর হস্ত পাবন্ধন করে পতিত করে
রাখে, ইদুম নীর আশায় তাওমহকবতে পারি তখাত
তীর প্রোমানাদ্য হৃদয় হতে বাহির করে অপেরোভা
গেও স্বামী হ'লে ইচ্ছা করি না।

মহী। (রাজকুমারের হস্ত ধারণ পূর্বক) কুমার! আপনি
রাজকুমার হ'লে মন্যে, আমায় কহিলে কষ্ট কষ্টে সেই
জানকি কেহ এ কথা আমায় উপর আমি প্রাণ প্রকাশ
করি, আমায় এ কথা কহে এতদূর মন (নেপথ্য
পদ শব্দ শুনিয়া) বাবু দাঁড়াইয়া।

দ্বিতীয় প্রহরা মহারাজকুমারী ইন্দু। (কুমারী প্রবেশ।)
ইন্দু। (মহীপুত্রের হস্ত ধরিতে) অবস্থায় কখনই। রাজকু-
মার! এ কথা মন্যে নাই করিব। ক আপনাকে এইকপ
তুর্দশাপন্ন দেখে মন্যে নাই। বাবু! এই অবস্থা
আর আমার সহ্য হইতে পারে না। (কষ্টে কষ্টপাত করিয়া)
হা বিধাত! অবশেষে আমার কপালে কি এই ঘটল?

হৃদয় বিচীর্ণ হও ! নয়ন দৃষ্টিশূন্য হও ! পৃথিবী
 দিবা হও ! রাজকুমারের এ কষ্ট আর তুমি
 দৃষ্টিগোচরে করতে পারি না, হায় ! হায় ! কেন
 আমি সেই অগ্নিহোতাদের বন হ'তে বেঁচে
 এলাম, আর এসেই বা কেমন করে অন্যায়সে
 আপনার জীবন দর্শন কষ্ট সহ্য কলাম ? রাজকু-
 মার ! আপনি স্বাধীনতা হারিয়েছেন, বিহাসন
 পরিভ্রষ্ট হয়েছেন, আমার দেখে জীবন থাকতে
 এ সকল আমাকেও শুনে সহ্য করতে হ'ল ? হা
 সর্গশূভদাতা পরমেশ্বর ! আমরা কি আপনার নিকট
 এতদূর দণ্ডাই হয়েছি, যে আপনার পক্ষে সকলই
 অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত হচ্ছে ? (রাজকুমারের
 মুখাবলোকন পূর্বক) হায় ! হায় ! রাজকুমার
 যে নির্ভর কে ? আর কি নিমিত্তই বা, দীর্ঘদ-
 য় হবে, আপনাকে বন্দী করলে ?

মহা ! (দুঃখিত ভাবে) কুমারি ! একটি জীবনের প্রতি
 দুটি ব্যক্তির লক্ষ্য হলেই তো একব্যক্তির পক্ষে প্রাণ
 এইরূপ ঘটনাই হয়ে থাকে :

ইরা ! চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাতরসরে ; ভ্রাতৃ ! আমবা অনুপ-
 স্থিত ছিলাম, অতএব বিশেষ আনুপূর্বিক না বলে ও-
 রূপ প্রত্যুত্তরে আমরা তো কিছুই বুঝতে পাল্যে না ;
 যদি আপনার কষ্ট না হয় তা হলে সকল বৃত্তান্ত আনু-
 পূর্বিক আমাদেরকে জ্ঞাত করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

হী। ভগ্নী! আপনাদের বিশেষ গম্যমের অল্প নিমস পাই
 কুরানীর সমস্ত অংশে একত্ররূপে একরূপ অনির্ব-
 চনীয় কায়দে লিখা হয়েছে, এক দিবস দিবাসকালে
 সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ার সময় ইহা পড়া ভ্রমণ করিলে,
 সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ার পৌরোহিত্যের একজন দূত
 কাম্বাং উপস্থিত হইবে এবং কাম্বাং, কুমারী ইন্দুমতী
 প্রভৃতি অতএব কাম্বাংয়ের সমামুখ্যের তাঁক
 পৌরোহিত্যকে প্রদান করি, আপন করুন, নচেৎ
 পৌরোহিত্য মণোনা যুদ্ধার্থ আগত প্রাণ। দূতের
 প্রাণিক এই প্রস্তাব শুধু মাজেই আমায় প্রকাশনা
 প্রজ্বলিত হয়ে উঠিল, তখন সেই দুই দিন অবস্থান
 করে সেই দূতের দ্বারা পড়াতির প্রেরণ করিলে,
 কিন্তু দুই পৌরোহিত্য যদি অনশ্রিতভাবে পড়িত
 পড়িলে না কর্তৃত্ব তা হলে আমাকে একদা চন্দ্রশাস্ত্র
 করে সমস্তের ভাষা লিখিত দিবস করে মর্যাদা স্বীয়
 করে কর্তৃত্ব করুনই কর্তব্য হ'তে

ইন্দু। (স্বয়ং) ... হউন, আপনকার
 চূড়ামণি বাক্য ... আমাকে কলঙ্কিত করেন
 না। কি—একদা ... দে ... আমার
 হৃদয় ক্ষেত্রে অনুভব ... হৃদয় ... সেই
 পর্যন্ত আমার প্রাণ ... হৃদয় ... মহাপং
 সিংহের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি, হুই কি এখন আ-
 মার কলমুখী সেই অনুরাগ লভ্যে ... হ'তে

উৎপত্তি করে আমাকে নারীকুলের কলঙ্কিনী করে
অনিলাস করেছে ? কি ! এদোহে জীবন পাত্রে
মদ্যম, রাজকুমার মহীপৎসিংহকে বন্দী করেছে :
(উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত পূর্বক) হে সর্বাদেশ ! হে ঈশ্বর !
আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করে বল্চি যখন আমার
নোহ শোণিত বাহির হচ্ছে, হস্ত পদ সঞ্চালন করতে
ক্ষমতা হচ্চি, স্ত্রী হয়ে অস্ত্র ধারণ করে ভীষণ শত্রু হস্ত
হ'তে অগন্তুক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা দ্বারা ক্ষত্রিয়
কুমারীর পরিচয় দিয়ে এসেচি । তখন, (হস্ত দেখাইয়া)
এই হস্ত ছুরায়া দৌলৎরায়ের জীবন সংহারের চেষ্টা
করতে কখনই ফালা হবে না । রাজকুমার ! এ অশ্রু-বীর
আশা হ'তে কোন ক্রমেই আপনি প্রতিনিবৃত্ত হও-
না, আপনি নিশ্চয় জানবেন যদ্যপে আপনার
প্রেমাকাঙ্ক্ষা হ'তে আমার নিরাশাস হ'তে হবে ত-
দ্যপে এ পাপ জীবন বথায় তথায় আপনার স্মিচরণ
উদ্দেশে উৎসর্গ করব এই আমার দ্বির প্রতিজ্ঞা ।

একজন দূতের প্রবেশ ।

দূত । (ইরারতী ও ইন্দুমতীর প্রতি) কার নাম কুমারী
ইন্দুমতী ?

ইন্দু । (দূতের প্রতি) আমার নাম ইন্দুমতী । তোমার
জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় কি ?

দূত । মহারাজ দৌলৎরায়ের অনুমতি ; আপনি তাঁর স্বদে-
শীয় প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহারাজ দ্রোণকরারের হুঁহতা
আপনি কারাবদ্ধ হয়ে বন্দী দিগের সহিত কারাগারে

এবং মহারাজ
সেই মহারাজকে
স্বয়ং নিজে রাবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ

নয়। (সমুপকর্ষক সরোদনে) শোন দূত! তোমার মহা-
রাজ আমার নিকট যতই কেন চাতুরী ওয় যা প্রদর্শন
করেন না, এবং যতই কেন বল-বিক্রম প্রকাশ
করেন না, কখনই রাজ কুমার মহীপৎসিংহের প্রেমা-
বশত হ'লে আমার বিরুদ্ধ করেছে সক্ষম হবেন না।

(মহীপৎসিংহকে দেখাইয়া) এই রাজকুমার আমার
জীবন ধারণের এক মাত্র সাধন। ইনি ব্যতীত পৃথিবী
মাথো এ যাত্রার আমার দেহে জীবন থাকবার অন্য উপায়
রহিত। আর দেখ! (রাজকুমারী হুঁরাবতীকে দেখাইয়া)
এই রাজকুমারী যদি মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত না হ'ত-
তেন তা হলেও এতক্ষণ থাকার হাতে দেশগড় নগর
অবধি বিস্তৃত প্রদেশে তোমাদিগের ন্যায় দুর্ক অভিযুক্ত
সম্পন্ন ব্যক্তিদের শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হ'ত।

দূত। ওমুন কুমার! এ সকল আমার অনধিকার চর্চা, এ
সবল আমার প্রত্যুত্তর দিতে আমি সক্ষম নহি, কিন্তু
মহারাজ সৌত্রারের প্রতি এ প্রশ্ন হলে, তিনি অস্ব-
শ্যই প্রত্যুত্তর প্রদানে সক্ষম হতেন, তার কোন সন্দেহ
নাই। এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন
বিলম্ব হতে।

ইন্দু! (রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রতি) আমি আর

আমাদের দুঃখের দেখতে পারিমে । পরমে
নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
(দূতের প্রতি) দূত ! তবে চল ।

দূত । আহুন, অগম্যামিনী ইউন ।

(দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীর প্রস্থান ।)

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ।

ভূমির গভাক ।

গভাকির নগর—রাজপুত্র ।

সহর চিত্তে রাজা দৌলহারায়ের ইত্তহতঃ প্রাণ ।

দৌল । (স্বগত) অনেক ক্লেশের পর অদ্য নিবিঘ্নে মনের
আশা পূর্ণ হইবে, আজ ইন্দুমতী দর্শন করে মন তৃপ্ত
হয়ে এক মনস্তপ্তিতে স্নান করবে ; কিন্তু তাঁর
দর্শন না করিতেই আমার মনোরথ প্রতি বেরূপ অনুরক্ত
হয়েছে, এক্ষণে এখানে উপস্থিত নাহেই আমার সহিত
প্রেমালপ হাত বিলাস হলে তো আমার সান্ত্বনয় কর
হবে । (চিন্তা করিয়া) কেন বা তা শীঘ্র নাই হবে ?

একগে তো আমার অধীন হয়েছেন। এখন এনেই বুঝতে পারি। (পুনরায় চিন্তা করিয়া) কখনকখন তো তাঁকে আনতে দূতকে প্রেরণ করেছি। কেনও আসছেন না কেন? আমি একটা অগ্রগামী হয়ে দেখি। (গমনে উদ্যত হইয়া দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীকে দূরে আসিতে দেখিয়া) না এই যে কুমারী দূত সমভিব্যাহারে আসছেন (বাহ্যদে) আহা কুমারীর কি অনৌকিক রূপমাধুর্য!—প্রিয়বস্ত্রকে এখন ডাকান হলে না, ওঁর কিরূপ মনোভাব অণে আমি অবগত হই।

দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীর প্রবেশ।

দৌল : (দমস্তমে কুমারীর প্রতি) আহ্নন! আসতে আসো হক! আপনাকে দশন করে আমি সান্তিশ্য প্রতি লাভ করবোম। সহসা বলতে সাহস হয় না, যদি এই পর্য্যবেক্ষণ এক পাশ্বে উপবেশন করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে আমি না হয় এই খানেই দণ্ডায়মান থাকি।

ইন্দু : মহারাজ! আপনি আমার জন্মভূমির রাজা, আমার পক্ষে আপনি দেব তুল্য অতএব আমাকে স্পর্শ করলে আপনার দেহ অপবিত্র হবার সম্ভাবনা; অদ্য আমার নিতান্ত সৌভাগ্য ও স্ত্রপ্রভাত বলতে হবে, গেহেতু আপনি আমাকে এইরূপ সম্মান ও সম্মানন করলেন। আপনি উপবেশন করুন, তাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই।

দৌল । (দূতের দ্বারা জিজ্ঞাসা দংশন করিয়া) কুমারি !
আপনি কি আমাকে নিগ্রহ করছেন ? নচেৎ এরূপ
বালবার কোন কারণ নাই, আপনি অনায়াসে উপবেশন
করিতে পারেন । বরং আমি আপনার সমিতি
একত্রে উপবেশনে সাহসীক না হইয়া একত্রে
প্রার্থনা করি ?

ইন্দু । মহারাজ ! আপনি অগ্রে উপবেশন করুন ,
আমাকে যেখানে আপনি অন্তর্গ্রহ করিবেন ,
সহিত উপবেশন করিতে আদেশ করুন ।
পশ্চাৎ উপবেশন করিব ।

দৌল । (দূতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) দূত ।

দূত । মহারাজ !

দৌল । এক্ষণে ভোমান স্বীয় কার্যে বেতে পারি ।

দূত । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

(দূতের প্রস্থান)

দৌল । (ইন্দুগতির প্রতি) কুমারি ! আপনার আদেশ-
নুসারে আমি অগ্রে উপবেশন করিতে বাধ্য হলেম,
অপরাধ গ্রহণ করবেন না । (পর্য্যক্ষোপরি উপবেশন
করিয়া) এক্ষণে আপনি উপবিষ্ট হউন ।

ইন্দু । (বিরক্তভাবে) মহারাজ ! কেন আর আমাকে
নিগ্রহ করেন ? (দৌলতরায়ের নিকটে উপবেশন)

দৌল । কুমারি ! আপনার নাম শ্রবণ মাത്രেই তো আমার
অন্তঃকরণ আপনার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল,আবার আপ-
নার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করে ও মধুর আলাপ

প্রবণে আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি আরও অনুরক্ত
হ'ল । এক্ষণে সকলই আপনার অনুরোধে নাশ হ'ল ।

ইন্দু । মহারাজ ! আমারও আন্তরিক আশা একদিনে পূর্ণ
হ'ল ; আমিও এ রাজ সংসারে এক প্রকার বন্দী
আছি বলেই হয়, যদিও ইচ্ছামত আহার বিহার
করতে কোন বাধা নাই, তথাপি আমার লক্ষ্য করে
যখন লোকে পরস্পর কানাকানি করে যে এই
প্রীত্যেকটাকে মহারাজ মেঘরাজসিংহ কাশ্মীর জয়
করে ধৃত করে এনেছেন, তখন আমি মনে মনে
চিন্তা করি যে আমার জন্মস্থান কি একজনও
এমন স্বাধীন রাজা জন্মগ্রহণ করেন নি যে আ-
মাকে এই বাক্য বহুলা সমত উদ্ধার করেন ?—মহা-
রাজ ! সেই অন্তিম ফল ১৩ দিনে প্রাপ্ত হলেম ।

তোম । বহু দেশগড় নগরের মত মহারাজ জ্যেষ্ঠক রায় !
কুমারি ! আপনি সেই নহংবংশোদ্ভবা, একপা না
হবেন কেন ? অগ্নি কখন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকেনা ।
(কিষ্কিৎ চিন্তা করিয়া) কুমারি ! এক্ষণে আপ-
নার মনস্ত প্রেমালাপ করতে আমার অন্তঃকরণ
স্বাভাবিক ব্যস্ত হয়েছে, যদি আপনার কোন ব্যাধি
না থাকে, তা হলে এ অধীনাক কৃপা বিতরণ করে
চিরবাধিত করুন ।

ইন্দু । মহারাজ ! অস্বিত চাতকিনী কখন বারিবরিবণে
অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, তবে আমি স্ত্রীলোক, আমা-
দের ইচ্ছা ছন্দ বিদীর্ণ হয়, তথাপি মনের আবেগ

প্রকাশ করতে দক্ষতা এসে প্রতিবাদী হয়। তামাদও পরম সৌভাগ্য—মেঘের প্রার্থনা করিতে করিতে একেবারে বারি বর্ষণ হতে আরম্ভ হল। তাই নর রাজ! আপনাকে অধিব আর কি বলবে, তাই অস্ত্রকরণে আপনার প্রতি—

দৌল (স্বপ্ন মূর্ত্তিত করিয়া) প্রেমসি! আজ হাতে এত আপনাকে চিন্তিত হলেম, আমার সহ্যের প্রার্থনা এমন কি জীবন পর্যন্তও আপনার প্রীতির সমর্থন করবোম, আর এ অর্পনের প্রতি বশম যে আমার কবিতা, তাব কিছুই মন্থতা হইবে না।

ইন্দু। মহারাজ! আপনি আমার হৃদয়ের আশ্রয় রাখুন। আমার যৌবন, মন সবই আপনার সমর্পণ করবোম।

দৌল। আপনার যেহেতু মহৎ অন্তঃকরণ, তেমনি সহ-পাত্রই অধিক হল,—প্রেমসি! আপনার অধিক দূর হতে আসা হয়েছে, এ নগরে পৌছন। আপনি তেঁা কিছু আশ্রয়ী সামগ্রী গ্রহণ করা হ' নাই, অসম্মতি হয় তেঁা কিছু উপাদেয় সামগ্রী আনয়ন বরাই।

ইন্দু। মহারাজের বা অভিরুচি।

দৌল। ওরে! এখানে কে আছিল রে?

(একজন পরিচারকের প্রবেশ।)

পরি। (কব যোড়ে) মহারাজ!

দৌল। (পরিচারকের প্রতি) শোন শীঘ্র কিছু নিকট সামগ্রী আনয়ন করে, এইখানেই লয়ে এস, দিনকাল না হয়।

পক্ষি : সে অজ্ঞা ।

(পরিচারকের প্রস্থান ।)

ইন্দু : (পর্য্যটকের এক পাশে এক খানি ক্ষুদ্র অস্ত্র দর্শন করিয়া ছোরা খানি হস্তে লইয়া) মহারাজ ! এ খানি কি ?

দৌল : ও খানি এক খানি ক্ষুদ্র অস্ত্র ।

ইন্দু : মহারাজ ! এখানি আপনার শমনোপরি থাকবার অর্থ কি ?

দৌল : প্রেয়সি ! রাজাদের নিয়ম : শমনখাব্যাদও অস্ত্র-ইহঁদ খাকা বিধেয় নয় ।

দৌল : জল ও পান হস্তে পরিচারকের দ্বারা প্রদেয় ।

রাজার হস্তে প্রদান পূর্বক প্রস্থান ।

ইন্দু : (ছোরা দেখাইয়া) মহারাজ ! এখানি কি ?
• • • ছেদ ছোরা নয় ?

দৌল : হা হা হা (হাস্ত করিয়া) প্রেয়সি ! আপনি দেখুন প্রকৃত মিত্রতা : এ বস্তু প্রেমভাষ্যে ভারত আফ্রিকার চর্চা : (সম্ভাষণে ভারত সম্মুখপাশিয়া) এক্ষণে কিছু বাণিজ্যীয় সামগ্রী গ্রহণ করুন ।

ইন্দু : (সামান্য খানি পূর্ববর্ত রাখিয়া) মহারাজ ! আমি সন্মুখপাশে গমন করুন । একটী সন্দেশ লইয়া ভক্ষণ ও জল পান ।)

দৌল : (সন্দেশের পাত্র ভূমিতে রাখিয়া তাড়ন লইয়া) তাড়ন গ্রহণ করুন । (তাড়ন প্রদান ।) প্রেয়সি !

দৌল আমি আপনাকে অস্ত্রঃকরণের সহিত ভাল
সালেম।

ইন্দু : (অস্থূল এহন ও চর্জগাস্তর) মহারাজ ! ভাল
বাণী ভাল বটে, শেষে যদি বান্ধে তেমন।

দৌল : প্রেমসি বোধ করি আপনার নন্দীত শাস্ত্র ও বাক্য
৩১৭৬

ইন্দু : মহারাজ ! বড় উদ্ভ্রম নয়।

দৌল : প্রেমসি ! ভাল মন্দ বিচার করিবার যে এখানে
কেহই পোহিত নাই, তবে আমি আপনার ওপর
আমি অশঙ্ক, অশঙ্ক করে একটি গান চর-

ইন্দু : মহারাজ ! তবে ব্যস্ত করবেন না।

বিম্বিঃ--গোস্তা

ভাল ভাল বাসার আশা করি নগর।

অকপট ভাল লগ্ন্যং বা বেগে।

উল্লাসী বিলাসী, বেগে ভাল বাসি।

প্রেম ত ভালবী নদী নিখামি ভাষি।

ইতি অবলার আবেগ মন ভুলিল লগ্ন্যং।

দৌল : প্রেমসি ! এটি মধুর নন্দীত আর এতদী !

ইন্দু : মহারাজ ! প্রেমালোকে সমস্ত গান গুলন কিছু
সরস হওয়া আবশ্যক করে, কিন্তু আমার অন্তরে সজ্জা
বোধ হচ্ছে পাছে আপনার সহচরণের নন্দ্য কেহ
অলঙ্কিত ভাবে একটু যদিও আমাদের রঙ্গ ভঙ্গ
দেয়। এবার ঠিক এই ধরনের নিম্ন ভাষণই বাটীর
সহচরার প্রহরীর পাহারায় নিযুক্ত আছে, তাই যত্নে
নন্দীত করলে আবার তাঁরাও প্রবণ করবে।

দৌল। প্রেরণি! আপনি কিছু মাত্র সন্দেহ করবেন না
কেহই এতদূর সাহসী হবে না, এবং সহস্রগণ
সকলেই বাটীর অন্তর ভাঙে আছে; হবে আপনার
সন্দেহ তখন জন্ম, আমি সকলকে ভাল করে নিবারণ
করে দিয়ে আসছি যে, কেহ যেন এতদূর না আসে,
আর প্রহরীদের প্রতি ও অনুমতি করে আসছি যে
তারা এক্ষণে পাহারা না দিয়ে বার হ'ত অধিক দূরে
গিয়ে কিকিৎকান অবস্থিতি করে। আপনি একটু
অপেক্ষা করুন।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। (যতদূর পূর্বক ছোবাগানি লইয়া গাপ
হইতে বাহির করিয়া গাপ খামি পূর্ববৎ বধা স্থানে
রাখিয়া স্বগত) বা হউক একখামি অস্ত্র তো
প্রাপ্ত হলেম! এতদূর কি দুর্ভাগ্যিত বুল-কুশীর
সতীত্ব অপহরণ করতে সক্ষম হবে? আমি কি পারসি-
লাগিনী যে স্বামনান্তের দাসী হব? (দাস্ত দেখাইয়া)
এই অস্ত্র কি সেই দুর্য্যাতনের শোণিত পাত্রে পিপাসা
শান্তি করিতে না? পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এতদূর
গর্হিত কার্যে অসুস্থ হয়ে কি এর জীবাত্ম জীবিত
থাকবে? নন!—নে জন্ম চিন্তা কবিও না, ইন্দুমতী
বোধ হয় হীন বীর্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই? কিন্তু কপটা-
চরণ করে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে হবে।
(চিন্তা করিয়া) তা কি করি? একে এক্ষণে নিঃসহায়
তাতে আবার জীলেক, তাতে আবার আমাদের

সকলেরই স্বাধীনতা অপহরণ করেছে, এতে ও কি
 ওরূপ পথ অনুসরণ করলে কোন অত্যাচার কার্য করা
 হবে? না এতে লোকভয় ঘনত, কিছুই বিরুদ্ধ হতে না।
 যখন নারীর সর্বস্ব ধন পরিহৃত পতীত ভ্রমণ ব্যতীত
 ধরণ করতে আশা করেছে তখন ও পোত অত্যাচার
 এই রূপ শাস্তি বিধানই এর উপযুক্ত দণ্ড, অন্যত
 মাত্র পাপ নাই। (ছোরা খানি দূরে এক পার্শ্বে
 স্নিগ্ধ করিতে করিতে) মহারাজ দৌলত রাও ন কুমারী
 ইন্দুমতীর প্রেমসাগরে হাবু বু খায়েন । দণ্ড
 উচ্ছোপ করা থাকল, এবং ইন্দুমতীকে স্বাধীন
 রাখন হবে তারও এই বড় বক্তব্য করা থাকল ।
 সুকারিত করিয়া পুনরায় উপবেশন ।

দৌলত রাওয়ের পুনঃ প্রবেশ ।

দৌল। প্রেরণি। বিশেষ রূপে দণ্ডকে নিবারণ করে
 দিয়ে এলেই কেহ এদিকে আসবে না, আপনি নিশ্চয়
 বেহে আমার সহিত আমোদ আহ্লাদ করুন ।

ইন্দু। যে আত্মা মহারাজ ।

দৌল। হাঁ তবে আত্ম একটা গান করুন ।

ইন্দু। আপান উপবেশন করুন ।

(দৌলত রাওয়ের পুনরায় উপবেশন ও ইন্দুমতীর পুনরায় গান ।)

পরজ—হর কান্তি ।

কীকন, ঘন ঘোঁষন, ঘন, সব তোয়ারি ।

তোয়ারই, তুনি হে হবিল আমারি ॥

মঙ্গল ঘন গুণের শোভন, মঙ্গলক ভকত হে মোহন

এ লতিকারে কয় আশী বসৰ্গণ হৈ;

শ্রীতির কুমুদে গম্ভীৰীয়ে পুজিৰ সন্ধান

দৌল। আহা! প্রেমসি! বড় সন্তোষ বরলোভন। (হস্তে হস্ত দিতে উদ্যত।)

ইন্দু। মহারাজ! আপনকার অনুগ্রহে আবার নৃত্য করতে পারদর্শিনী।

দৌল। (আশ্চর্যব্যস্ত হইয়া) বটে?—বলতে হয় না অনুগ্রহ পূর্বক যদি বারেক নৃত্যটা দেখান তা হলে—

ইন্দু। (পাত্ৰোত্থান পূর্বক) মহারাজ! আপনার মঙ্গলার্থী ধরে, দেখবেন বেন আমার একুল ওকল সকল না যায়।

দৌল। প্রেমসি! যে আপনার দাসী হলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ইন্দু। (নৃত্যের জন্য দূর গমন করিয়া) ও মহারাজ! তবে আপনি না সকলকে নিবারণ করে দিয়ে এসেছেন?—তার কেহই এনিকে আসনে না? পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কান দেখুন দেখি?

দৌল। (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত বসিয়া) কে কেহই নে না।

ইন্দু। মহারাজ! অনেক দ্রিষ্টে নিরীক্ষণ করুন দেখি এখনি দেখতে পাবেন এখন।

দৌল। (পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইয়া দ্বিরদৃষ্টে দৃষ্টিপাত)

ইন্দু। (সমবাস্তে ছোঁরা ধান লইয়া সঙ্গেতে দৌলত্রায়ের প্রাণদেশে আঘাত করিয়া) জয়মতি! ভাল করে দৃষ্টি কর

দৌল। (পর্ষাক্ষাপরি পতিত হইয়া) কু—হ—বি—নি।

কু—হ—বি—নি। ব্য—ভি—চা—রি—

বিধু। আমি কুহা—চনীও নহি, মারারিনীও নহি, বাঁচা—চরিত্রীও নহি, আমি নারীকুলের মতী—রাজেশ্বরী। আমার সত্য হরণ করিতে যে আশা করে তাহা সত্য কখনই ফল করি না।

(প্রস্থান)

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদু। 'দূর হইতে দৌলংরায়কে অলঙ্কিত করে দৃষ্টি করিতে করিতে স্বগত) একি! সেই মেয়ে মানুষটি! এইমতো কথা কচ্ছিল, আবার এর মধ্যে... গেল! বোধ করি এই দিক্ পানেই গিয়েছে। মহারাজ আমাদের এ দিকে আসতে বলেন বলে, আমরা ছিলাম, কিন্তু তাই থাকাকালীন যে একথাটা মোটে এখানে এসেছে শুনলুম।

দৌল। (ক্ষীণ স্বরে,) জ—ল—খা—ব।

বিধু। (দৌলংরায়ের নিকটে বাঁহিয়া সন্দেহ পতিত দেখিয়া স্বগত) এইত মোড়াগুলি সকলেই এখানে পড়ে রয়েছে দেখছি, তবে আর মহারাজ ভক্ষণ করছেন কি যে এর মধ্যে জল খেতে চাচ্ছেন? একি! মহারাজ যে আর কিছু কথা বাত্বা কচ্ছেন না? (পর্ষাক্ষাপরি পতিত দৌলংরায়কে নিরীক্ষণ করিয়া) একি মহারাজের রক্ত ওটায় বারান হলেছে দেখছি যে। বোধ করি তিনি আর এগুল খাবেন না, আমি এগুল নিয়ে

নেপথ্যে রণ ক্ষেত্রীর শব্দ করণ পূর্বক সৈন্যদলের প্রবেশ :

সৈন্য। (প্রণাম পূর্বক) রাজকুমারি! নির্ঝিন্ন সৈন্য

সমূহ রাজধানীতে এসে পৌঁছিয়াছে।

ইন্দু। (বাগে চিত্তে সৈন্যদলের প্রতি) রাজকুমারি!

বস্ত্র বিগ্ৰহের কোন শুভ সমাচার আছে?

সৈন্য। কুমারি! আপনাদের অজ্ঞানুসারে তাঁর

পবিত্র সেই খায়ে শিবির রাখিয়া, তাঁর

আর আট জন ক্রোশ অবধি তাঁর অন্বেষণ করিয়া,

কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানে কিছু ফল দর্শে নাই।

ইন্দু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সহস্রমুখে সৈন্য-দলকে)

স্বাক্ষর! তোমাদের সকলের শারীরিক মজল

সৈন্য। আজই তাঁর সন্ধান করলেই কৃপা করে আছি।

পাথে দণ্ডায়মান।

ইন্দু। রাজকুমারি! আপনার পন্যাক্ষে আপন

চক্ষুর দিকে, প্রত্যেকের অন্বেষণের নিমিত্ত আপ-

নার গমন কারবার কোন প্রয়োজন করে না।

বারি আমি যেরূপে গমন কোনোই কৃতকার্য হতে

পারবে।

ইন্দু। প্রিয়সখি! এই সমুদ্রে শব্দ, শিশিরে কি করতে

বলুন! আমার আপন

সম্মতিব্যবহারে গমন করাই

শ্রেয়ঃ।

ইন্দু। (চিন্তা করিয়া) রাজকুমারি! তবে আমি

যে কল্পনা করেছি এইত যুক্তিযুক্ত? না—আপনার

আর কোন পরামর্শ আছে?

ইরান। প্রিয়সখি! আপনার কাজনার আমার সম্পূর্ণ মন
একণে ভ্রাতার মতের প্রতিজ্ঞা।

ইরান। (মহীপৎ সিংহকে আসিতে দেখিয়া) ওঁ! তোমার
কমরে এই দিকেই আসেছেন।

রাজকুমার মহীপৎসিংহের প্রবেশ।

ইরান। রাজকুমার! ছত্ৰপুর নগরের যে রাজকুমার যতক্ষণ
সিংহের বৃত্তান্ত, আমাদের দেশে প্রচলিত আছে
আপনাকে বলেছিলাম, এক্ষণে সেই রাজকুমারের
অঙ্গসন্ধানে উপায় কি?

ইরান। কুমারি! আমি বিশেষ অনগত হয়েছি যে, ছত্ৰপুর
নগর রাজধানীতে সেই নিষ্ঠুর দেশত্যাগী রাজকু-
মারের ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি প্রবেশ করণ না হইবে
এইমাত্র পরিজ্ঞান সহিত তাকে কারাগারে বন্দী করে
দেখ। অতএব সেই রাজকুমার অনুসন্ধানের অঙ্গ-
সন্ধানে ইচ্ছুক। এবং ছত্ৰপুর দেশের প্রত্যেক
প্রতি আমাদের আক্রমণ করা অতি কষ্টসাধ্য। তখন দেশ-
খণ্ড নগরে গমন কাসাই বোধ করি সেই রাজকুমারও
সন্ধান পাওয়া যাবে ও ছুফ্ট জৌদার রাজ্যের
উপর আমার জয়পতাকা স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

ইরান। রাজকুমার! এ অতি সংবৃদ্ধি (রাজকুমারীর প্রতি)
রাজকুমারি! আপনি কি বলেন?

ইরান। (সোৎস্রুকে) বুদ্ধিসিদ্ধ হইবে।

ইরান। রাজকুমার! আমাদের রাজ্যী করণের নিশ্চিত মৈত্রী-
দের প্রতি যা অত্যা কাত্য হইবে করুন।

নাই, বিয়ে দিয়ে, অল্পকালেরে আর ব্যারামের খবর
নাই। (দুটি একটি সমুদ্র ভক্ষণ, বড়ী কাচার
বাধিয়া প্রস্থান) ।

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অনুসারে প্রবেশ ।

১ম অ। (দৌলৎরায়ের গহবরে কত বেধিত বোদিন
করিতে করিতে) ওকি ! নক্ষত্রাশ ভাঙতে : মহা-
রাজ ! ওকি ? ওকি ? আমাদের নক্ষত্রাশ উপস্থিত
হয়েছে যে ।

২য় অ। (ক্রন্দন) আমরা এখন কার পরগাপন করি ?
স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর : এক অবশেষে এই ঘটনা উপস্থিত
হ'ল ?

৩য় অ। (দৌলৎরায়ের উর্ধ্ব দৃষ্টি দর্শন করিয়া) মহা-
রাজ ত আর পাঁচবে না দেখচি : (অস্থান্য শব্দভরের
প্রতি) ওহে তোমরা এখন কান্না কাটনা করো না,
মহারাণীর প্রকাল বক্ষা কর, বয়স বয়স, অস্ত্রোত্তি
ক্রিয়ায়, অস্ত্র নিয়ে চল, মহারাজের চরম কাল উপ-
স্থিত ! (সকলে ক্রন্দন করিতে করিতে দৌলৎরায়কে
ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রস্থান ।)

প্রথম অঙ্ক।

দুইখণ্ডে বিভক্ত।

দ্বাদশ নগর—রাজমুহুর।

স্বপ্নাঙ্ক ১। রাজমুহুরী ও কুমারী ইন্দুমতী আলীন।

ইন্দু। (ইন্দুমতীর প্রতি) রাজকুমারি! এক্ষণে তোমাকে
শত্রুহত্ব হতে উদ্ধার করিয়া গেলুম। কি! আপনি
দুঃসহ কষ্ট নিবারণ করতে না পারেন তোমার
পাণ্ডিত্য লাভের কোন উপায় দেখাচ্ছিল।

ইন্দু। (কাতরস্বরে) প্রিয়সখি! আমার এতদিন
এক লাভ হওয়া আমার সম্প্রদায়ের জন্যে। আমি
আজ্ঞার অভিজ্ঞতা পূর্ণ করুন—আপনার সমস্ত
তোমার আমাকে ভগ্নমান সে কব মনে করতে
ছেন তা আমি দৃষ্টি করি। কি করবেন বলুন। আমার
একটি নিবারণ করা আপনাদের অসাধ্য।

ইন্দু। রাজকুমারি! আপনি যে পর্য্যন্ত সেই যুবরাজের
সম্মিলন স্থখে যশসী না হবেন ততদিন আপনার স্বর্গ
ভোগে ও সুখী হবেন না। এই গুণেই প্রতিজ্ঞা কল্যে
যেখানে সেই যুবরাজ যতীব্রসিংহ আছেন, এই
যুবরাজেই সেই যুবরাজের মাধবগণে গমন করুন।
চেষ্টার অসাধ্য কিছুই না। আপনি হতাশ হবেন না।

সৈন্য : কুমার :

সহী, দেশগড় নগরের সৈন্যদলকে কারাগারে বন্দী কর
গে, আর অধিকাংশ সৈন্য দেশগড় নগর আক্রমণ
কারিগর জন্য প্রস্তুত হওগে, আমরা অতি শীঘ্র যাত্রা
করবো !

সৈন্য : সে আছে ।

(প্রস্থান)

ইন্দু । হীপথসিংহ ও ইরানবতীর পতি । আর আমায়
কর উচিত নয় আপনারা তবে জামান । আমার বন্ধিত
স্বাধীনতা করা যাগগে ।

সহী, ও ইরান । হা তবে চক্ষু ।

সকলের প্রস্থান ।

বসন্ত ভাঙ্গ।

প্রথম গর্তাক।

চন্দ্রপুর নগর রাজধানীর আশ্রয়ের লয়ন কক্ষ।

বহিষী চন্দ্রেশ্বরী শাসিনী।

একজন দাসী প্রবেশ।

দাসী। মহিষী! মহারাজ, রাজকুমারের সঙ্গে এ নি
মাত্র করিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া
কাজে আপনাকে খবর দিতে এলেন।

মহিষী! মহারাজ কি এখনই খবর করবেন? তার
সম্বাদ ত আমি ওতফন পাইনি।

দাসী! রাজমহিষী! আমিও তো এতক্ষণ জানতাম
আমাকে ডাকিয়ে আপনাকে খবর দিতে এলেন।

(বিস্তান)

বহিষী। (চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস গতিতঃ গুরুত্ব
পূর্ণতঃ) এত আমার ভাল বিবেচনা হইতে না, আমার
ভাগ্য কি শিব গড়তে বানর হলো না? খেলায়
না, ছুলায় না মাজে, একে কলঙ্কের ভাগিনা হলেম।
সকল লোকেই শুধু কুমার যশোবন্ত সিংহ তারি
বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমান্ হইলেন; ছাই—যে নব্বু, যেনে
প্রেম বোঝে না, তার বিদ্যাও বৃথা, তার রূপও

রখা। তুই বাপু ছেলে মানুষটী মন, বিয়ে কলো
 এতদিন ছেলে ছাতা, ও তা তার এমন কুকি কেন
 গো? সং মা কি মা? বরতাল শব্দের বিয় কি
 বিয়ে? তাই তুই এত বাচ বিচার কলি? বি আলো
 যে তোর সঙ্গে দেখা হলো না, তা হলে বিলম্ব
 কার গুনিরে দিতেন। যাকোড় মানে, পোতা হই,
 মশল ছজনের যেমন মধ্য বয়েস তেমননি ে? তানবে
 কে শুনে, আমাদের সংসারে তার কোর কণ্টক
 তিন না, তুই বাপু বিয়ে করুনি কখনেছিনি বেশ
 হবিধা হতো। রাজার তিন কল বিচারে, এক কাল
 লাছে ওরে আবার হয় কি? তিন দিন ধরে বানিয়ে
 বানিয়ে পত্রখান লিখলাম তাঁর না হয় অবাবই দে
 ৩ মা, তা না হলে গভীর মনে যাওয়া হলো, বড়
 পৌরস্বয় হতো? যদি হতো আনিস তে দেখা
 যাবে, যেমন এক কল পাতে পারিস। (চিত্র
 করিয়া) কির এত স্বয়ং তার আহরণ কতো, যা
 কচোন, বাড়ার ১৫ দিনের হতো, রাজা যদি বা
 না মানেন তা হলে আমি তাঁর পায়ে ধরে কেনে
 পড়বো, যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে।
 নাচৎ এতপুত্রটি ত একটি বাসব পুত্র, যদি
 চিত্রি কথা বলই হলে, তা হলে তো আমার এক
 ওকুল ঢকুল যাবে। আমার অকুল প্রাণের তাগতে
 হলে, যদি আমি রাজার সঙ্গে থাকি, আর রাজা তাঁর
 দেখা পায় আমাকে দেখলে ঢকুলজায় কখনই চিত্রি

কথা একোশ গুণে পারিবে না। (নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া) এই ব্যাক রাজ্য আসুচেন ?
সহ-স্বামী, হুমায়ুন রাজ্য উদয়সিংহের প্রবেশ।
মহিম, (রাজ্য ক হুঁকি করিয়া) ও কি ম, (পদ শব্দ শুনিয়া)
পাশা ক রক্তের যে ? কোন হুমায়ুন আসুচেন ?
উদয়, (কাতর স্বরে) মহিম ! সময় বিশেষে তোমার প্রপ
ক'কাগুলি অমৃত হোর হয়, কিন্তু এখন তেঁ-
বাক্য কৌশল আমার বিষপেক্ষাও হুঁকি হোর হ-
ভুমি কি গোঁতে পাটো না যে কুমার, (পদ শব্দ শুনিয়া)
আহার-নিদ্রা বহিত হ- কি কউ পাটো, (পদ শব্দ শুনিয়া)
হাহাকার কটে, কুমারের দর্শন ন- (পদ শব্দ শুনিয়া)
আর কোন উপায় নাই। তোমার কি পুত্রের- (পদ শব্দ শুনিয়া)
কোন কই হুঁকি না, (পদ শব্দ শুনিয়া) অথবা
সময় এইরূপ আমোদ প্রমোদ আরম্ভ কল্যে ? রাগ-
বিত্ত হইবে। আমি এখন চলো- তোমার বাতে
আমোদ প্রমোদ হয় তাই করা (গমন করিতে অগ্রসর)
মহিমী। (স্বগত) আমোদ আহলাদে তো কিরান বাবে না
দেখি, একব দ কামা কটনা করে দেখি, (অগ্রসর)
হইবা রাজার হস্ত ধরিয়া প্রকাশে। মহারাজ : তাই
আমাকে বুলে খেলে কলুন, আমা স্বীকৃতক খলে
খেলে না বলো কি বুঝতে পারি ? এখন বুঁদে বলোন
সব বুঝতে পারলাম।—তবে কি আপনি বনে বনে
অন্যরূপে চলোন ? (রাজার পদ শব্দ শুনিয়া ক্রন্দ-
স্বর সহিত) মহারাজ ! আমার প্রাণ থাকতে আপনাকে

এক ছেড়ে দিতে পারব না, আশুনি বই আর আশুনি
কেও নেই, আপনাকে ^{যাও} ~~কিন্তু~~ ভাবিয়ে গেলে কেনবে,
আমি আপনাকে না দেখে এক দণ্ডও খাটবো না,
আমাদের সকল পাখার ভাসিয়ে আপনাকে ^{যাও} ~~কিন্তু~~
বাঁচানো হবে না, এই আপনাকে পা করে খাটানো কখন
নই আপনাকে বেতে দেবো না।

উদয়। (মহিষীর হস্তধারণ পূর্বক সান্নিধ্য বাক্যে) মহিষী !
কাত্ত হও, আমার অনুরোধ আর আমার জীবন
নাশের চেষ্টা করো না, আমার ঘরের সকলই প্রস্তুত
আমার বিবাহ হচ্ছে।

মহিষী। মহাত্মা : তবে আমি আপনার সঙ্গে না।

উদয়। মহিষী, সেটি কি পরামর্শ যোগ্য কথা ? আমি একটি
বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বো রক্ষার নিমিত্ত গমন করি—
তাই জীবন রক্ষা কি না বলবে, আমার ^{যাও} ~~কিন্তু~~
সমস্ত ^{যাও} ~~কিন্তু~~ হাতে দায় কি বিপদের উপর আমার বিপদ
প্রস্তুত হবে ? পথে নারী বিবক্তিতা, এও তো ভনেছ।

একথা যদি গণ্য হইবে দাসীর পুনঃ প্রবেশ।

দাসী। মহাত্মা ! ^{যাও} ~~কিন্তু~~ কুমারের বিদ্যামন্দিরের রক্ষক এই
পত্র আমি কুমারের ^{যাও} ~~কিন্তু~~ কান নিজে লুকান ছিল বলে
আপনাকে দিবার ^{যাও} ~~কিন্তু~~ আমার দ্বারা পাঠিয়ে দিলে।

(দাসীর হস্ত পত্র ওদান।)

উদয়। (পত্র গৃহণের পরে) এটি দৃষ্টিপাত করি। এ
যে একটি মহিষীর স্বাক্ষরীয় লিপি, (মহিষীর প্রতি)
মহিষী : কি গ্রন্থ কুমারকে পত্র লিখেছিলেন ?

দ্বিতীয় (পত্র দ্বিতীয় পত্র পাঠ)।

सिद्धि

‘প্রয়ত্নবোধ’ —

[illegible]

শ্রীমতী: চন্দ্রলেখা দেবী—

ଉତ୍ତର । (ଏକ ଗାଁର ବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଦେଖି) ମହୋଦୟ ।

कि अचिन्तनीय घटना ? (ज्ञान प्राप्त होइया अधिष्ठा-

শিষ্যের শ্যায় দাসীর (তি) দাসি! শীঘ্র 'জন্মদুই

দুটকে এইখানেই জোড় আন।

राजीव अग्रवाल ।

উদয় : (মহিষীর প্রতি) কি? পাণীয়সি! বলকিনি!
তোমার এই নিদারুণ কুহক আমার দ্বারা
আমি পুঙ্ক হারিয়েছি? (গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া)
তোমার অপাপের প্রায়শ্চিত্ত লামার হস্তে হওয়া
উচিত নয় কোতয়ালের হস্তে হওয়া উচিত।

(দুই জন দূতের প্রবেশ।)

উদয় : (দূতদ্বয়ের প্রতি) দূত! এই পাণীয়সীকে অবিলম্বে
কোথায় লইয়া লয়ে যে কোতয়ালিকে পদা কর।

দূতদ্বয় : (অগ্রসর হইয়া মহিষীর প্রতি) রাজমহিষী মহা-
রাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন।

উদয় : (ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদবাস্তে উদ্যত
হইয়া) মহারাজ! ও জান পত্র, ও পত্র আমি
কখনই লিখি নাই—আর যদিও আপনার বিধান
হয়ে থাকে, আপনি স্বহস্তে আমাকে শাসন করুন।

উদয় : (মহিষীর প্রতি) মার্জাবসি! আর আনাকে স্পর্শ
করিনে, দূতেরা তোর অঙ্গ স্পর্শ না কতো, কতো
ইচ্ছাম পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্য কোতয়ালখানার
গমন কর। (দূতদ্বয়ের প্রতি) দূত! শীঘ্র লয়ে এস,
আর বিলম্ব না হয়, এই পাণীয়সীকে তার বহনে
পাখী কর্পিত হাঙ্গর।

প্রস্থান।

দূতদ্বয় : (মহিষীর প্রতি) মহিষি! আর বিলম্ব করবেন
না, চলুন অগ্রসর হোয়।

কর বর্ষ নাটক।

বিভাগ ১।

মহিষী। (কল্পিত কালবলে ক্রন্দন করিতে করিতে)
সংতিব হাঃ (আহান)।

(সকলের প্রবেশ)।

বর্ষাক।

দ্বিতীয় প্রর্তাঃ।

সমস্ত মানব-কারাগার।

—মাজিষ্ট্রেট যশোবন্ত সিংহ আসীন এবং জজিষ্ট্র বর্ষাক স্বয়ং আসন
গমন করিয়া আসিয়া বসিয়া বসিয়া বসিয়া।

মঃ প্রঃ। (যশোবন্ত সিংহের প্রতি বাক্য দান) কেন
তুমি বিলম্ব কর অস্বাভাবিক সকলের আশ্রয় কর্তি কর
শীঘ্র শীঘ্র এস না।

যশো।। (কাতিরপরে) দেখে প্রহরী। অদ্য আমার শরীর
অত্যন্ত দুর্বল বোধ হচ্ছে, যদি দয়া প্রকাশ করে
অদ্যকার দিনটি আমাকে রেহাই দাও না হলে
তোমার বড় পুণ্য হবে।

মঃ প্রঃ। আসিয়া তোমাকে প্রীতি দিয়া কষ্ট দাও পাৰি না।
তোমার কি রোগ হয়েছে? (অস্বাভাবিক বাক্য)

, মিথকে দেখাইয়া) এট তো এরা এক দিনের
কাম কানাই করে ন ।

বোধ হাপু এই সকল ঘটনাবলি জানেও কিন্তু এতে
কিছু কার্যে নিযুক্ত থাকেন না । এরা এক একবার
অভয়ান হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে এসে এসে
ভাবপর আর এক দিনও অতীত হলে ।

এই প্রসঙ্গ তোমার কোন্ রোজ গিষ্ঠী কথায়
(মনোবস্ত সিংহের হস্ত ধরিয়া) এখনও বিজ্ঞান
(সজোরে আঁকি পূরক) এনে নক্সা টানা
পারে ।

এখনো বগভেরীর শব্দ এবং শুল্ক প্রদর্শনার
হস্তধরিয়াপ করিয়া আশীর্বাদিতভাবে অর্জুনকে
দেশগত নগরের একজন সুপের মহিড় রাজকুমার
সিংহ, রাজকুমারী ইরাদী, কুমারী কুমুদী ও জগদ
মাতা ইত্যে রাজার বগরের কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ

হক : এই আমাদেব দেশের কারিগার

সামান্যের প্রদর্শন করিয়া পলায়ন

ইন্দ্র : (অকস্মাত রাজকুমার মনোবস্ত সিংহের হস্ত ধরিয়া
উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারি : জীমিত হোন, এই আপ-
নার জীবনভর রাজকুমার মনোবস্ত সিংহকে
প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মহী : কুমারি : আমাদেব তো প্রধান উদ্দেশ্য সাধন হ'ল,
একণে (মনোবস্ত সিংহকে দেখাইয়া) আপনার এই
মহাশত্রুর সহিত কণেক মিত্রলাপ করুন, আমি অতি

বীতঃ হুগুয়া মোঃ মোঃের আধিপত্যের উপর
সত্যতা উভয়মান করে আমার উদ্দেশ্য সর্বদা
আমি। তবে বিবাহ হলো এই যাত্রা যে সত্যি প্রেম
এখান হাত পলায়ন করেছে তাহাৎ দেন দারা অনেক
মিষ্ট মতিই সম্ভবিনা।

ইন্দু। কুমার! অতি সস্তর আসিবেন

মহীপৎসিৎহের আস্তান।

মশো। কুমারি! এ মহাশয় কে?

ইন্দু। কুমার! তাঁর সমুদ্রের পরিচয় আপনাদের নিজেই দিয়ে
দিলেন তিনিই সেই সর্বপ্রণালিকৃত কুমার সান্ধ্য
সিৎহ, রাজকুমারীর সহোদর।

মশো। কুমারি! উনি যে কার্যে এমন কল্যাণ করতে চেন
আমাদের সাহায্য করা কর্তব্য।

ইন্দু। রাজকুমারি! সে জন্য আপনি টেরিফ হবেন না।
মহাশয় হবার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে
সবলের বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বেরান করিব।
একগুণে অনুগ্রহ করে রাজকুমারীকে কথোপকথন
করিতে শুকে ইচ্ছা করুন। (রাজকুমারীকে জ্ঞানন
করিতে দেখিয়া) রাজকুমারি! যা কেন দুঃখ
প্রকাশ করেন? আমি আপনাদের প্রিয় পরিবার
সম্মুখে লজ্জা কি? রাজকুমারীর সান্ধ্য কথাবার্তা
কম।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর! যে অধীর্ষি আপনার প্রীতির গোপনে
গোপনকৈ জীবন দৌষন সমর্পণ করেছিল তার প্রতি

কর্তব্য: যিনি ভদ্রলোকের মতন নীতি: ...
কাজ:

১ম : (যশোবন্ত সিংহকে দেখিয়া) এই না জন
যশু সিংহ :

২৫। হাঁ হাঁ তিনিই তো আসতে। আঃ! বাকী পোহে গেলো
 তঁদের সিংহের জীবন মুকা হল। (ষণ্মাসকাল ধরে
 নিবসে থাকিরা করযোড়ে) "কুমার! এতদিনে তঁরা
 মৃত্যুভেক মাত্রও মশারাজের ঢুকুণ অন্তরকাল তখন
 হলে তাঁর জীবন সংশয় হতো, আসতে প্রায় দিন
 হ'ল দিনা কারণে তাঁকে দর্শন না দিয়ে গেলেন। তাহ
 উদ্যত হয়েছেন। এ আপনার কি প্রকার উদ্দেশ্য

হয়েছে ! দেখ ! আমার অদর্শনে পিতার অঙ্গুরাবলম্বিত হস্ত
স্বাক্ষর, তাতে আমি মহাপাপে লিপ্ত হইলাম। আমার
এখানে পিতার কুশল সম্বন্ধি নাই। আমার পক্ষ হইতে
স্বতন্ত্র কর।

১৯। কুমার! অধিক আর কি বলবো, আপনাকে না দেখে
মহারাজ মেরুপ কতর হ্যাচেন আশ্রয় দিচ্ছে এসেচি,
তাতে যদি আপনি এই দণ্ডেই এখান থেকে বের-
নীতে যাত্রা না করে তিলক্ষি বিলম্ব করেন তা হলে
যেখ কষ্ট তাঁর জীবনের ভরসা করা যাবে না।

হলো : হা পাণ্ডীয়দি বিম্বতা : প্রিতা কি এমন কঠিন শ্রম
 হযেছেন যে ভূমি আমাদেব সংসারে ওঁবস
 গো ? আমাঃ পিত্তান কক ওঁনে আমাঃ হদা
 বিদাঃ হকে (১০) (মোনাধনকন)

ইরা। (কপালে করখাত করিয়া) আ ভগবন! কোনার
 মিতমাত্রমারে তোমার দুঃখের বোধ যদি আছে
 তবে কি এ হতভাগিনীর কপালে তোমার বিধি ও
 প্রতিধি হ'ল? (বিশেষতঃ সিংহের প্রতি) অমর
 আপনি গুরুপ করলে আবার কী হত? হু, গৈরীয়া
 বলছেন করুন, এখনিই এখান থেকে রাজধানীতে
 চলুন তা হলে পিতার সকল কষ্ট দূর হবে, সকল দিক
 নিজায় থাকবে।

যশো। (ইরানতীকে প্রতি) দেখুন! আপনার চিন্তিত কো
 আপনারা অনেক কষ্ট পেছেন, আপনার জীবন
 গাচটনা করলে, এক্ষণে আপনার এখান হতে পুত্র-
 নার বাদী গমন করুন, তার পর পিতাকে নশন করে
 যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনাদিগকে দর্শন করব।

ইন্দু। (কর্তব্য) এক কক্ষের পর রাজকুমারী হারা নিধি
 প্রাপ্ত হইলেন, উনিও তার আপনার সঙ্গে পরি-
 ত্যাগ করবেন তাহে কোনমতেই বিশ্বাস হয় না
 অতএব চতুর কুমারী এইপন্থিগত সঙ্গ পরামর্শ
 কষ্টে আমবা সকলেই আপনার সঙ্গে রাজধানীতে
 গিয়ে পিতার কষ্ট নিবারণ কার।

যশো। কুমারী। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার
 আমার সমাজবাহারিণী হবেন--তবে চলুন।

ইরা। হা! আহুন তার বিলম্ব করা উচিত নয়।

সকলের প্রস্থান।

শালি : (বংশীবন্তের প্রতি) কুমার ! এমন কি, আর কিছু
 তবু যদি আপনার বধ্য ভূমিতে পাঁছছিবর, কিংবা
 হাত তাকানোইত মহারাজ আত্ম হত্যা করতেন ।

বংশী : শুভ কাম্য । সকলি আপনার অনানুষ্ঠানিক দয়ার কার্য ।

উদয় : (রাজকুমারিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বংশীবন্তের প্রতি)
 ২৫ম । এ কুমার কুমারিরা কে ?

শালি : মহারাজ ! মহামায়ার কৃপায় অদ্য আমাদের
 এককালে সকল সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে,
 আপনি কি বিবেচনা কতে পাচ্ছেন না যে কুমারের
 সহিত (রাজকুমারীকে দেখাইয়া) এই রাজবিলির
 পরিণয় সম্পাদনের ক্ষুদ্র সর্বোচ্চ পারিশ্রম্য উৎসর্গ
 হয়েছেন ? তবে কেন একপে ওরুণা ত্যাগ করেন ?
 অথবা ইহাদেব উল্লেখ্য ক্ষুদ্র কার্য সম্পাদন করুন,
 এই বিশিষ্ট রাজত্বোদ্ভিদ পুত্রবধূ সম্বোধনে জীবন
 সফল করুন তাহলেও তাদের যোগে পাশ্চাত্যের শমন করে
 পরমানন্দে দেশ ভ্রমণের ইতিহাস লিখা করবেন ।

উদয় : গুরুদেব ! তবে আর কি ? আদ্যকার তো সকলই
 মঙ্গল, আর আমাদের আনন্দেরও সীমা নাই ? একপে
 বংশীরের সামাজিক কিংবা এই দণ্ডে হওয়া আনন্ডিক
 তাহলেই আমার একমুখ সফল হয়, এরপর না হয়
 মোহোহ করা হবে ?

শালি : সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু এদের পরিণয়
 একপেই হওয়া উচিত ।

উদয় : যে আজ্ঞা গুরুদেব । (পরিচারকের প্রতি) পরিচারক !

